উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মোদির দ্বারস্থ পাক মহিলা » ৭

নাইট ক্লাবে আগুন, মৃত ২৫

গোয়ার নাইট ক্লাবে বড় অঘটন। আগুনে ঝলসে ও ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল কমপক্ষে ২৫ জনের। উত্তর গোয়ার আরপোরা গ্রামের ওই নাইট ক্লাবটিতে প্রায় ১০০ জন ছিলেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১৩°	২৭°	১২°	২৭°	১২°

হুমায়ুনে ছুঁতমার্গ নেই বাম ও কংগ্রেসের » ৫

শিলিগুড়ি ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 8 December 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 199

স্মৃতির জীবনে ‘স্মৃতি’ পলাশ

সাঙ্গলি, ৭ ডিসেম্বর : ‘আমাদের গল্পগুলো অল্প সময় ঘর পাতালো।’ অথচ তাঁদের গল্পের শুরুটা তো হয়েছিল ‘এই ছেড়ে যাওয়ার যুগে তুমি না হয় থেকে যেও’-র বিশ্বাসে। ৬ বছরের প্রেম, হাজারও মুহূর্ত, আবেগ, পরস্পরকে লক্ষ বার ‘আমি তোমাকে আকাশ সমান ভালোবাসি’ বলা। বাইশ গজের বাইরে ভারতীয় মহিলা দলের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানাকে তাঁর প্রেমিক সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে ‘রোমান্টিক কাপল’, ‘লাভ বার্ডস’ হিসেবে দেখতেই স্বচ্ছন্দ ছিল নেটপাড়া। প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের রেশ নিয়ে মান্ধানা-পলাশ যখন ২৩ নভেম্বর বিয়ের কথা জানিয়েছিলেন, তখন নেটিজেনরা মনে করেছিল ‘এখনও সত্যি কিছু প্রতিশ্রুতি রাখার জন্যই দেওয়া হয়।’

কিন্তু বিয়ের দিন সকালে স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানার অসুস্থ হয়ে পড়া, যার জেরে বিয়ে স্থগিত হয়ে যাওয়া, দুই দিন বাদে পলাশের সঙ্গে এক মহিলার গোপন কথোপকথন প্রকাশ্যে চলে আসা, বিজ্ঞাপনী ভিডিওতে মান্ধানার ফাঁকা অনামিকা-সিঁদুরে মেঘের আনাগোনার শুরু তখন থেকেই। রবিবার মান্ধানা নিজেই সব নীরবতা ভেঙে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, বিয়েটা আর হচ্ছে না! যার পোশাকি নাম ‘কলড অফ’।

২৩ নভেম্বর ছিল রবিবার। ৭ ডিসেম্বরও রবিবার। কিন্তু সব রবিবার একরকম হয় না। গত মাসের ২৩ তারিখে পলাশের সঙ্গে ‘সাত ফেরে’ নেওয়ার স্বপ্ন

এরপর দশের পাতায়

পছন্দের বইয়ের খোঁজে খুদে। শিলিগুড়ি বইমেলায় রবিবাসরীয় সন্ধ্যায়। ছবিটি তুলেছেন সঞ্জীব সূত্রধর।

সময়ের কথা

সরকার ভুল করলে সাত খুন মাফ?

তাপসরঞ্জন গিরি

‘আইন কি কেবল মাকড়সার জাল? যেখানে ছোটরা আটকে মরে, আর বড়রা দাপটে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়?’ -পুরোনো এই প্রবাদটি আজকের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে যেন এক জ্বলন্ত বাস্তব। সাধারণ নাগরিকের জন্য আইনের শাসন একরকম, আর যাঁরা সেই শাসন পরিচালনা করছেন, তাঁদের জন্য যেন নিয়মগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। ট্রাফিক সিগন্যালে লাল আলো অমান্য করলে সাধারণ বাইকচালকের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে, মোটা অঙ্কের জরিমানা হতে পারে। কিন্তু সরকার যখন হাজার হাজার যোগ্য প্রার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, বছরের পর বছর নিয়োগ দুর্নীতি করে, তখন তাদের ‘জরিমানা’ হয় কি? নাকি ক্ষমতার অলিন্দে সব অপরাধই ‘প্রশাসনিক ভুল’ বলে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়?

আতশকাচের নীচে রাখা যাক রাজ্যের এবং কেন্দ্রের সেই দ্বিমুখী নীতিকে, যেখানে শাসকের জন্য সাত খুন মাফ, আর সাধারণের জন্য শুধুই শাস্তির চাবুক।

চাকরি চুরি নাকি ‘ভুল’?

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় সম্ভবত নিয়োগ দুর্নীতি। স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে শুরু করে প্রাইমারি টেট- অভিযোগের পাহাড় জমেছে। আদালতের নির্দেশে যখন ওএমআর শিট জনসমক্ষে এল, দেখা গেল অযোগ্যরা চাকরি করছেন আর যোগ্যরা রাস্তায় বসে।

এরপর দশের পাতায়

বাংলার রাজনীতি এখন ধর্মময়

গীতা বনাম কোরান

অরূপ দত্ত ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : বিধানসভা ভোটে মেরুকরণের রাজনীতিকেই অস্ত্র বলে ঘোষণা করেছিল বিজেপি। ব্রিগেডে গীতা পাঠের দিনই আবার মুর্শিদাবাদে লক্ষ কণ্ঠে কোরান পাঠের কর্মসূচি ঘোষণায় বিভাজনের রাজনীতির খেলা শুরু হয়ে গেল বঙ্গে। ‘ধর্মযুদ্ধ’-এর নামে দুই সম্প্রদায়ের ভোট ভাগের এই কৌশলে দিশেহারা বাম-কংগ্রেস। এরই মধ্যে নীচু স্বরে হলেও উঠছে বিকল্প শক্তির দাবি। তবে, তার চেহারা এখনও অস্পষ্ট।

রবিবার সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ নামে একটি মঞ্চের ডাকে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করেছিল আরএসএস। গেরুয়া শিবিরের সভায় যোগ দেন শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, লকেট চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সিনহার মতো রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতা, বিধায়ক ও নেতা-কর্মীরা।

সভাস্থলে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরোভাগে ছিলেন আরএসএস-এর পূর্বাঞ্চলের শীর্ষ নেতা রমাপদ পাল, অদ্বৈতচরণ দত্ত, জলধর মাহাতোর মতো নেতারা। বিশিষ্টদের মধ্যে যোগগুরু রামদেব না এলেও, ছিলেন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী, সাধ্বী ঋতম্ভরা। গীতা পাঠের আসরে গিয়ে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সওয়াল ও মুর্শিদাবাদের সন্ত্রাস নিয়ে সরব হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

’২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগের বছর ২৪ ডিসেম্বর এই ব্রিগেড থেকেই সলতে পাকানোর কাজ শুরু করেছিল আরএসএস। লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের সেই আসরে ছিলেন স্বয়ং আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। এবার তিনি নিজে সশরীরে না থাকলেও আরএসএস-এর লক্ষ্য ছিল ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। দাবির প্রশ্ন দূরে সরালে এদিনের জমায়েত বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দু সনাতনী ভোট একজোট করার লক্ষ্যেই শক্তিপ্রদর্শন তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। গীতা পাঠকে দিন বদলের লড়াই বলে

এরপর দশের পাতায়

৭ মাসে জেদের বশে উধাও ৭০

পরিবারকে সতর্ক করছে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া সংখ্যা বাড়ছে। গত সাত মাসে এনিয়ে সত্তরটিরও বেশি নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছে থানাগুলিতে। প্রতি মাসেই এমন নিখোঁজের অভিযোগ জমা পড়ছে।

তারা প্রত্যেকে নাবালক-নাবালিকাও রয়েছে। শুধু শিলিগুড়ি নয়, গত এক বছরে ফালাকাটায় প্রায় ২৫ জন নাবালিকা প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছে। প্রেমিকের জন্য বাংলাদেশে গিয়ে আটক মালদার এক তরুণীর ঘটনাও সামনে এসেছে। এই ঘটনাগুলো উত্তরবঙ্গে পরিবার ও ভালোবাসার সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং তার ফলে ঘর ছাড়ার প্রবণতা যে বাড়ছে, তা প্রমাণ করে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যেসব নাবালিকা ফিরে আসছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ গর্ভবতী হয়ে পড়েছে বলে খবর।

নিখোঁজ ওই নাবালক-নাবালিকাদের খুঁজে বের করার পর তাদের কাউন্সেলিং করে নানা তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নাবালক-নাবালিকাদের মধ্যে একগুঁয়ে মনোভাব আর জেদ দেখা দিচ্ছে। এর ফলে তারা বড় বিপদের মুখেই পড়তে পারে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোবিদ উত্তম মজুমদারের বক্তব্য, ‘ছোটদের মধ্যে চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। অভিভাবকরা সেই চাহিদা পূরণ করতে না পেরে বকাবকি করছেন। তখনই এরা বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।’ শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্তের মতে, ‘মোবাইলের মাধ্যমে ছোটরা এখন অনেক বেশি নিজেদের এক্সপোজ করতে পারছে। তাই সহজেই বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।’ এই পরিস্থিতিতে বকাবকির বদলে ভালোভাবে বোঝানোর রাস্তায় অভিভাবকদের যাওয়া উচিত বলে মনে করছেন উৎপলবাবুরা।

অভিভাবকরা ভাবুন

- শিলিগুড়ি থানা এলাকায় গত সাত মাসে নাবালক ও নাবালিকা মিলিয়ে ১৭ জন পালিয়েছে
- ভক্তিনগর থানায় গত সাত মাসে নাবালক ও নাবালিকা মিলিয়ে উনচল্লিশজন নিরুদ্দেশ হয়েছে
- নতুন প্রজন্মের এই প্রবণতা বন্ধে মনোবিদ, শিক্ষাবিদরা অভিভাবকদের মনোভাব বদলাতে বলছেন
- পুলিশ একে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখছে এবং অভিভাবকদের সতর্ক থাকতে বলছে

ভক্তিনগর থানায় গত সাত মাসে নাবালক-নাবালিকা মিলিয়ে উনচল্লিশজন নিরুদ্দেশ হয়েছে। এদের মধ্যে চব্বিশজনকে পাওয়া গিয়েছে। পনেরোজন এখনও খাতায়কলমে নিখোঁজ রয়েছে। নিখোঁজ পনেরোজনের মধ্যে অধিকাংশই প্রেমের টানে কোনও তরুণের সঙ্গে ভিনরাজ্যে পালিয়ে গিয়েছে বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। ভক্তিনগর থানার এক পুলিশকর্তা বলছিলেন, ‘প্রেমের টানে পালানোর মধ্যে নাবালিকাদের পাশাপাশি নাবালকও রয়েছে।’

শিলিগুড়ি থানা এলাকায় গত সাত মাসে নাবালক-নাবালিকা মিলিয়ে ১৭ জন পালিয়েছে। পনেরোজনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। গত অগাস্ট মাসে ওই থানা এলাকায় পালানোর সংখ্যা পাঁচ। এরমধ্যে চারজন নাবালক রয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল ওই চার নাবালক। বাড়ি থেকে অবশ্য মানা করা হয়নি। এরপর চার বন্ধু বাড়িতে কিছু না বলেই ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার জন্য রওনা দেয়। তবে বারো-তেরো বছরের ওই নাবালকদের কাছে গন্তব্যটা সহজ ছিল না। রাস্তা হারিয়ে ফেলায় তারা এনজেপি ট্রাক টার্মিনাস এলাকায় চলে যায়। হাতে টাকা না থাকায় সেখানেই রাত কাটায়। এরপর পুলিশ খবর পেয়ে ওই চারজনকে উদ্ধার করে।

প্রেমের টানে পালিয়ে যাওয়ার পর বেশকিছু ক্ষেত্রে আনতে সমস্যা হলেও ভুল বুঝতে পেরে নিজে থেকে বাড়ি ফেরার একাধিক উদাহরণও রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

সাধুবেশে হার চুরির চেষ্টায় ধৃত তরুণ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ‘বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়’। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দুই বিঘা জমি’-র এই বিখ্যাত অংশই শিলিগুড়ির উত্তর একতিয়াশালে রবিবার যেন সত্যি হয়ে উঠেছিল। সাধুবেশে থাকা এক তরুণ এদিন এক বাসিন্দার গলার চেন চুরির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ওই তরুণ জনতার হাতে ধরা পড়ে যান। বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে তাঁকে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাহুল সালভে নামে ওই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সাধুবেশে তিন তরুণ এদিন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। গায়ে গেরুয়া বসন, সাদা ধুতি, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা দক্ষিণা চাইছিলেন। রাহুল তাঁদেরই একজন বলে অভিযোগ। লতা সিংহ উত্তর একতিয়াশালের বাসিন্দা।

এরপর দশের পাতায়

দূষণ ভাইরালে শিলিগুড়ির অস্বস্তি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি খুবই দুর্গন্ধময়, দূষিত শহর। ব্রিটিশ ট্রাভেল ব্লগার বেন ফ্রায়ারের দাবি। বেন অবশ্য ‘ব্যাকপ্যাকার বেন’ নামেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি পরিচিত। ইউটিউব, ফেসবুকে তাঁর অগুনতি ভিডিও। শুধু ফেসবুকেই তাঁর লক্ষাধিক ফলোয়ার। এই বেনই সম্প্রতি শিলিগুড়িতে হাজির হয়েছিলেন। সেবক রোডে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখে, গোরুকে সেই আবর্জনা টেনে খেতে দেখে বিরক্ত বেন তাঁর তোলা ভিডিওতে শহরের প্রতিকূল পরিস্থিতিটা তুলে ধরেছেন। তিন মিনিট দুই সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের সেই ভিডিও ফেসবুক সহ নানা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করেছে। পাশাপাশি, শহরের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে দ্বিতীয় কলকাতা হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়িকে কিন্তু বেন তিলোত্তমার থেকেও এগিয়ে রেখেছেন। ভিডিওতে ব্যাকপ্যাকার বেন-কে জোর গলায় বলতে শোনা গিয়েছে, ‘হোক অপরিষ্কার, এই শহরের মানুষ প্রচণ্ড বন্ধুবৎসল। আর এই সুবাদে এই শহর কলকাতার থেকে ১০০ গুণ ভালো।’

বিদ্ধ কলকাতাও

- শিলিগুড়ি অপরিষ্কার, দূষিত শহর বলে ব্রিটিশ ট্রাভেল ব্লগার বেন ফ্রায়ারের (ব্যাকপ্যাকার বেন) দাবি
- শিলিগুড়িতে তোলা বেনের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল
- একই ভিডিওতে বেন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য কলকাতার থেকে শিলিগুড়িকে এগিয়ে রেখেছেন

বেনের ভিডিওর গোড়ার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। অনেকেই ইতিমধ্যেই সেই ভিডিও দেখে ফেলেছেন। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন তাঁদেরই একজন, ‘শহরকে পরিষ্কার রাখার সমস্ত পরিকাঠামোই আমাদের রয়েছে। কিন্তু সেই পরিকাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে না। প্রধান রাস্তায় থাকা হোটেলগুলির একাংশ রাস্তার মধ্যেই আবর্জনা ফেলছে। রাস্তায় আবর্জনা ফেলার বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও ভয়ডর, সংকোচ কাজ করে না। এ বিষয়ে পুরনিগমেরও কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’ ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের অবশ্য বক্তব্য, ‘ওই ট্রাভেল ব্লগার ঠিক কী উদ্দেশ্যে এমন ভিডিও করেছেন তা জানা নেই। তবে শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি সবসময়ই আমাদের অগ্রাধিকারে থাকে। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই সবসময় কাজ করে চলেছি।’

এরপর দশের পাতায়

১০ মিনিটের দৌড়ে ঝুঁকি বাড়ে জীবনে

কে কত তাড়াতাড়ি সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারছে, সেই নিয়ে প্রতিযোগিতা। সঙ্গী সাইকেল, স্কুটার বা মোটরবাইক- যাই থাকুক না কেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গতিতে একে অপরকে টেক্কা দিতে চান ওঁরা।

সৌভিক সেন

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ‘উন্নত পরিষেবা’-র নামে ইঁদুর দৌড় চলছে। যে যত তাড়াতাড়ি গ্রাহকের হাতে প্যাকেট তুলে দিতে পারবে, সেই সংস্থার কলার তত উঁচু হবে। বাড়বে ব্যবসাও। শহর শিলিগুড়ির রাস্তায় বের হলেই ঝোলা পিঠে ছুটতে দেখা যায় তরুণ-তরুণীদের। কারও জামার রং হলুদ, কারও বা লাল। বাহন হিসেবে সাইকেল, স্কুটার বা মোটরবাইক- যাই থাকুক না কেন, গতিতে যেন একে অপরকে টেক্কা দিতে চান ওঁরা।

একই মুদ্রার দুই পিঠ সমান নয়। ই-কমার্সের সুযোগসুবিধা আমাদের সকলেরই জানা। যে কোনও সময় যে কোনও প্রয়োজনে আঙুলের এক ছোঁয়ায় অর্ডার হচ্ছে আলপিন টু এলিফ্যান্ট। হালফিলে ‘১০ মিনিটে ডেলিভারি’-র ট্রেন্ডে শামিল সংস্থাগুলোর সৌজন্যে হাতের মুঠোয় জিনিস পাচ্ছেন আশাতীত দ্রুতগতিতে। উলটোদিকে শুধুমাত্র পেটের টানে লো রেটিং ও স্কোর কমে যাওয়া এড়াতে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন রাইডার আর ডেলিভারি বয়রা।

আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা শুক্রবার রাজ্যসভায় এনিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর মতে, ‘১০ মিনিট ডেলিভারি’ সার্ভিস মানে গিগ ওয়ার্কারদের প্রতি ‘নিষ্ঠুরতা’। এই ডেডলাইন মেনে চলতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে বাজি রাখছেন তাঁরা। রাঘবের কথায়, ‘আমরা অর্ডার দেওয়ার পর একটি নোটিফিকেশন আসে। সেখানে বলা হয়, আপনার অর্ডারটি রাস্তায় আছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয় ডেলিভারির জন্য। এই নোটিফিকেশনের পেছনে একটি মানুষ থাকেন। যাঁর কথা আমরা কখনও ভাবি না। কুইক কমার্স আর ইনস্টা ডেলিভারি আমাদের জীবনধারা বদলে দিয়েছে। কিন্তু দ্রুত পরিষেবার নেপথ্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছে।’

এরপর দশের পাতায়

টিক অফ দ্য টাউন

- ২০২০-’২১ সালে সারাদেশে গিগ কর্মীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৭৭ লক্ষ
- ’২৪-’২৫ আর্থিক বর্ষে প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত
- ২০২৯-’৩০ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হতে পারে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ

ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে ৯ কোটি চাকরি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

আমার আকাশ দেখার ঘুড়ি...

বালুরঘাটের তারাগঞ্জ মাঠে রবিবার ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

চা পাতায় কীটনাশক শনাক্তকরণে কিট

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : কাঁচা চা পাতায় ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে কি না জানতে এবার বাজারে আসতে চলেছে বিশেষ একধরনের কিট। রবিবার জলপাইগুড়ি শহরতলির রানিনগরে, এক বেসরকারি রিসর্টে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির ১৯তম বার্ষিক জেলা সম্মেলনে সে কথাই জানালেন টি বোর্ডের কীটনাশক বিশেষজ্ঞ অমিতাভ বসু মজুমদার।

এদিন টি সেফটির ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, 'সেন্ট্রাল ইনসেক্টিসাইড বোর্ড ও ভারতীয় টি বোর্ড ৪২ ধরনের ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আরও কিছু নাম যুক্ত হবে বলে জানা যাচ্ছে। চা চাষে কীটপতঙ্গের আক্রমণ যেমন বাড়ছে, তেমন পাল্লা দিয়ে যথেচ্ছ কীটনাশকের ব্যবহারও বাড়ছে। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু কীটনাশক দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।'

তিনি যোগ করেন, 'কীটনাশক আছে এমন চা গুণগত মানে পিছিয়ে পড়ছে। তাই কাঁচা চা পাতায় কীটনাশকের ব্যবহার হয়েছে কি না তা বোঝার জন্য বিশেষ ডিভাইস বাজারে আসতে চলেছে।'

অত্যধিক মাত্রায় ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে ক্ষুদ্র চা চাষিরা যে কাঁচা পাতার দাম পাচ্ছে না, তা-ও জানালেন বোর্ডের উত্তরবঙ্গের ডেপুটি ডিরেক্টর কমলচন্দ্র বৈশ্য।

তবে এদিন সম্মেলনে টি সেফটির পাশাপাশি চা অর্থনীতির ওপরও জোর দেওয়া হয়। কীটনাশক ব্যবহারের সূত্র ধরেই উঠে আসে চা শিল্পের ব্যবসায়িক দিকটির প্রসঙ্গ। চা শিল্পপতি রাজীব বৈদ বলেন, 'অসমের কাঁচা চা পাতা ও তৈরি চা পাতার দাম ডুয়ার্সের চেয়ে বেশি। ডুয়ার্সের ক্ষুদ্র চা চাষে যেভাবে ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে তাতেই কাঁচা পাতার দাম পড়ে যাচ্ছে।'

নজরে টি সেফটি

- কীটনাশক ব্যবহৃত কাঁচা চা পাতার ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না ক্ষুদ্র চাষিরা
- টি বোর্ড কিছু কীটনাশক নিষিদ্ধ করলেও সেগুলির ব্যবহার হচ্ছে
- অসমের কিছু বটলিফ ফ্যাক্টরি উত্তরবঙ্গে টি ওয়েস্ট এনে নিম্নমানের চা প্রস্তুত করছে
- চা পাতায় কীটনাশক ব্যবহার হয়েছে কি না জানতে বাজারে আসছে বিশেষ কিট

কমল বৈশ্য এদিন পরিষ্কার জানান, ১৮ বছর আগে ক্ষতিকারক কীটনাশকের তালিকা করে সেগুলি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল টি বোর্ড। কিন্তু সেই কীটনাশকগুলি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে সেই কাঁচা পাতার ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না ক্ষুদ্র চাষিরা। তাঁদের সতর্ক করে তিনি বলেন, 'কীটনাশক ব্যবহারে আপনারা সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে পাতার দাম পেতে আরও সমস্যা হবে।'

উত্তরবঙ্গে মোট উৎপাদিত ৪২ কোটি কেজি চায়ের মধ্যে ২৫ কোটি কেজি চা আসে ক্ষুদ্র চা বাগান থেকে। সেই সূত্র ধরে কমল বৈশ্য ক্ষুদ্র চাষিদের পরামর্শ দেন, তাঁরা নিজেরাই যাতে কাঁচা পাতা থেকে চা তৈরির বটলিফ ফ্যাক্টরি তৈরি করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এজন্য ক্ষুদ্র চা চাষিরা কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আর্থিক সহায়তাও পাবেন।'

অন্যদিকে, সম্মেলনে ক্ষুদ্র চা চাষিদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, পাতার ন্যায্য দাম পেতে বোর্ডের ঘোষিত বেঞ্চ মার্ক নীতি কোনও কাজেই আসে না। অসমের অনেক বটলিফ ফ্যাক্টরি উত্তরবঙ্গে টি ওয়েস্ট এনে নিম্নমানের চা প্রস্তুত করছে বলেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, 'টি বোর্ডের কাছে এদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। প্রতিদিন কাঁচা পাতা উৎপাদনে খরচ বাড়লেও পাতার দাম মিলছে না। আমরা এখনও বলছি, বোর্ডের নির্দেশিত কীটনাশকের বাইরে অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে না। তবে কিছু দালাল গোষ্ঠী এখনও বোর্ডের থেকে সরকারি ভরতুকি নিয়েও চাষের কাজে নিয়ম পালন করছে না। এগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।'

অ্যাফিডেভিট

I, Manotosh Roy, S/o - Nanigopal Roy R/o - ward No - 2 Kamatpara P.O. - Dhupguri Dt - Jalpaiguri (W.B), here by declare that my correct name is Manotosh Roy. My previous name Mantosh Roy (as recorded in expired passport No : J-3814412) was incorrect. Both name refer to the same person, i.e. myself, vide affidavit on 21/11/25 at Jalpaiguri E.M. Court. (A/B)

বাংলাদেশে শুরু পেঁয়াজ রপ্তানি

বিধান ঘোষ

হিলি, ৭ ডিসেম্বর : দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম লাগাম ছাড়াতেই আমদানির সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের। শনিবার রাতে একটি বিজ্ঞপ্তিতে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানিতে ছাড়পত্র দিয়েছে ইউনূস সরকার। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পরে রবিবার বিকাল থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ রপ্তানি শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা। পেঁয়াজের রপ্তানি শুরু হতেই স্বস্তিতে দুই পারের ব্যবসায়ীরা।

চলতি বছরের অগাস্টে বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম ১০০ টাকা প্রতি কেজি ছুঁয়েছিল। সেই দেশের পেঁয়াজ মজুতের পরিমাণও তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের বাজারে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইউনূস সরকার। সেবার হিলি স্থলবন্দরে পেঁয়াজের পাঁচটি বাণিজ্যিক সংস্থাকে ৩০ টন করে মোট ১৫০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে তারপর থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রেখেছিল বাংলাদেশ।

রপ্তানির আশায় হিলি সীমান্তে ব্যাপক পরিমাণ পেঁয়াজ মজুত ছিল। কিন্তু নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার পেঁয়াজ আমদানির ছাড়পত্র না দেওয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। তারপর চলতি মাসে বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম ১৫০ টাকা ছুঁতেই আমদানির ছাড়পত্র দিল ইউনূস সরকার। প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী সংস্থাকে ভারত থেকে ৩০ টন করে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এদিকে চলতি বছরে ভারতে পেঁয়াজ মজুত স্বাভাবিক থাকায় এখনও পর্যন্ত রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক নেই। ফলে নিঃশুল্ক ও ভারতীয় নির্ধারিত মূল্যে পেঁয়াজ রপ্তানি হবে বাংলাদেশে। হিলি স্থলবন্দরের

ঠেকায় পড়ে

- বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম ১৫০ টাকা ছুঁতেই আমদানির ছাড়পত্র দিয়েছে ইউনূস সরকার
- প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক সংস্থাকে ভারত থেকে ৩০ টন করে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে
- এদিকে চলতি বছর ভারতে পেঁয়াজ মজুত স্বাভাবিক থাকায় এখনও পর্যন্ত রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক নেই

বাংলাদেশ শুল্ক দপ্তর কুইন্টাল প্রতি ৫০০ টাকা আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। হিলি স্থলবন্দরের পেঁয়াজ রপ্তানিকারক নুর হাসান মণ্ডল বলেন, 'প্রত্যেক আমদানিকারক ৩০ টন করে পেঁয়াজ আমদানি করতে পারবে। সর্বাধিক কত পরিমাণ পেঁয়াজ বাংলাদেশ আমদানি করবে, সেটা স্পষ্ট করেনি।'

মাস্টার প্ল্যান অনুমোদনে ঢিলেমি

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি মিনি জু

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৭ ডিসেম্বর : জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ঢিলেমির জন্য দক্ষিণ খয়েরবাড়ি মিনি জু-এর ভবিষ্যৎ ঝুলে রয়েছে। এমনটাই মনে করছেন বনকর্তাদের একাংশ। কারণ রাজ্য সরকার থেকে মাস্টার প্ল্যান প্রায় দু'মাস আগে জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে পাঠানো হয়েছে। অথচ আজও সেই প্ল্যান ভোরের আলো দেখে উঠল না। এর পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা ভাবাচ্ছে বনকর্তাদের। এই অনুমোদন না আসা পর্যন্ত এত বড় প্রকল্পের কাজ শেষ করা অসম্ভব বলে বক্তব্য তাঁদের।

শিলিগুড়ির সংলগ্ন বেঙ্গল সাফারির আদলেই দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে মিনি জু মাস্টার প্ল্যান রাজ্য থেকে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়া থেকে এখনও অনুমোদন না আসায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। রাজ্যের প্রতিনিধিদল শীঘ্রই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি পরিদর্শনে আসবে।' ক্ষুব্ধ পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। জলদাপাড়া লজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহরলাল সাহার কথায়, 'কয়েক বছর ধরেই শুনে আসছি এখানে মিনি জু হবে। থাকবে ভালুক, বাঘ, সিংহ, নানা প্রজাতির হরিণ, পাখি ও কুমির। বেঙ্গল সাফারির আদলে তৈরি হবে এই মিনি চিড়িয়াখানা। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার

> জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়া থেকে এখনও অনুমোদন না আসায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। রাজ্যের প্রতিনিধিদল শীঘ্রই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি পরিদর্শনে আসবে।
>
> **ভাস্কর জেভি**
> *মুখ্য বনপাল, উত্তরবঙ্গ*

ঢিলেমি করছে অনুমোদন দিতে।'

২০০৫ সালের ৫ নভেম্বর দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রের সূচনা হয়েছিল তৎকালীন বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মনের হাত ধরে। আনা হয়েছিল ১৯টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আজ একটিও নেই। তবে চিতাবাঘ রয়েছে ২৬টি। স্বপ্নের সেই প্রকল্প কয়েক বছর ধরে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তৎকালীন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন দক্ষিণ খয়েরবাড়িকে ঢেলে সাজানোর জন্য মিনি জু তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রের বাইরে ২০০৫ সাল থেকে দোকান করছেন নিমাই দাস, অজিত দাসরা। তারা জানালেন, একসময় এখানে নৌকায় ঘোরার ব্যবস্থা ছিল। ব্যাটারি চালিত গাড়িতে বসে চিতাবাঘ দেখার ব্যবস্থা ছিল। এখন সব অতীত। পর্যটকরা ঘুরতে এসে গালাগাল করে চলে যান। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে মিনি জু তৈরি করে বন্যপ্রাণীদের ছাড়া হোক।

এই মিনি জু ৬২ একর জমিতে হওয়ার কথা। জঙ্গলের ভেতর ১৮ কিমি পর্যটকদের ঘোরার সুযোগ থাকবে। ইতিমধ্যে পশু হাসপাতাল, পোস্ট মর্টেম রুম, রান্নাঘর ও চারদিক ঘেরাওয়ের কাজ হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজ শেষ করতে কেন্দ্রের অনুমোদন লাগবেই।

কেন্দ্রের অনুমোদনের ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা জানালেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। বনকর্তারা তাঁকে যদি মাস্টার প্ল্যান পাঠানোর চিঠির কপি দেন, তাহলে অবশ্যই খোঁজ নেবেন।

বিমান বাতিলে ত্রাতা রেল

কোচবিহার, ৭ ডিসেম্বর : বিমান বাতিল পরিস্থিতি সামাল দিতে বাড়তি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল। দূরপাল্লার ট্রেনগুলির সঙ্গে অতিরিক্ত কোচ সংযুক্তির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, বিভিন্ন রুটের ১৮টি দূরপাল্লার ট্রেনের সঙ্গে ২০টি অতিরিক্ত কোচ সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডিব্রুগড় থেকে নয়াদিল্লি এবং গুয়াহাটি থেকে হাওড়া পর্যন্ত দুটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন দুটি চলবে ৮ ডিসেম্বর। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'বিমান বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীদের সুবিধার্থে ৮ ডিসেম্বর দুটি বিশেষ ট্রেন চালানো ও ১৮টি বিভিন্ন ট্রেনের সঙ্গে ২০টি কোচ সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

কাজ শেষ করার নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের কাজ। একইসঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে এনজেপি ও ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ। এনজেপি পরিদর্শনে এসে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। সম্প্রতি মালদা ও এনজেপির মধ্যে বিভিন্ন স্টেশনের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তিনি। অমৃত ভারত প্রকল্পে পুনর্গঠন হচ্ছে সামসী ও ডালখোলা স্টেশনের। দুটি স্টেশনের কাজের অগ্রগতি যেমন তিনি খতিয়ে দেখেন, তেমনই বিশ্বমানের গড়ে উঠতে চলা এনজেপিতে কী কী কাজ হয়েছে, কোন কাজগুলি বাকি রয়েছে, সেই সম্পর্কে খোঁজ নেন। রেল সূত্রে খবর, সে সময়ই তিনি কাজ শেষ করার নির্ধিষ্ট সময় স্মরণ করিয়ে দেন।

আজ টিভিতে

তানিয়ার কাস্টডি পেতে বাণীকে কি সাহায্য করতে পারবে অনিরুদ্ধ?
ও মোর দরদিয়া সন্ধে ৭.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ সন অফ সত্যমূর্তি (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.০০ পাগলু, বিকেল ৪.১৫ হিরো, সন্ধে ৭.১৫ অন্ধবিচার, রাত ১০.৩০ শয়তান
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ চ্যাম্পিয়ন, দুপুর ১২.৪৫ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৩.৪৫ নায়ক দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধে ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ ঝিনুকমালা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ অভাগিনী, দুপুর ১২.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, ২.৩০ মেজবউ, বিকেল ৫.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১০.৩০ প্রতিশোধ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদাঠাকুর
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয় বিজয়
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ কোয়লা, দুপুর ১.৫৮ সূর্যবংশী, বিকেল ৪.৪৭ ক্রান্তিবীর
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১০ মর্দ, ২.৫৮ রাজা হিন্দুস্তানি, সন্ধে ৬.৫০ ত্রিদেব
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ৯.৩৯ হে বেবি, দুপুর ১২.১৯ নাম্বার ওয়ান দিলওয়ালা, ২.৫৭ জুড়ওয়া নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৫.০৭ ওরদিওয়ালা দ্য আয়রন ম্যান, সন্ধে ৭.৫০ ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও, রাত ১০.২৪ অদ্ভুত

স্কুলে পড়া দুটি ভিন মেরুর ছেলে-মেয়ের জীবনের পথ কি কোনওদিন এসে মিলবে এক বিন্দুতে?
বেশ করেছি প্রেম করেছি
সন্ধে ৭.০০ **জি বাংলা**

প্রাণের চেয়ে প্রিয়
দুপুর ১২.০০ **জি বাংলা সোনার**

স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.৪০ শোলে, বিকেল ৪.৪১ গোলমাল এগেইন, সন্ধে ৭.৫০ সাম্রাজ্য, রাত ১০.৫১ দেবকী নন্দন বাসুদেবা

বাংলা ক্রিকেট দলে পাপড়িয়া

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষের হাতে মহিলা বিশ্বকাপের ট্রফি উঠতেই আশা জেগেছিল উত্তরবঙ্গ থেকে ভবিষ্যতে আরও মহিলা ক্রিকেটার উঠে আসবে। রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তাদের কাছে অনূর্ধ্ব-১৫ বাংলা মহিলা দলের টিম লিস্ট আসতেই সেই আশা আরও বাড়ল। কেননা জেলা থেকে অনূর্ধ্ব-১৫ বাংলা মহিলা দলে সুযোগ পেল পাপড়িয়া দাস।

এদিন এই খবর পৌঁছাতেই আরএসএ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে খুশির আমেজ। এই ক্যাম্পেই প্র্যাকটিস করে পাপড়িয়া। কোচিং ক্যাম্পের তরফে জানানো হয়েছে, পাপড়িয়া ডান হাতি ফাস্ট বোলার। জেলার হয়ে ভালো খেলার ফল হিসাবে বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে সে।

আগামী ১৫ ডিসেম্বর রাজকোটে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা দলের হয়ে অভিষেক হবে পাপড়িয়ার। মেয়ের এমন সাফল্যে খুশি তার মা আসনা দাস এবং বাবা প্রশান্ত দাস।

পাপড়িয়া দাস।

১৪ বছর বয়সি পাপড়িয়া বলছে, 'ভালো খেলতে হবে। আর কিছু জানি না।'

পাপড়িয়ার কোচ পার্থ মণ্ডল বলেন, 'আমি ওর খেলা জানি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বল হাতে শুধু বাংলা নয়, একদিন জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করবে আমাদের পাপড়িয়া।' এদিকে, এই মহিলা ক্রিকেটারের সাফল্যে খুশি জেলা ক্রীড়া সংস্থা। পাপড়িয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে সংস্থার তরফে ভোলা মণ্ডল বললেন, 'ও শুধু জলপাইগুড়ি নয়, জেলার গর্ব। আজ অনূর্ধ্ব-১৫-তে সুযোগ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওর মধ্যে যা প্রতিভা রয়েছে, তাতে বহুদূর এগোবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবা ও মাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। পুরোনো সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে। বৃষ : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। আজ কিছু ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। মিথুন : মাথা ঠান্ডা রাখুন। বেফাঁস কিছু মন্তব্য করে অপমানিত হতে পারেন। কর্কট : আজ রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। পেটের কারণে দুর্ভোগ। সিংহ : বিদেশে চাকরিরত সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে স্বস্তি। অহেতুক ব্যয় করে চিন্তাগ্রস্ত। কন্যা : সারাদিন আর্থিক চিন্তা থাকলেও বিকেলের পর তা কেটে যাবে। কোনও বিতর্কে জড়াবেন না। সন্তানের জন্য গর্ব। তুলা : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। হওয়া কাজ আপনার ভুলে বন্ধ হতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আপস করে নেওয়াই আজ ভালো হবে। দাঁতের যন্ত্রণায় দুর্ভোগ। ধনু : আলস্যের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। মনোবল ভাঙতে দেবেন না। প্রেমে শুভ। মকর : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্তি। কুম্ভ : ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। দূরে যাওয়ার ভাবনা এখন না করাই ভালো। মীন : বিদেশে চাকরিরত সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে খুশি। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ অগ্রহায়ণ, ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫, ২১ অঘোন, সংবৎ ৪ পৌষ বদি, ১৬ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১০, অঃ ৪।৪৯। সোমবার, চতুর্থী বদি ৯।১৮। পুনর্ববসুনক্ষত্র দিবা ৯।২৭। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১০।৫৩। ববকরণ দিবা ১০।৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।১৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ আষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।২৭ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯। ২৭ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৯।১৮ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৩০ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।৯ গতে ৩।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৯ গতে ১১।২৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৯।১৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ৯।১১ গতে ১১।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৮ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৩।৪০ মধ্যে।

আফ্রিকাজ সুপার স্নেক রাত ১০.০৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অজয়ের কাজে বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ে নতুন ইঙ্গিত!

‘গোর্খাল্যান্ড’ সেতুর উদ্বোধন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ’২৬ এর ভোট যত এগিয়ে আসছে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণে তত জটিলতা তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের হাত ছেড়ে একলা চলার ডাক দিয়েছে অনীত থাপার বিজিপিএম। আর এবার ‘গোর্খাল্যান্ড’ নামে সেতু উদ্বোধন করে গোর্খা ভোটকে এককাট্টা করার বীজ বপন করলেন অজয় এডওয়ার্ড।

রবিবার জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকের তুংসুন নদীর ওপর তৈরি একটি সেতুর উদ্বোধন করা হয়। স্বেচ্ছাশ্রমে তৈরি সেতুর উদ্বোধন করে অজয় অভিযোগ করেন, ‘স্থানীয়রা বহুবার জিটিএ’র কাছে এই নদীর ওপরে সেতুর দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু জিটিএ কর্ণপাত করেনি। তাই বাধ্য হয়ে এখানকার ২৯টি গ্রামের বাসিন্দার স্বেচ্ছাশ্রমে এই সেতু তৈরি করা হয়েছে।’ যদিও জিটিএ’র তরফে পালটা দাবি করা হয়েছে, এটা পুরোপুরি বেআইনি। প্রশাসনিক সহযোগিতা ছাড়া কেউ এভাবে নিজের দায়িত্বে সেতু তৈরি করতে পারে না। এর আগেও অজয়ের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এবারও হবে। কেননা হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তখন তার দায় প্রশাসনের ওপরেই এসে পড়বে।

জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলছেন, ‘জিটিএকে ধাপে ধাপে কাজ করতে হচ্ছে। গোটা পাহাড়েই প্রচুর সেতু তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। অর্থের জোগান এলেই ধাপে ধাপে সেই কাজগুলি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫-১৬টি সেতুর কাজ চলছে। বাকিগুলিও করা হবে।’

পাহাড়ে বহু এলাকাতেই যোগাযোগের জন্য এখনও উপযুক্ত সড়ক ব্যবস্থা নেই। অতীতে বহু দুর্গম এলাকায় যোগাযোগের জন্য ঝুলন্ত সেতু ছিল। কিন্তু সেই সেতুগুলিও ভেঙে পড়েছে বা ভগ্নপ্রায় হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ তা ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে স্থানীয়দের সমস্যা বাড়ছে। জিটিএতে অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন বোর্ড ক্ষমতায় আসার পরে ধাপে ধাপে সেতু, রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। এরইমধ্যে

তুংসুন নদীতে তৈরি এই সেতু ঘিরেই বিতর্ক।

জিটিএতে বিরোধী দলের সদস্য অজয় এডওয়ার্ড পাহাড়ে সেতু তৈরির উদ্যোগ নেন। এক-দেড় বছর আগে বলবাসে ছোট রঙ্গিত নদীর ওপরে একটি সেতু তৈরি করেন। পুলবাজার-বিজনবাড়ি ব্লকের বিজনবাড়ি এবং সিংতামের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের জন্য এই সেতু তৈরি করা হয়। কংক্রিটের সেতুর ওপর দিয়ে ঝুলন্ত কাচের সেতুও তৈরি হয়েছে। পাহাড়ে এটাই প্রথম কাচের তৈরি সেতু। ছোট রঙ্গিত নদীর ওপরে এই সেতু নির্মাণ নিয়ে জিটিএ বারবার বিরোধিতা করেছে। প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়া এভাবে কোনও ব্যক্তি নদীর ওপরে সেতু তৈরি করতে পারে না বলে জিটিএ এবং জেলা প্রশাসন দাবি করেছে। কিন্তু অজয় বেশ কিছু গ্রামের মানুষকে একত্রিত করে তাঁদের দিয়েই সেতু তৈরির কাজ করেছেন। বর্তমানে সেতু দিয়ে মানুষ যাতায়াত করছেন। পরে গরুবাথানেও একটি ছোট সেতু তৈরি করেন অজয়। মূলত ‘এডওয়ার্ড ফাউন্ডেশনের’ ব্যানারে লোহা, সিমেন্ট সহ সেতু তৈরির বিভিন্ন কাঁচামাল দিচ্ছেন অজয়। স্থানীয় মানুষ শ্রমদান করে সেতু তৈরি করছেন।

একইভাবে পোখরেবং এবং রংবুলভ্যালির মধ্যে যাতায়াতের জন্য তুংসুং নদীর ওপরে সেতু তৈরির কাজ আট মাস আগে শুরু হয়েছিল। রবিবার আড়ম্বরের সঙ্গে সেই সেতুর উদ্বোধন করলেন অজয়। ১৪০ ফুট লম্বা এবং ১৪ ফুট চওড়া এই সেতুটি তৈরি হওয়ায় ২৯টি গ্রামের মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে। পাহাড়ের মানুষের আবেগকে মাথায় রেখে ‘গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ’ হিসাবে সেতুটির নামকরণ করা হয়েছে। আর এতেই ভোটের আগে পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে।

নকশালবাড়িতে উধাও আস্ত জলপ্রকল্প

নকশালবাড়ি, ৭ ডিসেম্বর : পুকুর চুরির মতোই এ যেন জলপ্রকল্প চুরি! নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দয়ারাম সংসদ এলাকায় একটি বেসরকারি মাদ্রাসা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে পানীয় জলপ্রকল্পের সমস্ত সরঞ্জাম। পড়ে রয়েছে শুধু লোহার খাঁচাটা। সৌরবিদ্যুৎচালিত এই পানীয় জলপ্রকল্পের কোনওকিছুই দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাদ যায়নি। জল ধরে রাখার রিজার্ভার থেকে শুরু করে মোটর, ফিল্টার মেশিন সমস্তকিছু এক রাতেই গায়েব।

বছরখানেক আগে দয়ারামজোত সাউরিয়া বস্তি এলাকায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর থেকে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই জলপ্রকল্পটি বসানো হয়েছিল একটি মাদ্রাসা চত্বরে। কয়েক মাস চলার পরেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেই প্রকল্পকে ঘিরে উঠতে থাকে নানা প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ সাকিনা খাতুন বলেন, ‘এলাকার কয়েকশো পরিবার এই প্রকল্প থেকে জল সংগ্রহ করত। কিন্তু এলাকার কয়েকজন মাতব্বর মেশিন খারাপ বলে সেটা বন্ধ করে দেয়। নল খুলে বাড়িতে নিয়ে চলে যায়। তারপর সমস্ত যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে যায়। গত সাত মাসের বেশি সময় ধরে শুধুমাত্র লোহার কাঠামো পড়ে আছে।’

এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কমিটির সদস্য মহম্মদ আকবরের অভিযোগ, ‘গোটা এলাকা খোলা অবস্থায় রয়েছে। সকালবেলা ঘণ্টাদুয়েকের জন্য মাদ্রাসা খোলা হয়। তারপর আবার সারাদিন মাদ্রাসা বন্ধ থাকে। এর মধ্যে কে কোথা থেকে এসে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে, কিছুই বলতে পারব না।’ তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি।

ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি গৌতম ঘোষই আবার মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তিনিও ঘটনায় অবাক। বললেন, ‘সব কথা বিডিও সাহেবকে ছবি সহ জানিয়েছি।’ তবে তাঁর এলাকায় যে এমন একটি জলপ্রকল্পের কাজ হয়েছে, সেটাও নাকি আগে জানতেন না গৌতম। পরে জেনেছেন যে, সম্প্রতি প্রকল্পটির নিম্নমানের কাজ নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল।

আশ্চর্যজনক

- দয়ারামজোত সাউরিয়া বস্তি এলাকায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই জলপ্রকল্পটি বসানো হয়েছিল
- কয়েক মাস চলার পরেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়
- এলাকার কয়েকজন মাতব্বর মেশিন খারাপ বলে সেটা বন্ধ করে দেন, অভিযোগ
- তাঁরাই নাকি নল খুলে বাড়িতে নিয়ে চলে যান
- তারপর সমস্ত যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে যায়

প্রধানের কথায়, ‘ওই এলাকায় ওই প্রকল্পটি ছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ও মহকুমা পরিষদের আরও একটি জলের প্রকল্প রয়েছে।’ আর এনিয়ে নকশালবাড়ি বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলেন, ‘ইতিমধ্যে অভিযোগ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হবে।’

অচলাবস্থা অব্যাহত

বাগডোগরা, ৭ ডিসেম্বর : ৬ দিন পরেও স্বাভাবিক হয়নি ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রী হয়রানি জারি রয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরেও এর প্রভাব এসে পড়ে। রবিবারও ছবিটা একই রকম ছিল। বাগডোগরা থেকে দেশ ও রাজ্যের মধ্যে চলা ইন্ডিগোর ১২টি বিমানের মধ্যে ৫টি বিমান বাতিল হয়। বাকি বিমানগুলিও সময়ের চেয়ে অনেক দেরিতে চলাচল করছে। যদিও এদিন ইন্ডিগোর তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৭৫ শতাংশ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। দ্রুত পরিষেবা আগের অবস্থায় ফেরানো হবে।

প্রচারে তৃণমূল

চোপড়া, ৭ ডিসেম্বর : চোপড়া ব্লকে এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে প্রচারে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কমিটির উদ্যোগে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হলঘরে আয়োজিত সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান, ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ ডিসেম্বর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে প্রচারে নামা হবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তত তিনটি করে প্রচার সভা করা হবে।

সিটুর সম্মেলন

বাগডোগরা, ৭ ডিসেম্বর : সিটু অনুমোদিত জনপথ পরিবহণ মজদুর ইউনিয়নের তৃতীয় দার্জিলিং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এদিন আপার বাগডোগরায় সিটুর দপ্তরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে সিটু অফিস থেকে বিহার মোড় হয়ে ফের সিটু অফিস পর্যন্ত একটি মিছিল করা হয়। সম্মেলনে পরিবহণ শ্রমিকদের অযথা পুলিশি হয়রানি বন্ধ করা, সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং শ্রমিকবিরোধী চারটি শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন ২৭ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

জমি পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব পাশ

নকশালবাড়ি, ৭ ডিসেম্বর : নকশালবাড়ি সহ শিলিগুড়ি মহকুমায় আদিবাসীদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে ও সেই জমি পুনরুদ্ধারে আন্দোলনে নামার প্রস্তাব পাশ করল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। রবিবার এই নিয়ে নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা দমদমা সংসদে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের একটি সভা হয়। সেখানে আদিবাসীদের জমি পুনরুদ্ধারের শপথ নেওয়া হয়। এদিন হাতিঘিসা দমদমা সংসদের ১৭ জনের কমিটি গঠন করা হয়। নতুন সভাপতি মনোনীত হন অনুপ মিঞ্জ। সভায় দার্জিলিং জেলা এবং রাজ্য কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় এলাকার আদিবাসীদের জমি, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভা থেকে চা বাগানে আদিবাসী শ্রমিকদের জমির মালিকানার অধিকার দেওয়ার দাবি তোলা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের দার্জিলিং জেলার সভাপতি সুমন টিগ্গা, অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটর জুনাস কেরকেট্টা, অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক তির্কি, অনুপ মিঞ্জ প্রমুখ।

সভায় জুনাস কেরকেট্টা বলেন, ‘স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের এখানে নির্বাচন হচ্ছে। ৬টি বিধানসভা আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত। অথচ স্বাধীনতার এত বছর পরেও আদিবাসীদের এক কাঠা জমির অধিকার নেই। এটি খুবই লজ্জার বিষয়। আমরা এখনও পরাধীন। তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করে আমরা আমাদের অধিকার নেব।’

দুর্ঘটনায় আহত

বাগডোগরা, ৭ ডিসেম্বর : বাগডোগরা লাইফলাইন মোড়ে বাইক ও স্কুটারের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুজন। রবিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতের মধ্যে স্কুটারচালক নীরজ সয় (২৬)-এর অবস্থা গুরুতর। নীরজের বাড়ি মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানে। বাইকচালক সুকান্ত বিশ্বাস (৩০)-এর আঘাত তেমন গুরুতর নয়। পুলিশ বাইক ও স্কুটারটি হেপাজতে নিয়েছে। নীরজকে প্রথমে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জলপাইগুড়ির তারঘেরা জঙ্গলে অসুস্থ হাতিকে দেখতে জনতার ভিড়। রবিবার। ছবি : অনুপ সাহা

২২তম বাংলা গান উৎসব

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ১৭ থেকে ১৯ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে ২২তম বাংলা গান উৎসব হতে চলছে। মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলের অডিটোরিয়ামে তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান হবে। রবিবার উৎসব কমিটির সভাপতি মুকুল সেনগুপ্ত এনিয়ে একটি সভা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

‘মন্ত্র’-কে সম্মান

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : দার্জিলিংয়ের জনপ্রিয় নেপালি রক ব্যান্ড ‘মন্ত্র’-কে মেলো টি ফেস্টে সম্মান জানানো হল। রবিবার পাঁচশোর বেশি গিটারবাদক ‘বীর বীর গোরখালি’ গানটি পরিবেশন করেন। চলতি বছর ব্যান্ডটির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই সম্মান জানানো হয়। এদিন ম্যালের চৌরাস্তায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দার্জিলিংয়ের এসপি প্রবীণ প্রকাশ উপস্থিত ছিলেন।

সিনেমার কায়দায় পাকড়াও চোর

‘ভবঘুরে’ সেজে পুলিশের চোখকে ফাঁকি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : চুরির পর ‘ভবঘুরে’ সেজে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা! না না কোনও সিনেমার দৃশ্য নয়, বাস্তবেই এমনটা ঘটেছে শহর শিলিগুড়িতে। যা থেকে পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু কী ঘটেছে?

শনিবার তখন গভীর রাত। ঘড়ির কাঁটায় প্রায় পৌনে দুটো। জলপাই মোড়ে থাকা একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় ঘিরে ফেলল শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। আলুথালু চুল, পরনে নোংরা, ছেঁড়া জামা পরা এক তরুণকে আটক করে তল্লাশি চালাতে শুরু করলেন পুলিশ আধিকারিকরা। একে একে তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে এল একজোড়া করে সোনা বাঁধানো পলা ও কানের দুল। কিন্তু কোথায় ওই সোনার সামগ্রী পেলেন ওই তরুণ? আর কেনই বা পুলিশ তাঁকে আটক করল?

এই ঘটনা জানতে হলে কয়েকদিন পিছনে যেতে হবে। গত ২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার মিলনপল্লি এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ৪ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি থানায় এনিয়ে অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে চুরি করার পর নজর এড়াতে ভবঘুরে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে চোর। শনিবার রাতে সূত্র মারফত চোরের অবস্থান জানতেই সেখানে হানা দেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম প্রকাশ দেব। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। অভিযুক্তের নামে আগেও একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে। ধৃতকে

> গোপন খবরের ভিত্তিতে ওই চোরকে পাকড়াও করা হয়েছে। অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
>
> **রাকেশ সিং,** *ডিসিপি (পূর্ব) শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শহর শিলিগুড়ি শেষ কয়েকদিনে একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। বেশ কয়েকটি সোনার দোকান থেকে বিভিন্ন উপায়ে সোনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এই পরিস্থিতিতে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। যদিও পুলিশের দাবি, চুরি আটকাতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, ‘গোপন খবরের ভিত্তিতে ওই চোরকে পাকড়াও করা হয়েছে। অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আরও কোনও চুরির সঙ্গে জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই চুরির সঙ্গে আরও একজন জড়িত রয়েছে। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।’

গত মঙ্গলবার মিলনপল্লির পিএনটি মোড়ের যে বাড়িতে চুরির যে ঘটনা ঘটে সেই বাড়ির মালিক সৌমেন দে বলেন, ‘বাড়ির সকলে বাইরে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে দেখি, ভেতরে থাকা জিনিসপত্র ছড়ানো-ছেটানো রয়েছে। আলমারিতে থাকা সোনার গয়না উধাও হয়ে গিয়েছিল।’

অভিযুক্ত পাকড়াও হওয়া নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘শুনেছি একজন ধরা পড়েছে। আরও একজনের নাম পুলিশ জানতে পেরেছে। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হোক।’ এদিকে, চুরির ঘটনা আটকাতে আরও পুলিশি নজরদারির দাবি জানিয়েছেন শহরবাসী।

পাশে গেলেও নিরুত্তাপ বহেরা

ময়নাগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : হাজার ডাকাডাকি করা হোক বা চ্যাঁচামেচি, তার কোনও হেলদোল নেই। খুব কাছাকাছি গিয়ে ছবি তুললেও কোনও আপত্তি জানায় না। হাবভাব দেখে বোঝা যায় কানে কিছুই শুনতে পায় না। আর এই সুবাদেই লোকে গন্ডারটির নাম দিয়েছে ‘বহেরা’। গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গন্ডারটি আজকাল রোজই রামশাইয়ের লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ‘হাতের কাছে’ এভাবে গন্ডার দর্শনের সুবাদে পর্যটকদের রীতিমতো পোয়াবারো।

তবে প্রাণীটির যাতে কোনও বিপদ না হয় সেজন্য বন দপ্তর বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, ‘গন্ডারটির ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। তবে স্বস্তির বিষয় বলতে রাতে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় এসে রাতটুকু কাটিয়ে সেটি ভোরের আলো ফোটার আগেই ফের জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে।’

গরুমারায় এই মুহূর্তে গন্ডারের সংখ্যা ৬০-এর কাছাকাছি। মাঝেমধ্যে এক-দুটি গন্ডার গরুমারা লাগোয়া

এলাকায় চলে গেলেও সেগুলি ফের জঙ্গলে ফিরে আসে। কিন্তু বহেরা নামে স্ত্রী গন্ডারটির ক্ষেত্রে অন্য ছবি দেখা যাচ্ছে। মাসখানেকের বেশি সময় হল গন্ডারটি রুটিনমাফিক প্রতি সন্ধ্যায় জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসছে। রামশাই বাজারের শেষ প্রান্তে মেদলা নজরমিনারে প্রবেশের টিকিট কাউন্টারের পাশে জলাভূমিতে তাকে দেখা যাচ্ছে। তার দর্শন পেতে সেখানে পর্যটকরা তো বটেই, এলাকার বাসিন্দারাও ভিড় জমাচ্ছেন।

অলোক রায় রামশাই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা। টিকিট কাউন্টারের পাশেই সরকারি একটি লজ লিজে নিয়ে তিনি ব্যবসা করছেন। অলোক বললেন, ‘প্রতি রাতেই গন্ডারটি ওই জলাভূমিতে চলে আসছে। পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ তার থেকে ৫০-৬০ মিটার কাছে গেলেও কোনও হেলদোল নেই।’ স্থানীয় বাসিন্দা অজয় রায়, সঞ্জু মুন্ডারা জানান, প্রথম প্রথম লোকালয়ে গন্ডার থেকে দেখে হইহুল্লোড় করে সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হলেও তাতে কোনও কাজ দেয়নি। সঞ্জু বললেন, ‘বহু আওয়াজ করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি সাড়া দেয়নি। দিনকয়েক এভাবে চলার পরেই বোঝা গেল গন্ডারটির শ্রবণশক্তি নেই।’ এই সূত্রেই সেটির ‘বহেরা’ নামকরণ, বললেন অজয়। ধীরে ধীরে ঘটনার খবর পর্যটকরাও জেনে যান। দিনকয়েক আগে গরুমারায় বেড়াতে এসে রমশাইতে রাত কাটিয়েছিলেন কলকাতার মৈনাক দেবনাথ, অশোক অধিকারীরা।

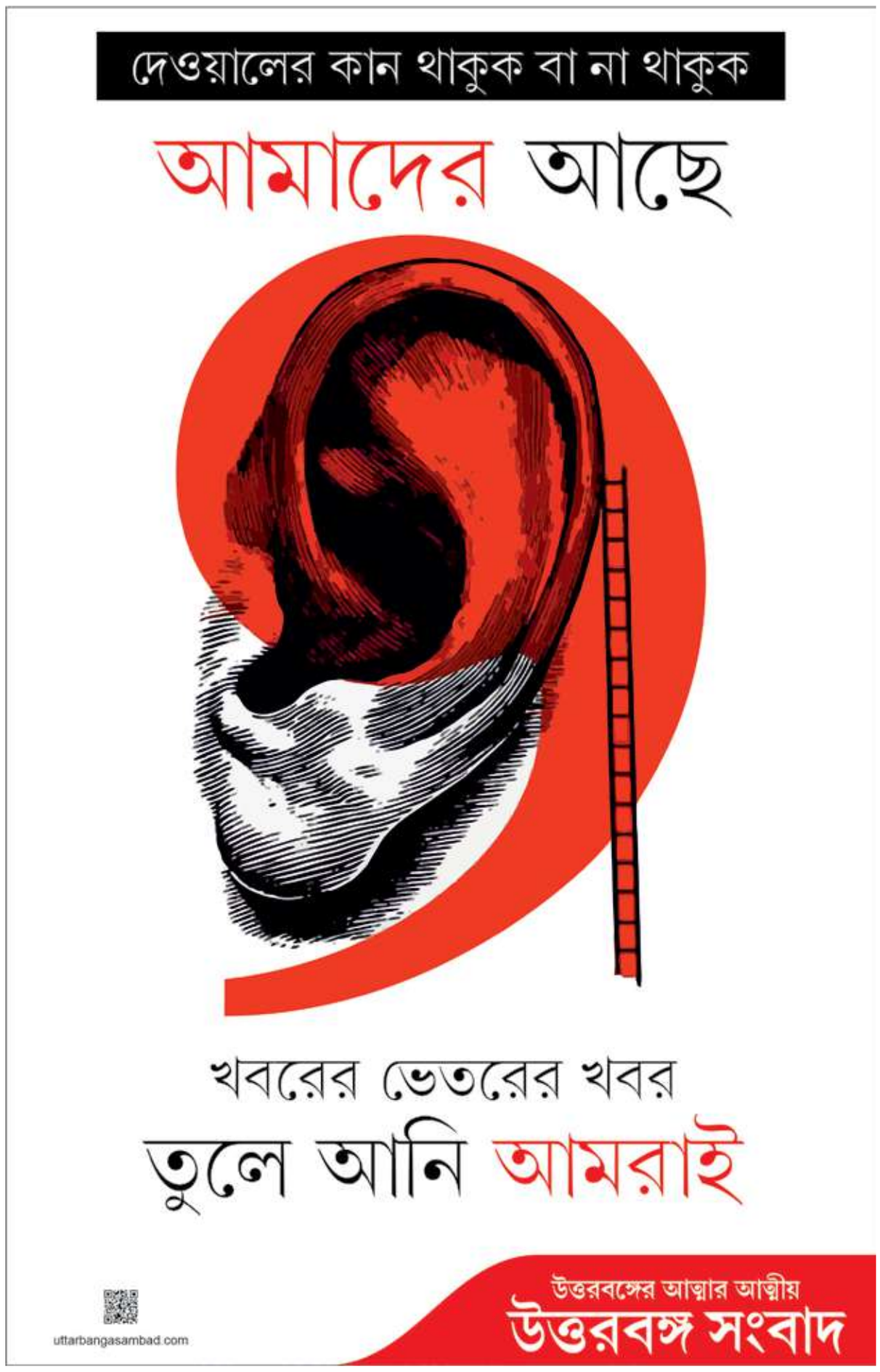

‘নাতির কাছে আর ফিরতে চাই না’

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : চোখ দুটো ছলছল করছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগলেন, ‘যতদিন বাঁচব নাতি বা কোনও আত্মীয়ের কাছে আর ফিরে যেতে চাই না।’ এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন অশীতিপর শোভা রিতা গুরুং। শনিবার গভীর রাতে ইসকন রোডের একটি হোমে ঠাঁই হয় তাঁর। ছোট থেকে কোলেপিঠে করে যে নাতিকে বড় করেছেন, সেই নাতিই এভাবে অচেনা অজানা জায়গায় ফেলে চলে যাবে, এখনও যেন ভাবতে পারছেন না শোভা।

চিকিৎসা করানোর নাম করে সিকিম থেকে শিলিগুড়ির ভক্তিনগরের একটি লজে অশীতিপর দিদা শোভাকে ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন নাতি বিশাল ড্যানিয়াল তামাং। অসহায় অবস্থায় ২০ দিন ধরে সেই লজেই পড়ে ছিলেন শোভা। অবশেষে এনজেপি থানার সহযোগিতায় তাঁকে হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ইসকন রোডের একটি হোমে শনিবার রাতে শোভাকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হোমে যাওয়ার পর থেকেই নাতির স্বার্থপরতার কথা বারেবারে চিন্তা করে কেঁদেছেন বৃদ্ধা। অবশ্য হোম কর্তৃপক্ষ শোভাকে সামলে তাঁর পাশে সবসময় থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। রবিবার বৃদ্ধা বলেন, ‘আমাকে রাস্তায় ফেলে দিলেও দুঃখ হবে না। কেবল যতদিন বাঁচব নাতির কাছে আর ফিরে যেতে চাই না।’

ইসকন রোডের হোমে শোভা রিতা গুরুং।

গত ১৬ নভেম্বর চিকিৎসা করানোর কথা বলে শোভার নাতি ড্যানিয়েল তাঁকে সিকিম থেকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন একটি লজে দিদাকে নিয়ে ওঠেন। চিকিৎসার টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসার কথা বলে বৃদ্ধাকে একা ফেলে উধাও হয়ে যান ড্যানিয়েল। বারেবারে লজ কর্তৃপক্ষ ড্যানিয়েলকে ফোন করলেও তিনি ফিরে আসেননি। শেষে বাধ্য হয়ে লজ কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতা নেন। লজের মালিক ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডুর ছেলে দেবজিতের উপস্থিতিতে শনিবার গভীর রাতে পুলিশ বৃদ্ধাকে হোমে নিয়ে যান। দেবজিৎ বলেন, ‘হোম কর্তৃপক্ষ ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেভাবে বৃদ্ধাকে অসহায়ভাবে আমাদের লজে ছেড়ে তাঁর নাতি উধাও হয়ে গিয়েছিলেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। মামলা করা হলে তাতে আমি সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।’

কলকাতার তিলজলার একটি ভাড়াবাড়িতে ড্যানিয়েলকে ছোট থেকে বড় করেছেন শোভা। ড্যানিয়েলের বয়স যখন সাত মাস, সেসময়েই ড্যানিয়েলের মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। মেয়ে ও নাতির দায়িত্ব তখন থেকেই শোভার ওপর ছিল। পরে বৃদ্ধার মেয়ে কলকাতায় অন্য বাড়িতে চলে যান। এদিকে, ড্যানিয়েল সিকিমে বিয়ে করে নেন। এক বছর আগে তিনি দিদাকে নিয়ে কলকাতা থেকে সিকিমে চলে যান। কিন্তু সেখানে পারিবারিক সমস্যা হয়। তারপরই সিকিম থেকে দিদাকে শিলিগুড়িতে চিকিৎসা করানোর নামে নিয়ে আসেন।

ইসকন রোডের হোমের তরফে পূজা মোক্তার বলেন, ‘লজ কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধাকে যদি সেখান থেকে বের করে দিত, তাহলে কী হত? এই ঠান্ডায় রাস্তায় তাঁকে ঘুরতে হত। লজ কর্তৃপক্ষ মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা বৃদ্ধার নাতির বিরুদ্ধে মামলা করব। এতে বৃদ্ধা সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।’

এদিকে এদিন ড্যানিয়েল বলেন, ‘আমি নিজে অসুস্থ। পারিবারিক সমস্যার জন্য দিদাকে আমার সঙ্গে রাখা কঠিন। দিদাকে হোমে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি হোমে রয়েছেন জেনে ভালো লাগল।’

ট্যুরিস্ট গাড়ি চলাচলে জট অব্যাহত

পারমিট ফেরত দেওয়ার হুমকি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ট্যুরিস্ট গাড়ি চলাচল নিয়ে পাহাড়-সমতলের মধ্যে চাপানউতোর অব্যাহত। গত দু’-তিনদিন ধরে পাহাড়ে কোথাও সমতলের গাড়ি আটকানোর মতো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু যে কোনও সময় পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কায় সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীরা। পাহাড় পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাঁরা দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন। কিন্তু প্রশাসন কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় বলে অভিযোগ তুলেছেন পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। শিলিগুড়ি পুলিশের তরফে সোমবার বৈঠকের কথা জানিয়ে একাধিক সংগঠনকে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন কয়েকজন। কিন্তু সরকারিভাবে কোনও চিঠি না পাওয়ায় মৌখিকভাবে ডাকা বৈঠকে যোগ না দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি। রবিবার বাগডোগরায় বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংগঠনগুলির হুঁশিয়ারি, প্রশাসন হাত গুটিয়ে থাকলে শিলিগুড়ির স্টেট ট্রান্সপোর্টের অফিস (এসটিএ) ঘেরাও করা হবে। প্রয়োজনে প্রতিবাদ স্বরূপ সব গাড়ির চাবি, পারমিট এসটিএতে জমা করে দেওয়া হবে।

যা অভিযোগ

- বৈঠকে উপস্থিত না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীরা
- পাহাড় সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে
- দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে এসটিএ ঘেরাও করে সমস্ত গাড়ির চাবি, পারমিট জমা দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে

গত ২৯ নভেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলস্টেশনের বাইরে পাহাড়ের এক গাড়িচালককে স্থানীয় গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার পর থেকেই পাহাড়ের সমস্ত গাড়িচালক সংগঠন একজোট হয়ে প্রতিবাদের রাস্তায় নামে। সমতল থেকে পর্যটক নিয়ে পাহাড়ে যাওয়া গাড়িগুলিকে প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেখানকার সংগঠনগুলি দফায় দফায় বৈঠক করে সমতলের গাড়ির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সিদ্ধান্ত নেয়। অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন ভিডিও দিয়ে এবং পাহাড়ের গাড়িচালকদের ফোন করে সমতলের গাড়িকে আটকানোর জন্য প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। এতেই আতঙ্কিত সমতলের গাড়িচালক এবং পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা এর আগেও প্রশসানের হস্তক্ষেপ দাবি করে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, পুলিশ সুপারের পাশাপাশি শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকেও চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু রবিবার পর্যন্ত প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘কোনও বৈঠকের বিষয়ে আমার জানা নেই।’

যদিও সমতলের একাধিক পর্যটন ব্যবসায়ী এবং পরিবহণ চালক সংগঠনের দাবি, শিলিগুড়ি পুলিশের তরফে ফোন করে সোমবার বৈঠকে বসার কথা জানানো হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে এদিন সন্ধ্যায় পর্যটন এবং পরিবহণ ব্যবসায়ীরা বাগডোগরায় বৈঠকে বসেন। সেখানে স্থির হয়েছে, প্রশাসন বৈঠক করতে চাইলে লিখিতভাবে বৈঠকের চিঠি দিয়ে জানাতে হবে। মৌখিকভাবে ডাকা বৈঠকে কেউ অংশ নেবেন না। প্রশাসন বিষয়টিকে এত হালকাভাবে নেওয়ায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা। দু’-একদিনের মধ্যে প্রশাসন পদক্ষেপ না করলে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে থাকা এসটিএ অফিস ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব খান বলেছেন, ‘বৈঠকে অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা দু’-একদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।’

তুফানগঞ্জে নকল সারের কারবার

তুফানগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তুফানগঞ্জের নাককাটি এলাকায় বছরের পর বছর রমরমিয়ে চলছিল নকল রাসায়নিক সার তৈরির কারবার। টিনের ঘেরাটোপের আড়ালে পরিত্যক্ত এক বাড়িতে। নামীদামি কোম্পানির রাসায়নিক সারের খালি প্যাকেটে নকল সার ভরে তা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এমনকি সীমান্ত পেরিয়ে অসম সহ অন্য রাজ্যে পাচার করা হত বলে অভিযোগ। বহুদিন ধরে স্থানীয় কৃষকরা অজান্তেই সেই নকল সার ব্যবহার করে ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তবু অভিযোগ জানানোর মতো কোনও পাকা প্রমাণ হাতে না থাকায় কেউ সামনে আসতে পারেননি।

যদিও শেষরক্ষা হয়নি। শনিবার মধ্যরাতে নকল সার তৈরির কারখানায় অভিযান চালায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয় বিপুল পরিমাণ নকল সারবোঝাই প্যাকেট। অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে নকল সার তৈরির উপকরণও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বেআইনি কারবার চালানোর অভিযোগে বাড়ির মালিকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

রবিবার তুফানগঞ্জ থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, ‘আসল সারের প্যাকেট জোগাড় করে তাতে নকল সার ভরে বিক্রি করা হচ্ছিল। এই সার জমিতে ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বাড়ির মালিক আব্দুল হোসেনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা দেখা হচ্ছে।’

টিন দিয়ে ঘেরা একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ রাসায়নিক সার তৈরির কারবার চলছিল। স্থানীয় একটি চক্র এই কারবার চালিয়ে আসছিল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে তুফানগঞ্জ থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ হানা দেয় ওই নকল সার কারখানায়।

তল্লাশিতে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক সারের খালি প্যাকেট, নকল সার তৈরির উপাদান, তৈরি থাকা নকল সার এবং সার ভরার বহু সরঞ্জাম। বাজেয়াপ্ত হয় নকল সারের প্যাকেট ও হলোগ্রামও। পুলিশের দাবি- বাজার থেকে লবণ, বালি, চিনি, সালফার জাতীয় বিভিন্ন উপাদান কিনে ইউরিয়া সার তৈরি করা হত। উদ্ধার হওয়া উপকরণ দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার নকল সার তৈরি করা সম্ভব বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

পুলিশ জানিয়েছে, নাককাটির বাসিন্দা আব্দুল হোসেনের ওই টিনঘেরা পরিত্যক্ত বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে নকল সার তৈরি হত। প্রথমে বাজার থেকে সারের খালি প্যাকেট জোগাড় করা হত। এরপর পুরোনো প্যাকেটে ভরে নকল সার বিভিন্ন এলাকায় পাচার করত চক্রটি। এই সার ঠিক কোথায় কোথায় বিক্রি করা হত, তা জানতে ধৃতের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নতুন অতিথি। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণ দাস।

হাপতিয়াগছের ইকো পার্ক থেকে গাছ চুরি

মনজুর আলম

চোপড়া, ৭ ডিসেম্বর : চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ পিকনিক স্পটে গত বছর ইকো পার্কের উদ্বোধন করা হয়েছিল। প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেই পার্ক সাজিয়ে তুলতে ইতিমধ্যে আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত কয়েকদিনে পার্কের ভেতর থেকে ২৫টি গাছ চুরির ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সেইসঙ্গে পার্কে যাতায়াতের রাস্তাটি পাকা করার জোরালো দাবি উঠেছে।

হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানানো হচ্ছে, পিকনিক স্পটের উন্নয়ন করার জন্য প্রশাসনের কাছে একাধিকবার প্রস্তাব পাঠানো হয়। অবশেষে গত বছর একটি পার্ক বানানো হয় সেখানে। আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। অথচ এরই মধ্যে এই কাণ্ড। হাপতিয়াগছ গ্রামের বাসিন্দা তথা সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাকির হুসেন গাছ চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘২৫-৩০টি গাছ চুরির বিষয়টি দুশ্চিন্তার ব্যাপার। এমন দুষ্কর্ম রুখতে পার্ক চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।’

উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং- এই দুই জেলার সীমানা লাগোয়া এলাকায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হাপতিয়াগছে মহানন্দা সেতুর দু’পাশের জায়গা অনেক আগে থেকেই পিকনিক স্পট হিসেবে পরিচিত। এখানে প্রতি বছর শীতের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই পিকনিকের জন্য আসেন। প্রশাসনিকভাবে পিকনিক স্পটের উন্নয়নে টাকা বরাদ্দের দাবি অনেকদিনের। স্থানীয়দের অভিযোগ, পার্কে যাতায়াতের রাস্তাটির ৫০০ মিটার অংশ পাকা না করা পর্যন্ত সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া সেতু সংলগ্ন এলাকায় বাঁধের নীচে স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফে ছোট ছোট ছাউনি দেওয়া ঘর বানিয়ে দিলে সেখানে ত্রিপল পেতে বসে মানুষজন রান্নাবান্না বা খাওয়াদাওয়া করতে পারবেন। আর প্রবেশমূল্য নিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ও হবে। স্থানীয় বাসিন্দা সুদীপ্ত বসু বলেন, ‘এই এলাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। জানুয়ারিতে পিকনিকপ্রেমীদের ভিড় জমে যায় এখানে। ছুটির দিনগুলোতে ভিড় বাড়ে।’

হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবিনা টুডু বলছেন, ‘ইকো ট্যুরিজম পার্ক চত্বরে পানীয় জলের বন্দোবস্ত রয়েছে। শৌচালয়ও তৈরি করা হয়েছে। ফলে মহিলাদের আর সমস্যায় পড়তে হবে না। তাছাড়া শিশুদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন খেলনা, সীমানা প্রাচীর, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

উপপ্রধান জাকির বলেছেন, ‘পার্কে যাতায়াতের রাস্তাটি পাকা করার বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক ও ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। আশা করছি, খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’

অভিভাবক সভা

ইসলামপুর, ৭ ডিসেম্বর : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ইসলামপুর জোনাল কমিটি পরিচালিত মাধ্যমিক মক টেস্টের ফলাফল প্রকাশিত হল রবিবার। এদিন ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে অভিভাবক সভাও হয়। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ইসলামপুর জোনাল সভাপতি দীপঙ্কর দাস, জোনাল সম্পাদক জয়ন্ত দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ক্ষুদিরামপল্লি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

রক্তদান শিবির

বাগডোগরা, ৭ ডিসেম্বর : টেরাই টি গার্ডেন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড লেবার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে রবিবার বাগডোগরা স্টেশন মোড়ে আরডি প্রাইমারি স্কুলে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সোসাইটির সচিব লেপাক্ষী দে বলেন, ‘শিবিরে ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীদের জন্য দেওয়া হয়। রক্তদাতাদের হাতে শংসাপত্রের পাশাপাশি উপহার সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয়।’

নয়া কমিটি

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর শিলিগুড়ি শাখার নতুন সম্পাদক হয়েছেন ডাঃ সজল বিশ্বাস। সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন ডাঃ অরুণকুমার গুপ্ত। শনিবার দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যে দিয়ে পাঁচজন সহ সভাপতি, তিনজন যুগ্ম সম্পাদক সহ মোট ২৮ জনের নতুন কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটি আগামী দু’বছর কার্যকর থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

এবিএন শীল কলেজের মাঠে কপ্টারের মহড়া। ছবি : জয়দেব দাস

মহিলাদের ভোটের দাম বাঁধলেন কৃষ্ণ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : বাংলার মহিলাদের এক একটি ভোটের দাম কমপক্ষে ৬০ হাজার টাকা। কীভাবে? রায়গঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর ব্যাখ্যা, এখানকার মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবাদে প্রতি মাসে কমপক্ষে এক হাজার টাকা পান (তপশিলি জাতিভুক্ত হলে মাসে বারোশো টাকা)। এই হিসেবে গোটা বছরের প্রাপ্তি ১২ হাজার টাকা। আর পাঁচ বছরের হিসেব ধরলে তা ৬০ হাজার টাকা। আসন্ন বিধানসভা ভোটে যদি কোনও রাজনৈতিক দল ধর্মের সুড়সুড়ি বা অর্থের লোভ দেখায় সেক্ষেত্রে মহিলারা যাতে ৬০ হাজার টাকার কমে না মানেন সেজন্যও কৃষ্ণ তাঁদের প্রতি আর্জি জানিয়েছেন। তবে কৃষ্ণের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে জলঘোলা হওয়া শুরু হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে বিরোধীরা মাঠে নেমেছে।

তুমুল বিতর্ক

- শনিবার রাতে রায়গঞ্জের দেবীনগরে সভা ছিল তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর
- সেখানে তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে মহিলাদের পাঁচ বছরের হিসেব তুলে ধরেন
- বিরোধীরা ভোট কিনতে চাইলে ৬০ হাজারের কম টাকা যাতে কেউ না নেন, সে কথাও বলেন

এসআইআর-এর বিরোধিতায় কৃষ্ণ প্রতিদিনই তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় সভা করছেন। শনিবার দেবীনগরের দেবপুরীতে তাঁর সভা ছিল। সভায় মহিলাদের উপস্থিতি বেশি ছিল। তাঁর বক্তব্যে বিধায়ক এসআইআর-এর ব্যাপক বিরোধিতা শুরু করেন। বক্তব্যের মাঝেই বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গ তুলে ধরে কৃষ্ণ বলেন, ‘ভোট সামনেই। ধর্মের সুড়সুড়ি বা কোনও প্রলোভন দিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল ভোট নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। খামের ভেতর হাজার বা দু’হাজার টাকা অথবা একটা শাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।’

বিধায়কের কথায়, ‘আমার প্রথম পরিচয় আমি একজন ব্যবসায়ী, তারপর রাজনীতিবিদ। তাই ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির হিসেবটা খুব ভালো করে বুঝি।’ এরপরেই মহিলাদের উদ্দেশে তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে পাঁচ বছরে এক একজনের ৬০ হাজার টাকা প্রাপ্তির বিষয়টি তুলে ধরেন। পরে মহিলাদের উদ্দেশে আরও বলেন, ‘কেউ ৬০ হাজারের কমে মানবেন না তো? কথা দিলেন তো? কেউ যদি ৬০ হাজার টাকা দিয়ে আপনাদের বড়লোক বানায়, কারোর বাড়িতে যদি চারজন মহিলা ভোটার থাকেন তাহলেই ২ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হয়ে যাবে।’ সভায় কৃষ্ণের এই বক্তব্য শুনে অনেককে হাসতে দেখা গিয়েছে। বিরোধীরা অবশ্য বেশ গম্ভীর। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বললেন, ‘উনি পাগলের প্রলাপ বকছেন। নিজে এলাকায় কোনও কাজ করেন না। তাই মুখরোচক খবর দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। কারা ভোটের আগে টাকা দেয় জানি না। তবে মহিলাদের আমরা মায়ের চোখে দেখি। তাই মহিলাদের এভাবে অপমান করা কাম্য নয়।’ বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের বক্তব্য, ‘তৃণমূল দলটার কোনও আদর্শ বা দর্শন নেই। ওই দলের নেতাদের শুধু টাকা নিয়ে চিন্তা। দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে মানুষ ভোট দেন। টাকার বিনিময়ে নয়। রায়গঞ্জের বিধায়ক তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে মহিলাদের অপমান করেছেন।’

তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে বলে কৃষ্ণের দাবি। যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘কোনও কোনও রাজনৈতিক দল ঘুষ দিয়ে ভোট নেওয়ার চেষ্টা করে। ধর্মের সুড়সুড়ি এবং অর্থনৈতিক প্রলোভন দেখিয়ে ভোট চায়। আমি মানুষকে তাঁদের ভোটের মূল্যের কথা বলেছি।’ যদি কেউ বা কোনও দল ৬০ হাজারের বেশি টাকার প্রলোভন দেখায় সেক্ষেত্রে তিনি কি সেই প্রলোভনে পা দিতে বলছেন বলে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বিধায়কের উত্তর, ‘প্রথম কথা হল টাকাটা কে দেবে? যদি কেউ দেয় সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন রয়েছে, দেশের আইন রয়েছে। টাকা দিয়ে জনাদেশ কেনা যায় না। বিজেপি সরকারও তো মাথাপিছু ১৫ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু দিয়েছে কি? আমি শুধু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছি।’

কোচবিহারে আজ মমতা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার কোচবিহারে আসছেন। এদিন দুপুরে তিনি হেলিকপ্টারে এবিএন শীল কলেজের মাঠে নামবেন। বিকেলে রবীন্দ্র ভবনে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। প্রথমে শুধুমাত্র জনসভা করার কথা থাকলেও শেষমুহূর্তে প্রশাসনিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে রবিবার ছুটির দিনেও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক তোড়জোড় দেখা গিয়েছে।

মমতা মঙ্গলবার রাসমেলা মাঠে তৃণমূলের জনসভা করবেন। ফলে সোমবার প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সার্কিট হাউসেই তিনি রাত্রিযাপন করবেন। সূত্রের খবর, দলীয় নেতাদের নিয়ে রাতে তিনি একটি বৈঠক করতে পারেন। কিছুদিন ধরেই কোচবিহারে শাসকদলের রাজনীতি নিয়ে ডামাডোল পরিস্থিতি চলছে। হঠাৎ করেই বেশকিছু পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বদল করা হয়েছে। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে পদত্যাগের কথা বলা হয়েছিল। যদিও তিনি সেই দায়িত্বে রয়েছেন। তা নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। এরই মাঝে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা প্রকাশ্যেই জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও মন্ত্রী উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। এবিষয়গুলি নিয়ে মমতা জেলার নেতাদের কড়া বার্তা দিতে পারেন বলে মনে করছেন অনেকেই।

মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে এলেই মদনমোহনবাড়িতে পুজো দেন। প্রশাসনের পাশাপাশি তৃণমূলের তরফেও সেই পুজোর ব্যবস্থা করে রাখা হচ্ছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, ‘কোচবিহারের লক্ষ লক্ষ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।’

সোমবার বিকেলে রবীন্দ্র ভবনে প্রশাসনিক বৈঠক হবে। এসআইআর নিয়ে জেলার বেশকিছু জায়গায় নানারকম অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। হেরিটেজের অধীনে কোচবিহারের সাগরদিঘি সহ একাধিক জায়গায় কাজ চলছে। হেরিটেজের কাজকর্ম নিয়েও তার খোঁজ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলা শাসক রাজু মিশ্র ও পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা দুজনেই জেলায় নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন। ফলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বিশেষ কোনও নির্দেশ দিতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে।

> কোচবিহারের লক্ষ লক্ষ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।
>
> **অভিজিৎ দে ভৌমিক**
> *জেলা সভাপতি, তৃণমূল*

নিখোঁজ তরুণ

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : জিয়ারুল মহম্মদ পেশায় রাজমিস্ত্রি। বাড়ি ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জটিয়াকালী এলাকায়। গত মঙ্গলবার সকালে বাইক নিয়ে জিয়ারুল শিলিগুড়িতে কাজে এসেছিলেন। সেখানেই তিনি এক বন্ধুর হাতে নিজের বাইকের চাবি দিয়ে চলে যান। রাত হয়ে গেলেও জিয়ারুল বাড়ি না ফেরায় তাঁর পরিবার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করা শুরু করে। খোঁজ না পেয়ে পরিবারের তরফে বুধবার এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। নিখোঁজ হওয়ার বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও জিয়ারুলের খোঁজ মেলেনি। এই প্রসঙ্গে এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেন, ‘নিখোঁজ তরুণের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি যেখান থেকে নিখোঁজ হয়েছে, তার আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

কম্পিউটার নেই, তথ্য আপলোডে সমস্যা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : শুধু পড়ুয়াদের শিক্ষাদানই নয়, স্কুলের যাবতীয় তথ্য পোর্টালে আপলোড করতে হয় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। কিন্তু সিংহভাগ স্কুলেই নেই কম্পিউটার। ফলে নিজেদের মোবাইল ফোনে এই কাজ করতে হচ্ছে তাঁদের এবং তা করতে গিয়ে বিস্তর সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পড়ুয়া উপস্থিতি, মিড-ডে মিল থেকে পড়ুয়া ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপলোড করতে হয় বাংলার শিক্ষা পোর্টালে। আবার বিভিন্ন পরীক্ষায় পড়ুয়াদের প্রাপ্য নম্বর এন্ট্রি করতে হয় স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসএমএস) পোর্টালে। যা সরকারি তরফে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কোন স্কুল কেমন চলছে, মূলত সেদিকে নজর রাখতেই পোর্টাল চালু এবং তথ্য নথিভুক্তির সিদ্ধান্ত সরকারের। সরকারি তরফে নিয়মিত এই কাজ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলিকে। তবে এমন নির্দেশ দেওয়া হলেও, বেশিরভাগ স্কুলকেই দেওয়া হয়নি কম্পিউটার। যার ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য এন্ট্রি করতে হচ্ছে শিক্ষকদের। এই কাজে সময় বেশি লাগার পাশাপাশি ভুলও হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। যে কারণে স্কুলগুলির তরফে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি তরফে কম্পিউটার দাবি করা হচ্ছে। কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার বলছেন, ‘পড়াশোনা করানোর পাশাপাশি হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড তৈরি করতে হচ্ছে শিক্ষকদের। এছাড়াও মিড-ডে মিল সংক্রান্ত তথ্য আপডেট, পড়ুয়া ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যও নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে হয়। মোবাইল ফোনে আপলোড করতে গিয়ে প্রায়শই ভুল হচ্ছে। কম্পিউটার থাকলে কাজ করতে অনেক সুবিধে হয়।’ যে সমস্ত স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা বেশি, ওই স্কুলগুলিতে এই সমস্যা বেশি। হাকিমপাড়া জিএসএফপি স্কুলে তিনশোর বেশি পড়ুয়া রয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা দাসের বক্তব্য, ‘স্কুলে কম্পিউটার থাকলে অনলাইনে এন্ট্রির কাজগুলি করার ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায়। মোবাইল ফোনে এমন কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল হচ্ছে।’

বর্তমান সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাঞ্চন দাস। তিনি বলেন, ‘হার্ড কপিতে লেখা ছাড়াও অনলাইন পোর্টালে আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এন্ট্রি করতে হয়। স্কুল কম্পোজিট গ্র্যান্ট থেকে আমরা একটি কম্পিউটার কিনে কাজগুলি করছি। তবে ইন্টারনেটের খরচ আমরা নিজেরাই দিচ্ছি।’ সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলছেন, ‘প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যাতে অন্তত একটা করে কম্পিউটার সরকারি উদ্যোগে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা আমরা করছি।’

দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুল।

বিপাকে শিক্ষকরা

- সরকারি পোর্টালে তথ্য আপলোড বাধ্যতামূলক করেছে সরকার, কিন্তু দেওয়া হয়নি কম্পিউটার
- পড়ুয়াদের উপস্থিতি, মিড-ডে মিলের হিসেব, ভর্তি, পরীক্ষায় প্রাপ্য নম্বর এন্ট্রি করতে হচ্ছে
- কম্পিউটার না থাকায় মোবাইল ফোনে তথ্য আপলোড করতে গিয়ে ভুল হওয়ার আশঙ্কা

জমি বিবাদে জখম ৩

ইসলামপুর, ৭ ডিসেম্বর : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ইসলামপুর থানার আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিমটি বাজার এলাকায়। রবিবার অস্ত্রের হামলায় এক মহিলা সহ মোট তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দুই শতক জমি নিয়ে খইবুল আলমের পরিবারের সঙ্গে মহম্মদ বাপ্পার পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। এর আগেও কয়েকবার ওই জমি নিয়ে বিবাদ বাধে। বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মিটমাট করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। এদিন মহম্মদ বাপ্পার পরিবারের সদস্যরা ওই জমিতে কাজ করতে গেলে খইবুল আলমের পরিবারের লোকজন বাধা দেন বলে অভিযোগ। সেসময় বাপ্পার পরিবারের সদস্যদের তরফে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এতে এক মহিলা সহ খইবুল আলমের পরিবারের তিনজন আহত হন। আহতদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পাটাগোরা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পদক্ষেপ

সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় গাড়ি পার্ক না করার ব্যবস্থা নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। লালবাজারের সহযোগিতা চেয়ে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে।

ধর্ষণ করে খুন

বাড়ির সামনে মহিলাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল নোদাখালিতে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। আটক এক অভিযুক্ত। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে।

গরমিল

ছবি আলাদা হওয়ায় বাগদার বাসিন্দা মহাদেব দাসের নাম উঠল হুগলির পাণ্ডুয়ার ভোটার তালিকায়। বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মহাদেব। উচ্চ আধিকারিকদেরও জানানো হয়েছে।

জাল নোট

জাল নোট পাচারের অভিযোগে বিজেপি নেতা দেবব্রত বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বিজেপির দাবি, দলীয় কোনও পদে নেই অভিযুক্ত। কয়েকটি জাল ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গে বেড়েছে পারমিট ফি, পরিবহণ দপ্তরে চিঠি

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : শীতকালীন পর্যটনের মরশুমে বেসরকারি বাসের পারমিট ফি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির অভিযোগে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহনকে চিঠি পাঠাল বেসরকারি বাস সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ফি বৃদ্ধির জন্য উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি সহযোগিতার সঙ্গে বিবেচনা করুক পরিবহণ দপ্তর।

ওই সংগঠনের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আরটিও দপ্তর পারমিট ফি বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে বেসরকারি বাস বুকিংয়ে খরচও বেড়ে গিয়েছে। তাই পর্যটকরা আগের মতো বাস বুক করতে পারছেন না। স্বাভাবিকভাবে পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন ওই সংগঠনের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সকালেই পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। পারমিট ফি কমানো হলে বাস বুকিং বাড়বে। এতে বেসরকারি বাস মালিক, পর্যটন নির্ভর ছোট ব্যবসায়ীদেরও উপকার হবে।' পরিবহণ দপ্তরের তরফে এই চিঠি পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিবেচনা করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। যদিও সারা বাংলা বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি এই বিষয়ে অবগত নই। তবে সিএফ-এর খরচ বেশি সেটা জানি।'

বিজয় দিবসে বাইক র‍্যালি সেনাবাহিনীর

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ যুদ্ধে ৯৩ হাজার পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে। দিনটা ছিল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় স্বাধীনতা পাওয়া সেই প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণের বদল হয়েছে। কিন্তু প্রতি বছরের মতো এবছরও ভারতীয় সেনাবাহিনী এই দিনটিকে সম্মান জানাতে কলকাতার বিজয় দুর্গে বিজয় বাইক র‍্যালির আয়োজন করে। গুয়াহাটি, তেজপুর, শিলং, শিলিগুড়ি, মালদা, নবগ্রাম অতিক্রম করে মোট ১৩৫০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে এই র‍্যালি রবিবার বিজয় দুর্গে এসে শেষ হয়।

এবার মোট ৭১ জন সার্ভিস রাইডার ও ৭১ জন সিভিল রাইডার এই বাইক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। র‍্যালি শুরু হয়েছিল ২৫ নভেম্বর। যাত্রাপথে তাঁরা অ্যালবার্ট এক্কা, করিমগঞ্জ, কিলপাড়া, সুকনা, বগুড়া, হিলির স্মৃতিস্তম্ভে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। র‍্যালির শেষ পর্বের নেতৃত্ব দেন জিওসি-ইন-সি, ইস্টার্ন কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি। এই র‍্যালি কলকাতার মধ্যে ২৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বিজয় দুর্গের বিজয় স্মারকে বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেষ হয়। ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান চলবে। মেজর জেনারেল ভানগুরু রঘু জানিয়েছেন, এবারের বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য ২০ জন বাংলাদেশি অতিথি কলকাতায় আসবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা, ২ জন সার্ভিস অফিসার ও তাঁদের পরিবার।

ব্রিগেডে রবিবার ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে এক খুদে ভক্ত। ছবি : রাজীব মণ্ডল

সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত পরিবার

সোনালির পর সুইটিদের পালা

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৭ ডিসেম্বর : দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর বাংলাদেশ থেকে এদেশে ফিরেছেন বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিক অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। তাঁর ফিরে আসায় খুশির হাওয়া পরিবারে। অথচ এখনও সুইটি বিবি ও তাঁর দুই নাবালক সন্তানের এদেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হতাশ বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া সুইটি ও তাঁর ১৭ বছরের ছেলে কুরবান শেখ ও সাত বছরের ছেলে ইমামের পরিবার। তাঁর মা নাজিমা বিবির আক্ষেপ, 'এখানে কি আর পড়তে নেবে স্কুলে। ওখানকার পড়াশোনা আর এখানকার বাংলামাধ্যম স্কুলের পড়াশোনা এক হবে না। ওদের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে গেল। ওরা কবে ফিরবে, সেই আশায় দিন গুনছি। সরকারের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।'

এই পরিস্থিতিতে মুরারইয়ে সুইটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম। সোনালির পর তাঁদেরও বীরভূমে ফিরিয়ে আনার আইনি তোড়জোড় শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

চলতি বছর বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পুশব্যাকের অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় হয় গোটা দেশ। যার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সোনালি বিবিদের পুশব্যাকের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত। সোনালিদের বাংলাদেশে পাঠানোর সময়ই সুইটি ও তাঁর

> এখানে কি আর পড়তে নেবে স্কুলে। ওখানকার পড়াশোনা আর এখানকার বাংলামাধ্যম স্কুলের পড়াশোনা এক হবে না। ওদের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে গেল। ওরা কবে ফিরবে, সেই আশায় দিন গুনছি। সরকারের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।
>
> **নাজিমা বিবি** সুইটির মা

নাবালক পুত্র সহ আরও তিনজনকেও পুশব্যাক করার অভিযোগ ওঠে। তাঁদের পরিবারের দাবি, ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ভুল নথিপত্র ও প্রশাসনিক জটিলতার জেরে তাঁরা এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন। সকলের কাছেই বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণ রয়েছে। সোনালি ফিরে আসার পর দাবি করেছেন, বাংলাদেশের ভাড়া বাড়িতে সুইটি বিবি ও তাঁর শিশুরা রয়েছে। তিনি আসার সময় সুইটিরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। সামিরুল শনিবার সুইটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে আশ্বস্ত করেছেন, আইনজীবী সঞ্জয় বসুর নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টে ও কুণাল ঘোষ ও রঘুনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কলকাতা হাইকোর্টে লড়াই হবে। এই বিষয়ে সমাজমাধ্যমে সামিরুল বলেন, 'সোনালি বিবিদের ফিরিয়ে বাংলাবিরোধী জমিদার বিজেপির বিরুদ্ধে প্রথম পর্বের আইনি লড়াই শেষ হয়েছে। এবার সুইটি বিবি ও তাঁর দুই নাবালক সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেদিন শেষ জন ভারতীয় নাগরিকও দেশে ফিরবেন, সেদিনই আমাদের সংগ্রাম সত্যিকারের সফল হবে।' এদিকে সোনালি বিবির স্বামী দানিশ শেখও এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন। তাঁর মা দিলরুবা বিবি চিন্তিত ছেলের জন্য। তিনি বলেন, 'কবে ছেলে ঘরে ফিরবে। এখানে ওর সন্তানদের বাবার অভাব কে পূরণ করবে।' সোনালি বলেন, 'দাদা মনসুব শেখের ভিটে রয়েছে বীরভূমের পাইকরে। সেই পরিবারের সন্তানদের বাংলাদেশি তকমা সেঁটে দেওয়া হল।'

চলতি সপ্তাহেই তালিকা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : সোমবার নবম-দশমের শিক্ষক পুনর্নিয়োগের পরীক্ষার ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা কম। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হতে পারে এই স্তরের ইন্টারভিউয়ের তালিকা। কোনওরকম শূন্যপদ বাড়ানো হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে এসএসসি।

নবম-দশম স্তরে ২৩,২১২টি শূন্যপদ রয়েছে। পরীক্ষায় বসেছিলেন ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৯২ জন। সোমবার এই স্তরের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল এসএসসি। তবে সমস্ত কাজ শেষ করতে আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন। কোনওরকম ভ্রান্তি যেন না থাকে, তা বারবার খতিয়ে দেখছে কমিশন।

মৃত ভোটাররাই তুরুপের তাস পদ্মের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে মৃত ভোটারদের নাম বাদ গেলে অন্তত ৭০টি বিধানসভা আসনে হার-জিতের অঙ্ক উলটে যেতে পারে বলে মনে করছে বিজেপি। তৃণমূল শিবিরও সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না। সেই কারণেই মৃত ভোটারদের নিয়ে যুযুধান দুই শিবিরেই তৎপরতা তুঙ্গে।

'২৪-এর লোকসভা ভোটের ফলে রাজ্যে ২৯৪টি বিধানসভার ৪৯টিতে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান ১০ হাজার বা তারও কম। আরও ২১টিতে ১০-১৫ হাজারের কম ব্যবধানে হারতে হয়েছে বিজেপিকে। বিজেপির মনে করে, কম ব্যবধানে হারা অধিকাংশ আসনেই মৃত ভোটকে ছাপ্পা দিয়ে কাজ হাসিল করেছে তৃণমূল। এসআইআর নিয়ে বিজেপির পর্যালোচনা বৈঠকে সুনীল বনসল '২৬-এর বিধানসভা ভোটে জয়ের লক্ষ্যে যে ১৫৩টি আসনকে পাখির চোখ করতে বলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে এই ৭০টি আসন। এসআইআরে নির্দিষ্টভাবে এই আসনগুলির ভোটার তালিকায় মৃত ভোটার শূন্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন বনসল। এই তালিকায় উত্তরবঙ্গের কোচবিহার দক্ষিণ, নাগরাকাটা, মেখলিগঞ্জ, রায়গঞ্জ, চাকুলিয়া, কুশমণ্ডি, মাল ও হরিরামপুরের মতো আসনগুলি যেমন রয়েছে, তেমনই দক্ষিণবঙ্গেও এমন আসনের পাল্লা যথেষ্টই ভারী। দক্ষিণবঙ্গে জেলাগতভাবে হুগলিতে ৮টি, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে ৬টি, পুরুলিয়ায় ৩টি, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৫টি, মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রামে ৭টি, পূর্ব বর্ধমান ও আসানসোলে ৩টি করে, বর্ধমান-দুর্গাপুর-বীরভূমে ২টি করে আসন রয়েছে। নিশানায় থাকা উত্তর কলকাতার মানিকতলা, কাশীপুর, বেলগাছিয়া ও বালি, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এবং রাসবিহারীর মতো ওজনদার কেন্দ্র এবং কলকাতা সংলগ্ন রাজারহাট-গোপালপুর এবং সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রও রয়েছে বিজেপির নজরে। ১৫ জানুয়ারির পর বিধানসভাওয়াড়ি নির্বাচনি প্রচারে এই আসনগুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বৈঠকে।

ঠিকঠাক হলে এসআইআরে অন্তত ৪০ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে মনে করে বিজেপি। এসআইআর ঘোষণার পর তৃণমূলের ভার্চুয়াল বৈঠকে দলীয় নেতাদের নিজ নিজ এলাকার এসআইআরে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বার্তার পর মৃত ভোটারদের হিসেবের বাইরে রেখেই জয়ের লক্ষ্যে এগোতে চাইছে তৃণমূল। তৃণমূলের এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারি করা এক নেতার মতে, রাজ্যের অন্তত ১০০টি বিধানসভা থেকে সাকুল্যে গড়ে ২৫ থেকে ৩০ হাজার পর্যন্ত ভোটার বাদ পড়তে পারে। এই বাদ পড়া ভোটারদের সিংহভাগই মৃত ভোটার ও সংখ্যালঘু মুসলিম। বিজেপির মতে, এই দুই গোত্রের ভোটকেই কাজে লাগিয়ে একাধিক বিধানসভায় জয় হাসিল করেছে তৃণমূল। সেই কারণেই এসআইআরে মৃত ভোটারের নাম কাটতে তৎপর বিজেপি।

এখনও পর্যন্ত মোট অসংগৃহীত ৫৫ লক্ষের কিছু বেশি যে ভোটারদের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে, তার মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষের মতো মৃত ভোটার। ১১ ডিসেম্বরের পর বিএলওদের থেকে চূড়ান্ত তথ্য হাতে পেলে এই সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়বে বলে মনে করে কমিশনও।

হুমায়ুনে ছুঁতমার্গ নেই বাম-কংগ্রেসের

সবার সঙ্গে কথা শুরু সাসপেন্ডেড নেতার

রিমি শীল ও পরাগ মজুমদার

কলকাতা ও ভরতপুর, ৭ ডিসেম্বর: এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে চর্চিত নাম হুমায়ুন। তিনি এখন কার সেটাই বড় প্রশ্ন। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই হুমায়ুন নিয়ে দায় ঠেলাঠেলিতে ব্যস্ত। তবে আপাতত তাঁকে নিয়ে ছুৎমার্গ নেই বাম-কংগ্রেসের। হুমায়ুন নিজেই ২২ ডিসেম্বর দল গঠন করবে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। তাই সমঝোতার স্বার্থে কথাবার্তা চললেও আপত্তি নেই সিপিএম ও প্রদেশ কংগ্রেসের। আবার তৃণমূল ও বিজেপি বাদে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হুমায়ুনও। ফলে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে, ভোল বদল করে হুমায়ুন কি তাহলে বাম বা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরও অস্বস্তি বাড়াবে শাসক দলের। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, তাঁর এক সময়ের 'গুরু' কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরী, আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিমের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছেন সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক।

এদিন ভোল বদলে ছক্কা হাঁকিয়ে দিলেন হুমায়ুন। কংগ্রেস ও সিপিএম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস তো অচ্ছুৎ নয়। সিপিএমের মহম্মদ সেলিম দায়িত্ব নিয়েছেন ওদের সঙ্গে কথা বলার। তাঁরা যদি আমার সঙ্গে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহলে নতুন দিশা তৈরি হবে রাজনীতির বুকে। তারা আমার শর্ত মানবে। আমিও তাদের শর্ত মানব। আগে ২২ ডিসেম্বর দল তৈরি হোক। তারপর দলীয় নীতি, অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ করা হবে। সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছি। লড়াইটা তৃণমূল ও বিজেপিকে রুখে দেওয়ার।' তৃণমূলকে কটাক্ষ করে হুমায়ুনের দাবি, 'আমার উদ্দেশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো। যদি কংগ্রেস আমার সঙ্গে না আসতে চায়, ওরা শূন্যই থাকবে। হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসির সঙ্গে কথা হয়েছে। মিমের সঙ্গে জোট করে লড়াই করব তৃণমূলকে মুর্শিদাবাদ থেকে মুছে দেওয়ার জন্য।'

মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০টি তৃণমূলের দখলে। বাকি দু'টি বিজেপির হাতে। তবে সিপিএম, কংগ্রেসের বিধায়ক না থাকলেও সাংগঠনিক পরিস্থিতিতে এই জেলায় নেহাত মন্দ নয়। গত লোকসভায় কংগ্রেস বহরমপুর সহ একাধিক কেন্দ্রে, সিপিএম রানিনগরে এগিয়েছিল। ফলে দল ঘোষণা হওয়ার পর সিপিএম, কংগ্রেস সহ বাকি বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনামাফিক এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা খোলা রাখলেন হুমায়ুন। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা বলেন, 'এই বিষয়ে যা বলার দল বলবে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীরও একই মত। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'রাজনীতিতে এভাবে অনেকের সঙ্গে অনেকের কথা হয়। তবে সিপিএমের ক্ষেত্রে এভাবে হঠাৎ করে দলে যোগদান করানো হয় না। এখন উনি যদি দল গঠন করে সমঝোতার কথা বলেন, সেক্ষেত্রে ভেবে দেখা হবে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছেড়ে কেউ যদি বহুত্ববাদে বিশ্বাসী হয়, তাহলে বাধা কোথায়। তবে সবার আগে ধর্মীয় চাদরটা গা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাহলেই কংগ্রেসে স্বাগত।' এআইমিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি বলেন, 'হায়দরাবাদ থেকে ইতিমধ্যেই হুমায়ুনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই বিষয়টি খোলসা করা হবে।'

শনিবার শিলান্যাসে হুমায়ুন কবীর। তাঁকে নিয়েই এখন সরগরম রাজ্য-রাজনীতি।

বিএলও নিয়ে কমিশনের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : হাতে সময় এখনও চারদিন। এসআইআর-এর পূরণ করা ফর্ম কমিশনের ঘরে জমা পড়তে বাকি ১ শতাংশেরও কম। রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া হিসেব বলছে রাজ্যের ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ডিজিটাইজড হয়েছে প্রায় ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ। শতাংশের হিসেবে ৯৯.৫৪ শতাংশ। তবে এসআইআরে রাজ্যে বিএলওদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পাশাপাশি প্রশাসন ও বিএলওদের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বিস্তর।

এসআইআর-এর মেয়াদ ৭ দিন বাড়িয়েছিল কমিশন। সেই হিসেবে ১১ ডিসেম্বর এসআইআর-এর ফর্ম জমা করার চূড়ান্ত দিন। কোনওভাবেই যাতে ডেডলাইন মিস না হয় সে কারণে আগেভাগেই কাজ শেষ করতে বিএলওদের রীতিমতো তাড়া লাগিয়েছিল প্রশাসন। তার ফলে চারদিন বাকি থাকতেই কার্যত এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজড করার কাজ শেষ করে ফেললেন বিএলওরা। তবে এরই মধ্যে কমিশনের নিয়ম অমান্য করা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ সিইও দপ্তর। সম্প্রতি বারুইপুরের এক তৃণমূল অঞ্চল সভাপতিকে বিএলও নিয়োগ করা নিয়ে অভিযোগ করে বিজেপি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে সরিয়ে দেয় কমিশন। তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হয় এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে। কিন্তু সূত্রের খবর, তারপরেও ওই বুথ থেকে যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে স্বাক্ষর রয়েছে পূর্বতন সেই তৃণমূলি বিএলওর। এই ঘটনাকে কমিশনের নির্দেশ অমান্য হিসেবেই দেখছে সিইও দপ্তর। নতুন বিএলও নিয়োগের পরেও কীভাবে রিপোর্টে তিনি স্বাক্ষর করলেন, তা তদন্ত করে দেখার জন্যে জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা সোমনাথ হাজরা - কে 06.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87C 80480 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "শুধুমাত্র একটি ডিয়ার লটারির টিকিটেই আমার সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে গেছে। আমি আনন্দে অভিভূত, এবং আমি এতটাই খুশি যে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Ministry of Textiles Government of India
Development Commissioner (Handicrafts) Ministry of Textiles, Government of India

"আজকের ভারত শুধুমাত্র 'ভোকাল ফর লোকাল'-ই নয়, বরং এটিকে দুনিয়ার দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিশ্বজনীন মঞ্চও প্রদান করছে।"
- শ্রী নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী

কারিগরদের ক্ষমতায়ন, ঐতিহ্যের অব্যাহত ধারা

- ৯০টিরও বেশি দেশে ৪.০৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের হস্তশিল্প রপ্তানি।
- ১.৭+ লক্ষ কারিগর এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সরাসরি বাজারে প্রবেশের সুবিধা প্রদান।
- ৪,৯০০টি প্রদর্শনী যার ফলে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি বাণিজ্য হয়েছে।
- ২৫০টি প্রডিউসার কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে ৭৫,০০০ কারিগরকে সংগঠিত অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ক্ষমতায়ন।
- উন্নত টুলকিট বা সরঞ্জামের মাধ্যমে ৭১,৬০০ কারিগর উপকৃত, যার ফলে তাদের উৎপাদন এবং গুণমান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ কারিগরকে দক্ষ করে তোলা হয়েছে।
- ৩৩৬টি হস্তশিল্প পণ্যকে জিআই নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে, যা তাদের অনন্য পরিচয় রক্ষা করছে।

*গত ১১ বছরের পরিসংখ্যান

ভারত উদযাপন করছে
জাতীয় হস্তশিল্প সপ্তাহ

৮ই - ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৫

হাতে তৈরির জাদুকরী স্পর্শ আবিষ্কার করুন - জানুন, অন্বেষণ করুন এবং উদযাপন করুন

দিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ

মাস্টার ক্রিয়েশন	হস্তশিল্প পুরস্কার	হেরিটেজ উইক	ক্রাফট কথা	চৌপালের সূচনা	ক্রাফটেড ফর দ্য ফিউচার	ফিউচার অফ ক্রাফটস ইন ইন্ডিয়া
দিল্লি হাট, আইএনএ	বিজ্ঞান ভবন	দ্য কুঞ্জ, নেলসন ম্যান্ডেলা মার্গ	হ্যান্ডলুম হাট জনপথ	স্কোপ অডিটোরিয়াম, সিজিও কমপ্লেক্স, লোধি রোড	ন্যাশনাল ক্রাফট মিউজিয়াম, ভৈরোঁ মার্গ	দ্য কুঞ্জ, নেলসন ম্যান্ডেলা মার্গ
১লা-১৫ই ডিসে '২৫ সকাল ১০.০০ - রাত ০৮.০০	৯ই ডিসে '২৫ সকাল ১১.০০ - রাত ১২.৩০	৮ই-১৪ই ডিসে '২৫ সকাল ১০.০০ - রাত ০৮.০০	১১ই-১৭ই ডিসে '২৫ সকাল ১০.০০ - রাত ০৮.০০	১২ই ডিসে '২৫ সকাল ১১.৩০ - দুপুর ০১.০০	১২ই-২১শে ডিসে '২৫ সকাল ১০.০০ - রাত ০৮.০০	১৪ই ডিসে '২৫ সকাল ১১.০০ - দুপুর ০২.০০

ক্রাফট বা কারুশিল্প প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, প্রদর্শনী এবং অন্যান্য বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতজুড়ে উদযাপন

ঘর - ঘর স্বদেশী, হর ঘর স্বদেশী

#vocalforlocal #myhandicraftsmypride

www.handicrafts.nic.in handicraftsdc handicraftsdc dc_handicrafts DC_HandicraftsOfficial

CBC 41103/13/0010/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৯ সংখ্যা, সোমবার, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বিশবাঁও জলে

মাধ্যমিকের টেস্ট শুরুর আগে ছাত্রছাত্রীদের শেষ ক্লাস নিলেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা। পড়ুয়ারা অনেকে নিশ্চিত, তাদের স্যর-ম্যামরা আবার ক্লাসে ফিরবেন। কিন্তু এসএসসি'র ২০১৬ প্যানেলে নিযুক্ত ও পরে চাকরিহারা শিক্ষকরা জানেনই না, নতুন বছরে তাঁদের কপালে কী আছে?

টেট-এ নিয়োগে অনিয়মের মামলায় ৩২০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহালের নির্দেশে খুশি হলেও প্রায় ২৬০০০ চাকরিহারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা এখন আক্ষেপ করছেন। তাঁদের মনে হচ্ছে, প্রাথমিকের ক্ষেত্রে যেমন হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি দীর্ঘ ন'বছরের শিক্ষকতা এবং ৩২০০০ পরিবারের কথা মাথায় রেখে সকলের চাকরি বহালের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনই তাঁদের ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা এবং হাজার হাজার পরিবারের কথা বিবেচনা করে চাকরিটা বহাল রাখতে পারত শীর্ষ আদালত।

চাকরিহারাদের মতে, প্রাথমিকের মতো এসএসসি-তে নিযুক্ত সকলেই দুর্নীতিতে যুক্ত নন। কেউ কেউ হয়তো যুক্ত। সুতরাং কয়েকজনের জন্য সকলে দুর্ভোগ পোহাবেন কেন? এখন দাগি শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশের পর একই বক্তব্য চাকরিচ্যুত যোগ্য শিক্ষাকর্মীদের।

এসএসসি'র ২০১৬ প্যানেলের চাকরিহারারা সত্যিই দুর্ভাগা। এর মধ্যে নতুন করে একাদশ-দ্বাদশ, নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ইন্টারভিউয়ের তালিকায় নাম নেই অনেক যোগ্য শিক্ষকের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো তাঁদের চাকরি ডিসেম্বর পর্যন্ত। তারপর কী হবে? শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল, ২০১৬ সালের প্যানেলের একমাত্র চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরাই এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন। যোগ্যরা প্রথমে জেদ ধরেছিলেন, তাঁরা কিছুতেই আর পরীক্ষায় বসবেন না। চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি তাঁরা। কিন্তু ফের পরীক্ষা দিয়েই বা কী হল?

ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি'র সব মামলা হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে। হাইকোর্টই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, একজন দাগিকেও চাকরি দিতে পারবে না কমিশন। অভিযোগ, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দাগি বিশেষভাবে সক্ষম নিযুক্তদের সুযোগ দিয়েছিল এসএসসি। তা বাতিল করে হাইকোর্ট। মামলা সুপ্রিম কোর্টে গেলে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, একজন দাগিকেও পরীক্ষায় বসতে দেওয়া যাবে না।

শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, চাকরিহারাদের সঙ্গে নতুন চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষায় কেন বসতে দেওয়া হল? অন্যদিকে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষার সমস্ত ওএমআর শিট ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে জমা দিতে হবে। সত্যি বলতে কী, নানা কারণে পুরো ব্যাপারটাই নতুন করে জটিল হয়ে উঠেছে।

প্রথমত, যোগ্য চাকরিহারাদের অনেকে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাননি। দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্ট বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় দাগিদের বসতে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের বারণ সত্ত্বেও নতুনদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থত, নতুন চাকরিপ্রার্থীরা মামলার হুমকি দিয়েছেন। পঞ্চমত, অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর দেওয়া নিয়ে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা সরব।

আদালতে বিষয়টি খারিজ হয়ে গেলে আবার নতুন তালিকা বানাতে হবে। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটাই বিশবাঁও জলে। গত এপ্রিলে শীর্ষ আদালত ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই- সব তৈরি আছে।

কিন্তু এখন নতুন জটিলতায় চাকরিহারাদের কারও চাকরি আর নিশ্চিত নয়। মামলার পর মামলা হয়ে চলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, যাঁরা নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছিলেন, কমিশন ও সরকারের দুর্নীতির মাশুল কেন গুনতে হবে তাঁদের? ৩২০০০ চাকরি বহালের রায়ে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী খুব খুশি। সেজন্য আশার আলো দেখছেন এসএসসি'র চাকরিহারা শিক্ষকরা। রাজ্যকে দিয়ে আরও একবার শীর্ষ আদালতে আবেদন করানোর ভাবনাচিন্তা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

ডোনাল্ড ট্রাম্প কি আসলে সোশ্যালিস্ট?

ইন্টেল কিংবা ইউএস স্টিল, লিথিয়াম আমেরিকাস-এর মতো কোম্পানিরও শেয়ার অধিগ্রহণ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

অতনু বিশ্বাস

দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যমে চর্চা চলছে জোরকদমে-- ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি সোশ্যালিস্ট? তাও কি সম্ভব? আমেরিকার প্রেক্ষিতে বার্নি স্যান্ডার্স সোশ্যালিস্ট-- সেটা তো আমরা জানিই। অল্পবয়সি নেতাদের মধ্যে বলা যেতে পারে জোহরান মামদানি কিংবা আলেকজান্দ্রিয়া অকাসিও-কর্টেজ-এর নাম। অপরদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বসে আছেন ধনতন্ত্রের শীর্ষে, এমনটাই তো আমরা জেনে এসেছি। তিনি রিপাবলিকান-- দক্ষিণপন্থী-- ধনতান্ত্রিক দেশের অতি-ধনতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট।

কিন্তু ওই যে, ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট গভর্নর গেভিন নিউসম সম্প্রতি 'সোশ্যালিস্ট' বলে দাগিয়ে দিতে চাইছেন ট্রাম্পকে। কিছু কারণ অবশ্য আছে। ট্রাম্পের মার্কিন সরকার দস্তুরমতো শেয়ার কিনেছে ইন্টেল কিংবা ইউএস স্টিলের মতো কোম্পানির। ব্যবসা ক্ষেত্রে সরকারি দখলদারির এহেন সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন ভেরমন্টের সেনেটর বার্নি স্যান্ডার্সও। রিপাবলিকান শিবিরের একটা অংশ আবার একদম খুশি নয় এর ফলে। যেমন, জর্জিয়ার কনজারভেটিভ রেডিও হোস্ট এরিক এরিকসন। ট্রাম্প প্রশাসনের এই শেয়ার কেনার আইডিয়াকে যিনি বলেছেন 'ভয়ংকর সিদ্ধান্ত'। বলেছেন, রিপাবলিকান প্রশাসনের মধ্যে ঘটে চলেছে সত্যিকারের সোশ্যালিজম। কিন্তু যে ট্রাম্প ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে কমলা হ্যারিসের বলা জিনিসপত্রের দাম কমানোর কথার প্রেক্ষিতে তাঁকে বলেছেন 'কমরেড কমলা', তিনি কি সত্যিই সোশ্যালিস্ট হয়ে উঠলেন তাঁর কাজেকর্মে?

সাম্প্রতিক অতীতে কিন্তু ট্রাম্পের কাজের মধ্যে তাঁর দখলদারির মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে বারবার। সেটা ফেডারেল রিজার্ভের বোর্ড অব গভর্নরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখলের প্রচেষ্টার মধ্যে হোক কিংবা চাকরির সংখ্যা প্রকাশের পরে পরেই ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিক্সের প্রধানকে বরখাস্ত করার মধ্যে হোক বা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারের কাছে নতজানু হতে বাধ্য করার প্রচেষ্টার মধ্যে হোক। $ট্রাম্প নামের ক্রিপ্টোসম্পদ কিংবা 'গাজা রিভিয়েরা' পরিকল্পনার মধ্যে ট্রাম্পের ধনতান্ত্রিক রূপই প্রকট হয়। তাহলে?

কিন্তু ওই যে, শুধু ইন্টেল কিংবা ইউএস স্টিল নয়, এমপি ম্যাটেরিয়ালস কিংবা লিথিয়াম আমেরিকাস-এর মতো কোম্পানিরও শেয়ার অধিগ্রহণ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের জন্য এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রামের রশি ধরে টান দিয়েছেন তিনি। এইচ-১বি ভিসাকে এমনকি রক্ষণশীল নিষেধাজ্ঞাবাদীরাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উপকারী বলে মনে করেন। একেও রেহাই দেননি ট্রাম্প। আবার সেপ্টেম্বরে চালু হয়েছে মার্কিন সরকার নিয়ন্ত্রিত আকাশপাতা 'ট্রাম্পআরএক্স', যার মাধ্যমে ডিসকাউন্টে ওষুধ কিনতে পারবে মার্কিন জনতা। জনগণ যদি এর সঙ্গে জোহরান মামদানি পরিকল্পিত শহরের মালিকানায় গ্রসারি শপের আইডিয়ার সাদৃশ্য খুঁজে পায়, তাতে আশ্চর্যের কী আছে!

আপাতভাবে ট্রাম্প তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে ঝাপসা করে দিচ্ছেন ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের সীমানা। যদিও ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, সমাজতন্ত্র বোধকরি খানিক আলাদা ধারণা। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র পণ্য উৎপাদন করে উৎপাদনের কোটা পূরণের জন্য। অপরদিকে বেসরকারি কোম্পানিগুলির উদ্দেশ্য থাকে ভোক্তাদের সন্তুষ্ট করা এবং মুনাফা অর্জন করা। ওদিকে সমাজতন্ত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং নীতিনির্ধারকদের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে বিজয়ী এবং পরাজিতদের নির্বাচন। এর বিপ্রতীপে রয়েছে কর্পোরেটবাদ বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, যেখানে সিদ্ধান্ত নেয় সরকার, কিন্তু উৎপাদন করে বেসরকারি উদ্যোগগুলি।

তাহলে ট্রাম্প কি সত্যিই সমাজতন্ত্রের অনুশীলন করছেন? নাকি তাঁর নীতি আদপে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অনুরূপ, যা বোধকরি সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের এক মিশ্রণ? সম্প্রতি এমনই কিন্তু বলেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সিনিয়ার অর্থনীতির ভাষ্যকার। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতে, ট্রাম্প কিন্তু 'অর্থনীতির গভীরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করে অনুকরণ করছেন চিনা কমিউনিস্ট পার্টির।'

দ্বিমত অবশ্য রয়েছে। হোয়াইট হাউস ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হ্যাসেট যেমন বলেছেন যে, ইন্টেল চুক্তি-- যা নিয়ে এত হইচই-- সেটা 'অবশ্যই সমাজতন্ত্র নয়'। কেন্টাকির দক্ষিণপন্থী সিনেটর র‍্যান্ড পল আবার প্রশ্ন করেন, 'সমাজতন্ত্র মানে যদি উৎপাদনের উপায়ের উপর সরকারের মালিকানা হয়, তাহলে ইন্টেলের শেয়ারে সরকারের মালিকানা কি সমাজতন্ত্রের দিকে একটি পদক্ষেপ নয়?' স্পষ্টতই বিভ্রান্তি অব্যাহত।

ট্রাম্প যে শুধু উচ্চ হারের ট্যারিফের মাধ্যমে আমেরিকাকে আবার 'মহান' করে তুলতে মরিয়া তাই নয়, তিনি যখন এএমডি এবং এনভিডিয়া-কে চিনে বিক্রি করার জন্য চিপসের উপর ১৫ শতাংশ রপ্তানি করও আরোপের কথা বলেন, সেটা আমদানি শুল্ক আরোপের চাইতেও বেশি কিছু। এভাবে তিনি এমন একটি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করছেন যেখানে কোন কোম্পানি কোন ক্লায়েন্টদের কাছে এবং কোন দামে বিক্রি করতে পারে সেটাও নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। অবশ্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করেছে যে, তাদের ওষুধ-নীতি মুক্ত-বাজার নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ-- ওয়াশিংটন মূল্য নির্ধারণ করবে না, তবে এটি দাবি করবে যে, মেডিকেডের দাম অন্যান্য উন্নত অর্থনীতির সঙ্গে যাতে তুলনীয় হয়।

পিছনে ফিরে দেখলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে ট্রাম্প তার প্রথম দফার প্রেসিডেন্সির মেয়াদেও প্রচার করেছিলেন এক পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি, বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রায়শই বিবেচিত হয়েছে মার্কসবাদ-ট্রাম্পিজম বা সমাজতন্ত্র হিসেবে। যেমন, ২০২০ সালের গোড়ার দিকে যখন কোভিড অতিমারি মন্দার মুখে ফেলছে দুনিয়ার অর্থনীতিকে, সে সময় ট্রাম্প প্রশাসন পরিকল্পনা করে কোভিড-১৯ উদ্দীপনা প্রকল্পের-- যার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে ১,০০০ ডলার পরিমাণ নগদ অর্থ। এছাড়াও ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির প্রথম পর্বে তাঁর 'আমেরিকা ফার্স্ট' অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে 'ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফার্মার্স বেলআউটস' নামে পরিচিত বেশ কয়েকটি মার্কিন বেলআউট কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে সরকার-- সে সময়ের মার্কিন-চিন বাণিজ্য যুদ্ধের পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য।

তাঁর দ্বিতীয় পর্বে ট্রাম্প এখন যেন খেলছেন অল আউট। মার্কিন অর্থনীতিকে একটি সুপার মার্কেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন ট্রাম্প। সেখানে দামের উপর যেন তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কারণ তাঁর অনেক নীতিই বাজার প্রণোদনার উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে সমর্থন করে। 'আমরা একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এবং আমরাই দাম নির্ধারণ করি,' টাইম ম্যাগাজিনকে সম্প্রতি বলেছেন ট্রাম্প। 'আমি কোম্পানিগুলির সঙ্গে দেখা করি এবং তারপর আমি একটি ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করি... এবং তারা তা দিতে পারে, অথবা তাদের সেটা দিতে হবে না', বলেছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের মতো চরিত্রের পর্যালোচনা করা সহজ নয় একেবারেই। আসলে আদর্শের চাইতে ট্রাম্প সম্ভবত রাজনীতিতেই বেশি আগ্রহী। ট্রাম্পের মতো রাজনীতিবিদের পক্ষে সেটাই তো স্বাভাবিক। এবং এটাও ভুললে চলবে না যে, ট্রাম্প আদপে একজন বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী। তিনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে, বড় বড় কোম্পানিগুলি বিস্তর লাভ করছে রাষ্ট্রের নীতির ফলে। তাই প্রকারান্তরে রাষ্ট্র তাদের একরকম বিনামূল্যেই অর্থ জোগাচ্ছে। এর পরিবর্তে, রাষ্ট্রেরও উচিত তাদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সর্বাধিক সুবিধা নেওয়া। যাই হোক, এইভাবে বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির স্টক ক্রয়ের ফলে, আমেরিকা ধীরে ধীরে এমন একটি অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে সরকার যেন আর রেফারি নয়-- পরিবর্তে মাঠে একজন খেলোয়াড় হিসেবেই অবতীর্ণ হয়েছে সরকার।

তবু, বিশেষজ্ঞদের তাড়া করে বেড়াবে একটি প্রশ্ন-- ব্যবসায়ী ট্রাম্প কিংবা কনজারভেটিভ রাজনীতিক ট্রাম্প কি মূলত সমাজতন্ত্রের একজন উপসর্গহীন বাহক ছিলেন? কিংবা এ কি স্টেট ক্যাপিটালিজমের এক রূপ? অথবা-- কে বলতে পারে-- এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হতে চলেছে ট্রাম্পবাদ-সমাজতন্ত্র, যা একেবারে নতুন এক 'ইজম'-এর রূপরেখা, ভবিষ্যতে যার নিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনা হতে থাকবে বিস্তৃতভাবে।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতার রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

১৯০০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নৃত্যশিল্পী উদয় শংকর।

১৯৩০

বিপ্লবী বাদল গুপ্ত আজকের দিনে শহিদ হন।

আলোচিত

কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার জীবন নিয়ে বহু রটনা চলছে। আমি নিজের ব্যক্তিগত জীবন গোপন রাখতেই পছন্দ করি। তাই জানিয়ে দিতে চাই, আমার বিয়ে আপাতত বাতিল। সকলকে অনুরোধ জানাই, এসময়ে আমাদের গোপনীয়তাকে সম্মান করুন। দুই পরিবারকেই একটু সময় দিন।

- স্মৃতি মান্ধানা

ভাইরাল/১

ল্যাজেগোবরে অবস্থা ইন্ডিগোর। মুম্বই বিমানবন্দরে বিদেশিনী যাত্রীর মেজাজ হারানোর ভিডিও ভাইরাল। দেশে ফেরার বিমান ধরতে এসেছিলেন। বিমান বাতিলের কারণে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। বিমান সংস্থার কাউন্টারে উঠে পড়েন তিনি।

ভাইরাল/২

দরজা দিয়ে না উঠে মহিলারা বাসের জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকছেন। কর্ণাটক সরকার বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করেছে। বাসে উঠতে লম্বা লাইন পড়েছে। লাইনে না দাঁড়িয়ে 'শর্টকাট' পথ নিয়েছিলেন মহিলারা। 'থ' অন্য যাত্রীরা।

জনমন

জনমত

রোকো জুটির সাফল্য প্রশংসনীয়

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত তিন ম্যাচের একদিবসীয় আন্তর্জাতিক সিরিজে রোকো অর্থাৎ রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির দুর্দান্ত ব্যাটিং দক্ষতা দেখে প্রমাণিত হল, বয়স কেবলমাত্র একটা সংখ্যা। ৩৭ বছর বয়সি বিরাট কোহলি এখন একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক ৫৩টি শতরানের মালিক। পাশাপাশি সাড়ে ৩৮ বছর বয়সি হিটম্যান রোহিত গুরুনাথ শর্মা পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদিকে টপকে এখন একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক ৩৫৫টি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড গড়েছেন।

রোহিত ও বিরাটের এই ব্যাটিং বিক্রম যদি ২০২৬ সালের একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতে অব্যাহত থাকে, তাহলে তাঁরা অবশ্যই ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত হতে চলা আইসিসি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়ে যাবেন। আগামীতে রোকো জুটির কাছ থেকে আকর্ষণীয়, মনোরঞ্জক ব্যাটিং দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

রামপুরহাটে বন্দে ভারত থামলে ভালো হয়

সব থেকে অল্প সময়ে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাওড়া যাওয়ার ট্রেন হচ্ছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। যদিও ট্রেনটির ভাড়া বেশি। তা সত্ত্বেও অনেকেই এই ট্রেনে ভ্রমণ করে থাকেন, কারণ সময় কম লাগে। এই ট্রেনটিকে কিশনগঞ্জ এবং বারসই- এই দুটি স্টেশনে থামানোর ব্যবস্থা আছে। যদিও এই স্টেশন দুটির মধ্যে দূরত্ব মাত্র ৫৭ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় ভ্রমণকেন্দ্র এবং তীর্থস্থান তারাপীঠ যাওয়ার জন্য রামপুরহাট স্টেশনে এই ট্রেনটি থামে না। এমনকি বর্ধমান স্টেশনেও থামে না। অবিলম্বে অন্তত রামপুরহাট স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে থামানোর ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে রেলের আয়ও বাড়বে এবং তারাপীঠগামী যাত্রীদের খুব সুবিধা হবে।

আশিস ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফিরুক যৌথ পরিবারের দৃঢ় বন্ধন

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে যৌথ পরিবারবাদের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশ। সেই ছবি ক্রমশই বদলে যাচ্ছে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি পরিবারবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই দেশটি তার সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে যৌথ পরিবারবাদের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। সভ্যতার সূচনালগ্ন হতেই মানুষ ছিল জোটবদ্ধ বা পরিবারবদ্ধ। গুহাজীবন থেকেই তার আবাস এবং পরিবারবাদের ধারণা জন্ম নিয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশজুড়ে প্রচলিত ছিল এই বর্ধিত পারিবারিক ব্যবস্থা। একই গৃহে বসবাসকারী বহু প্রজন্মের সমন্বয়ে গঠিত সকলেই সাধারণ সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যৌথ পরিবারকে এই কারণেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রাচীন ভারতীয় পরিবার জীবন ছিল পুরুষকেন্দ্রিক, যারা কেবল স্ত্রী-সন্তানদেরই নয়, বরং বর্ধিত পরিবারের ভরণপোষণে অংশ নিত। প্রাচীন পরিবার ছিল পিতার বংশ থেকে বিস্তৃত একটি যৌথ পরিবার। পরিবারের পিতার কাছ থেকে সামগ্রিক পরিবার বা গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার আশা করা হত।

তবে যুগ যত এগিয়েছে, দিন তত বদলেছে। পশ্চিমী ভোগবাদী সংস্কৃতির গ্রাসে আজ আঘাতপ্রাপ্ত ভারতীয় যৌথ পরিবার ভাবনা। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের লিপ্সায় বারো ঘর এক উঠোন সংস্কৃতির স্থান দখল করেছে গগনচুম্বী দুই বা তিন কামরার শহুরে বহুতল। প্রবাসে মোটা বেতনের শহুরে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপন করতে তাই স্বামী-স্ত্রী-অ্যালসেশিয়ান আর এক বা দুই সন্তানই আজ শ্রেয়। বৃদ্ধ বাবা-মা সেখানে একেবারেই বেমানান। ব্যস্ততম ভোগবাদী জীবনে বার্ধক্যের

- এআই

বোঝা ও কর্তব্য পালনের দায়মুক্ত হালকা জীব। আমি তুমি ..... ব্যাস, এই জীবনটাই আজ অধিক প্রিয়। পাড়ার বোসকাকুর সেদিন খবর নিতে তিনি বললেন, 'আমি আর তোমার কাকিমা ভালোই আছি। ছেলেমেয়েরা তো স্টেটস-এ সেটল। তারা আর এখানে আসবে না। আর কীই বা আছে এদেশে?' তবে শেষে বললেন, 'তোমার বাবা-মা ভালো আছেন তো? বুড়োবুড়িকে ভালো রেখো বাবা।' কোথায় যেন এক হতাশা ও অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ পেল। এটা হয়তো শুধু এক বিচ্ছিন্ন ঘটনাই নয়, আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক সামগ্রিক ছবি।

যৌথ পরিবারের সুখে উদ্বেল হওয়া দুঃখগুলো দশজনে ভাগ করে নেওয়া, বিপদে ভরসার হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া, সংস্কার শিক্ষায় বড়দের তদারকিতে বেড়ে ওঠা। নাড়ুটা, মোয়াটা, চচ্চড়ির ভাগটা মিলেমিশে খাওয়া সবই আজ মলিন এক স্মৃতি। আজ হেল্থ ইনসুরেন্স, মোটা বেতনের চাকরিতে বিলেত ভ্রমণের প্যাকেজ থাকলেও অসুস্থতায় বাবা-মায়ের স্নেহের পরশ, গোটা পরিবার একসঙ্গে পাত পেড়ে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া- এ দৃশ্য আজকের প্রজন্মের অজানা। হতাশা-নিঃসঙ্গতা থেকে বিবাহবিচ্ছেদ এইসবের পেছনে কোথাও যৌথ পরিবারের ভাঙন। জীবনে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার সৎ বুদ্ধি, সদাচারের উপায় বাতলে দেওয়া একতাবদ্ধ পরিবার আজ কোথায়? আজকের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, কৈশোর-যৌবনের লাগামহীন নিয়ন্ত্রণের একমাত্র কারণ পারিবারিক শিক্ষা ও সামাজিক অবক্ষয়। জীবনবৃত্তে ঝড় উঠবেই। ঝড়ের মোকাবিলায় শক্ত প্রাচীর হিসেবে মুশকিল আসান যৌথ পরিবার। তার বন্ধনই সমস্ত সমস্যাকে হেলায় সামলে দিতে দারুণভাবে সক্ষম।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। চেরাই করে চার টুকরো ৪। অপরাধমূলক কাজ করানোর জন্য যা দেওয়া হয় ৫। প্রবল ও উৎকট উৎসাহ ৭। নিপাট ভদ্রলোক ৮। রাবণের মাতামহ এবং প্রধান পরামর্শদাতা ৯। বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ১১। এস্কিমোদের নৌকা ১৩। কাপড় দিয়ে তালি ১৪। মাথার ওপর আকাশ ১৫। মাছের নাম।

উপর-নীচ : ১। বিভিন্ন কাজে পারদর্শী ব্যক্তি ২। রান্নায় মশলা হিসেবে ব্যবহৃত কন্দ ৩। চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করা ৬। আগুন জ্বালানোর উপকরণ ৯। কোনও কিছুর তীব্রতা ১০। নকুল ও দ্রৌপদীর পুত্র ১১। গরহাজির ১২। বানরের রংয়ের মতো পাংশুটে।

সমাধান ■ ৪৩১১

পাশাপাশি : ১। মুলতবি ৩। কামিলা ৫। হ য ব র ল ৭। মওকা ৯। পানামা ১১। বনমোরগ ১৪। লঙ্গর ১৫। তিমিঙ্গিল।

উপর-নীচ : ১। মুকদ্দম ২। বিরহ ৩। কাবাব ৪। লাঙল ৬। রটনা ৮। ওদন ১০। মাইফেল ১১। বকুল ১২। মোহর ১৩। গলতি।

বিন্দুবিসর্গ

গোয়ায় রাতের মৃত্যুপুরী

নাইট ক্লাবে আগুনে মৃত ২৫ ■ তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

পানাজি, ৭ ডিসেম্বর : ঢোকা, বার হওয়ার রাস্তা বলতে একটি সরু গলি। বেসমেন্টে রান্নাঘর। তার ওপর গড়ে উঠেছিল ডান্স ফ্লোর। অগ্নি নিরাপত্তাবিধির তোয়াক্কা না করে তালপাতা দিয়ে তৈরি দেওয়াল। একতলা থেকে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়িও অপ্রশস্ত। প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট, জতুগৃহ হওয়ার আদর্শ পরিবেশ তৈরিই ছিল উত্তর গোয়ার আরপোরা গ্রামের বার্চ বাই রোমিও লেন নাইট ক্লাবে। রবিবার মধ্যরাতে যার ভয়াবহ পরিণতিতে ২৫টি প্রাণ অকালে ঝরে গেল।

গোয়ার অগ্নিনির্বাপণ তথা জরুরি পরিষেবা বিভাগের ডিরেক্টর নীতিন ভি রাইকার জানিয়েছেন, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সেই সিলিন্ডার রান্নাঘরে নাকি ডান্স ফ্লোরের কাছাকাছি কোথাও ছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। মৃতদের অনেকে আরপোরা নদীর ধারের ওই নাইট ক্লাবের কর্মী। কয়েকজন পর্যটকও প্রাণ হারিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল। আনা হয়েছে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের।

জানা গিয়েছে, নাইট ক্লাবের সামনের রাস্তা এতটাই অপ্রশস্ত যে দমকলের ইঞ্জিনগুলিকে ৪০০ মিটার দূরে দাঁড় করাতে হয়। সেখান থেকে হোসপাইপের সাহায্যে আগুন নেভাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন দমকলকর্মীরা। ক্লাবের ভিতর আটকে পড়া পর্যটক ও কর্মীদের বার করে আনতেও সমস্যা হয়েছে। দমকলের দাবি, অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র ছাড়াই রমরমিয়ে চলছিল নাইট ক্লাব। কীভাবে! ঘটনার ১২ ঘণ্টা বাদেও উত্তর মেলেনি। দুর্ঘটনার পর ক্লাবের জেনারেল ম্যানেজার ও কয়েকজন কর্মী-আধিকারিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নাইটক্লাবের দুই মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরা এবং স্থানীয় সরপঞ্চ রোশন রেদকারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তবে কারও খোঁজ মেলেনি।

দমকল সূত্রে খবর, সপ্তাহান্তে উত্তর গোয়ার নাইট ক্লাবগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। শনিবার রাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অগ্নিদগ্ধ নাইট ক্লাবে পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। বলিউডি গানের তালে ডান্স ফ্লোরে নাচছিলেন শতাধিক তরুণ-তরুণী। বেসমেন্টে চলছিল খানাপিনার আয়োজন। ভোররাতের দিকে আগুন লাগে। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ক্লাবের প্রবেশ-প্রস্থান পথটি সরু হওয়ায় বহু মানুষ একসঙ্গে বার হতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। আগুন ও ধোঁয়া থেকে বাঁচতে সেইসময় পর্যটক, কর্মীদের একাংশ বেসমেন্টের রান্নাঘরে চলে যান। তখন ঘটে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। রান্নাঘরেই সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তবে দমকলের দাবি, আগুনে পুড়ে নয়, বেশিরভাগ মৃত্যু হয়েছে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে।

জ্বলছে নাইট ক্লাব (বাঁদিকে)। রবিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে সরকারি আধিকারিকরা। উত্তর গোয়ায়।

আহত বহু

স্থানীয় সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মৃতদের ১৫ জন নাইট ক্লাবের কর্মী। ৪ জন পর্যটক। বাকিরা স্থানীয় বাসিন্দা। ১৮ জনের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে। আহতের সংখ্যা ৬। তাঁদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর। ব্যাম্বোলিমের গোয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক দিন। গোয়ার পর্যটন ইতিহাসে প্রথমবার এত বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ২৫ জন মারা গিয়েছেন। আমি রাত ১.৩০-২টোর মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছোই... আধঘণ্টার মধ্যে আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু কিছু লোক দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন, আবার কেউ কেউ পারেননি।' অগ্নি নিরাপত্তাবিধি ভঙ্গের সঙ্গে জড়িতদের রেয়াত করা হবে না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

হায়দরাবাদ থেকে গোয়া বেড়াতে যাওয়া পর্যটক ফাতিমা শেখের বক্তব্য, 'আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে হট্টগোল শুরু হয়। আমরা ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে দেখি পুরো কাঠামোটি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। কিছু পর্যটক বিভ্রান্তির মধ্যে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে গিয়ে আটকে পড়েন। তবে অনেকেই ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন।' গোয়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'পরিস্থিতি নিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের সঙ্গে কথা বলেছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকমভাবে সাহায্য করছে রাজ্য সরকার।' প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে মৃতদের পরিবার প্রতি ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।

যেন জতুগৃহ

- ■ গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে
- ■ ক্লাবের প্রবেশ-প্রস্থান পথটি সরু হওয়ায় বহু মানুষ একসঙ্গে বার হতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন
- ■ পর্যটক ও কর্মীদের একাংশ রান্নাঘরে চলে যান। সেইসময় ঘটে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ
- ■ রান্নাঘরে সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে
- ■ বেশিরভাগ মৃত্যু হয়েছে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে
- ■ নাইট ক্লাবের সামনের রাস্তাটি এতটাই অপ্রশস্ত যে দমকলের ইঞ্জিনকে ৪০০ মিটার দূরে দাঁড় করাতে হয়
- ■ অগ্নিনির্বাপণ ছাড়পত্র ছাড়াই রমরমিয়ে চলছিল নাইট ক্লাব
- ■ দুই মালিক এবং স্থানীয় সরপঞ্চের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

'চারিদিকে শুধু আগুন আর কালো ধোঁয়া'

পানাজি, ৭ ডিসেম্বর : চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলছিল 'বার্চ বাই রোমিও লেন'। ঘণ্টা কয়েক আগে নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের সেই টাটকা স্মৃতি তাড়া করছিল ফাতিমা শেখকে। আদতে হায়দরাবাদের বাসিন্দা ফাতিমা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, শনিবার গভীর রাতে যখন আগুন লাগে, তখন নাইট ক্লাবের ডান্স ফ্লোরে প্রায় শতাধিক পর্যটক ছিলেন। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করেই আগুন লাগতে দেখে তীব্র হইচই শুরু হয়। চারদিকে শুধু আগুন আর কালো ধোঁয়া। আমরা ক্লাবের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, পুরো কাঠামোটিই দাউদাউ করে জ্বলছে।' ফাতিমা আরও জানান, প্রাণ বাঁচাতে অনেকে ডান্স ফ্লোর থেকে বেসমেন্টে অবস্থিত রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই ক্লাবের কর্মীদের সঙ্গে তাঁরা আটকা পড়েন। তিনি বলেন, 'অনেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও রান্নাঘর দ্রুত আগুনের গ্রাসে চলে যায়।' ক্লাবটির কাঠামোয় তালপাতা ও দাহ্যবস্তু থাকায় আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

আরেকজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, ক্লাবের কাছাকাছি তিনি প্রথমে একটি জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনেন। পরে ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছোনোর খবর পান। পাশের রেস্তোরাঁর একজন নিরাপত্তারক্ষীও একই ধরনের 'বিরাট বিস্ফোরণের' কথা জানিয়েছেন।

তাঁর বয়ান অনুযায়ী, আগুন প্রথমে ডান্স ফ্লোরের আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে তা রান্নাঘরে পৌঁছে যায়। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত অগ্নি নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের কথা জানিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন তদন্তের। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য ট্র্যাজেডির অন্য ছবি তুলে ধরছে।

ইরানে হিজাবহীন মেয়েরা ম্যারাথনে

তেহরান, ৭ ডিসেম্বর : ইরানের পোশাকবিধি তথা হিজাব না পরার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তিন বছর আগে। শুক্রবার ম্যারাথনে হিজাব ছাড়াই মেয়েরা দৌড়লেন। তাঁদের পোশাকবিধি লঙ্ঘনে কোপ পড়ল আয়োজকদের ওপর। শনিবার ইরানের বিচারবিভাগ ম্যারাথন আয়োজকদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। দু-জন আয়োজক গ্রেপ্তার হয়েছেন।

ধৃত আয়োজকরা

দক্ষিণ ইরানের কিশ দ্বীপে ম্যারাথন দৌড়ে মেয়েরা পরেছিলেন লাল রঙের টি-শার্ট। তাঁরা ছুটলেন। দৌড়ে ছেলেরাও ছিলেন কিন্তু আলাদাভাবে। মেয়েরা সংখ্যায় দু-হাজার। ছেলেদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। ইরানের বিচারবিভাগের মিজান অনলাইন ওয়েবসাইট জানিয়েছে, দৌড় আয়োজনের আগে কর্তৃপক্ষ সতর্ক করলেও অনুষ্ঠানে সামাজিক শালীনতা লঙ্ঘন করা হয়েছে। ধৃত দু-জনের একজন কিশ মুক্তাঞ্চলের আধিকারিক। অপর ব্যক্তি একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী।

গত শতাব্দীর আটের দশকের গোড়া থেকে ইরানে মেয়েদের জনসমক্ষে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। ২০২২-এ হিজাব না পরায় ধৃত মাহসা আমিনার পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়ায়। শনিবারের ঘটনা বাধ্যতামূলক হিজাব আইন নিয়ে চলমান উত্তেজনা ফের বাড়াল।

হস্টেলের ঘরে আত্মঘাতী পড়ুয়া

নয়ডা, ৭ ডিসেম্বর : গ্রেটার নয়ডার একটি কলেজের হস্টেল থেকে উদ্ধার হল এক এমসিএ পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ। শনিবারের ঘটনা। মৃত ছাত্র কৃষ্ণকান্ত ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। ঘরে পাওয়া গিয়েছে একটি সুইসাইড নোট। সেখানে লেখা, 'আমি হাল ছেড়ে দিলাম। আমার দেহ এবং সব জিনিসপত্র পরিবারের হাতে তুলে দিও। পারলে ক্ষমা কোরো।'

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল কৃষ্ণকান্তের। শনিবার একসঙ্গে কলেজে যাওয়ার কথা থাকলেও রুমমেট হৃতিককে তিনি চলে যেতে বলেন। এরপর কৃষ্ণকান্তের বাবা হৃতিককে ফোন করে বন্ধুর খবর নিতে অনুরোধ করেন। শেষে দরজা ভেঙে কৃষ্ণকান্তের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। হৃতিক জানিয়েছেন, কৃষ্ণকান্তের মাথায় কিছু হয়েছিল। রাত পর্যন্ত পড়লে সমস্যা হত। আত্মহত্যার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কুর্সির শর্ত

চণ্ডীগড়, ৭ ডিসেম্বর : পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা হলে তবেই সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসবেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার নভজ্যোৎ সিং সিধু। তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে এমনই টোপ দিয়েছেন সিধুর স্ত্রী নভজ্যোৎ কৌর। খাতায়কলমে এখনও অবশ্য কংগ্রেসেই আছেন সিধু। যদিও দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব একটা মসৃণ নয়। এই নিয়ে মুখ খুলে সিধুর স্ত্রী বলেন, 'পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী করা হলে তবেই সক্রিয় রাজনীতিতে আসবেন তিনি। কংগ্রেস ও প্রিয়াংকা গান্ধির সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক রয়েছে তাঁর। যে ৫০০ কোটি টাকা দিতে পারবেন তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন। তবে আমাদের কাছে এত টাকা নেই।'

চিতাশাবকের মৃত্যু

ভোপাল, ৭ ডিসেম্বর : হাইওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পুরুষ চিতাশাবকের। বন দপ্তর জানিয়েছে, শনিবার রাতে কুনো জাতীয় উদ্যান থেকে দুটি চিতার ছানা পালিয়েছিল। গোয়ালিয়র জোনের আইজি অরবিন্দ সাক্সেনা জানিয়েছেন, এদিন সকালে গোয়ালিয়র ও শিবপুরী জেলার সীমানায় আগ্রা-মুম্বই জাতীয় সড়কে গাড়ি একটি চিতাশাবককে ধাক্কা মারে। গাড়িটিকে চিহ্নিত করা যায়নি। বনকর্মীরা অন্যটির খোঁজ চালাচ্ছেন।

বিতর্কে তেজ

পাটনা, ৭ ডিসেম্বর : বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না লালুর জ্যেষ্ঠপুত্র তেজপ্রতাপের। তাঁর ব্যক্তিগত বাংলোর তিন বছরের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে রয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বিল না মেটালেও তাঁর বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। ২০২২ সালের জুলাই মাসে শেষবার ওই বাংলোর বিদ্যুৎ বিল মেটানো হয়েছিল।

দুর্ঘটনায় মৃত ৫

রায়পুর, ৭ ডিসেম্বর : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ছত্তিশগড়ের যশপুর জেলায়। ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা সকলেই একটি মেলা থেকে ফিরছিলেন। দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি। ঘটনার পর উদ্ধার কাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

বায়ুসেনার সূর্যকিরণ অ্যারোবেটিক টিমের প্রদর্শনী। রবিবার রাজকোটে।

বন্দে মাতরম, এসআইআর

চর্চার আগে চড়ছে পারদ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : একদিকে বন্দে মাতরম। অন্যদিকে নির্বাচনি সংস্কারের আড়ালে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। সোমবার থেকে সংসদে দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে পারদ চড়তে শুরু করেছে শাসক ও বিরোধী শিবিরে। সোমবার লোকসভায় বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপরদিকে মঙ্গলবার নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনায় বিরোধীদের নেতৃত্ব দেবেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

৭ নভেম্বর বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষের সূচনা করতে গিয়ে মোদি ও বিজেপি নেতৃত্ব কংগ্রেসের দিকেই আঙুল তুলেছিলেন। সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগও উঠেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মোদি বলেছিলেন, ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরমের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পংক্তি সরিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। তার মাধ্যমেই বিভাজনের বীজ বপন করা হয়েছিল। বন্দে মাতরম নিয়ে লোকসভার আলোচনায় অংশ নেবেন বিরোধীদের উপনেতা গৌরব গগৈ, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, দীপেন্দর হুডা প্রমুখ। সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজার অভিযোগ, স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনওদিন অংশ নেয়নি আরএসএস-বিজেপি। অথচ তারাই এখন বন্দে মাতরম নিয়ে সুর চড়াচ্ছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন।

বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদে ১০ ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে এনডিএ-কে। মোদির পর ভাষণ দেবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিকে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার সময় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের কাজ শেষ হলেই বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে যাবে। প্রধানমন্ত্রী নিজে বিহার জয়ের পর বাংলা জয়ের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বকে। এই পরিস্থিতিতে বন্দে মাতরম নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর্ক বাধানো হচ্ছে বলে মত বিরোধী শিবিরের।

শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকে কংগ্রেস, তৃণমূল, বাম, ডিএমকে সহ বিরোধীরা লাগাতার এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সরব হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল সহ ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর শুরুর পর থেকে অত্যধিক কাজের চাপে একের পর এক বিএলও-র মৃত্যু, অসুস্থ হয়ে পড়া নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিরোধীরা। এসআইআরের

মাধ্যমে ভোটারদের বাদ দেওয়া এবং ঘুরপথে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের অভিযোগও তুলেছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যে কমিশন এসআইআর প্রক্রিয়ার মেয়াদ সাতদিন বাড়িয়েছে। কিন্তু তাতে বিরোধীরা সুর নামাতে নারাজ।

অন্যদিকে ভোট চুরি নিয়ে রাহুল গান্ধি লাগাতার নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকে কীভাবে ভোট চুরি হয়েছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি।

বিহারে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র বিপুল জয়ের নেপথ্যেও ভোট চুরি রয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাহুলের নেতৃত্বে নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনায় বিরোধীদের সুর যে চড়া থাকবে, তাতে কোনও সংশয় নেই।

হুইপ থেকে মুক্তি পেতে বিল

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : সাংসদ-বিধায়কদের ওপর থেকে দলীয় 'হুইপ'-এর বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার জন্য লোকসভায় একটি প্রাইভেট মেম্বার্স বিল এনেছেন চণ্ডীগড়ের কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারি। তাঁর দাবি, এই বিল পাশ হলে জনপ্রতিনিধিরা 'দলতন্ত্রের চাবুক' থেকে মুক্তি পাবেন এবং ভালোভাবে আইন প্রণয়ন সম্ভব হবে। দলত্যাগবিরোধী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার কথাও বলা হয়েছে তিওয়ারির প্রস্তাবিত বিলে। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রে কাদের গুরুত্ব বেশি যাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকেন, সেই ভোটাররা নাকি রাজনৈতিক দল যারা হুইপ জারি করে জনপ্রতিনিধিদের জন্য, সেই কথাই বলা হয়েছে বিলে।'

তাঁর যুক্তি, আইনপ্রণেতার কর্তব্য নিজের বিবেক, এলাকা ও জনাদেশকে গুরুত্ব দেওয়া, দলের নির্দেশকে নয়। অবশ্য সব ক্ষেত্রে হুইপ তুলে নিতে বলছেন না তিওয়ারি। আস্থা ভোট, অর্থ বিল বা সরকার ফেলতে পারে এমন জরুরি বিষয়ে পার্টির নির্দেশ মানতেই হবে। তিওয়ারি বলছেন, 'এখন সংসদে ভালো আইন হয় না কারণ, সাংসদরা ভাবেন, তাঁদের তো আর কোনও ভূমিকা নেই! আইন তৈরি করেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কোনও শীর্ষ আমলা।'

বাঃ তাজ... পড়ন্ত বিকেলে তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন পর্যটকরা। রবিবার আগ্রায়।

মোদির দ্বারস্থ পাক বধূ

ইসলামাবাদ, ৭ ডিসেম্বর : পাক বংশোদ্ভূত স্বামী বিক্রম নাগদেবের দ্বিতীয় বিয়ে বন্ধ করতে মরিয়া স্ত্রী নিকিতা। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হয়েছেন। নিকিতাও পাকিস্তানি। করাচির বাসিন্দার দাবি, বিক্রমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হিন্দুমতে হয়েছে। বিয়ের বৈধতার প্রমাণও আছে।

কোভিডের সময় ভিসার প্রযুক্তিগত ত্রুটির অজুহাতে নিকিতাকে পাকিস্তানে পাঠানো হয়। আর আনা হয়নি। বিক্রম কিন্তু ভারতেই থেকে যান। সম্প্রতি দিল্লিতে বিক্রমের দ্বিতীয় বিয়ের আয়োজনের খবরে দিশেহারা নিকিতা আইনি পথের সাহায্যে গিয়েও তেমনভাবে সাড়া না পাওয়ায়

মোদির কাছে সাহায্য চাইলেন। করাচি থেকে প্রকাশিত ভিডিওতে ভারত ও পাকিস্তানের সামাজিক, আইনি গোষ্ঠীগুলির কাছে সাহায্যও চেয়েছেন। বিয়ের পর দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় ভারতে এসে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে থাকতেন তাঁরা। নিকিতার অভিযোগ, কোভিডের সময় তাঁকে পাকিস্তানে পাঠানো হয়।

নিকিতা বলেছেন, 'আজ যদি ন্যায়বিচার না পাওয়া যায়, তাহলে ন্যায়বিচারের ওপর আস্থা হারাবেন নারীরা। অনেক মেয়েকেই শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আমি সবাইকে আমার পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ করছি।' করাচি থেকে নিকিতার লিখিত অভিযোগে বিক্রমকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সুপারিশ করেছিল ইন্দোরের সোশ্যাল পঞ্চায়েত। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

আত্মহত্যার চেষ্টা কলেজ ছাত্রীর

ভুবনেশ্বর, ৭ ডিসেম্বর : বারবার হেনস্তার শিকার হওয়া এক কলেজ ছাত্রীর নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করার ঘটনা সামনে এসেছে। ঘটনাস্থল সেই বিজেপিশাসিত ওড়িশা। মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝির রাজ্যে এই নিয়ে গত ৬ মাসে পঞ্চমবার এমন ঘটনা ঘটল। পুলিশ জানিয়েছে, সুন্দরগড়ের লানজিবারনা এলাকার দ্বিতীয় বর্ষের ওই কলেজ ছাত্রীকে নিয়মিত হেনস্তা করত এক তরুণ। বারবার এই হেনস্তার শিকার হয়ে শেষমেশ শুক্রবার রাতে পরিবারের লোকজন ঘুমিয়ে পড়ার পর নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহননের চেষ্টা করে ওই তরুণী। তার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে তাঁকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে রাউরকেল্লার ইস্পাত

ওড়িশা

জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অগ্নিদগ্ধ কলেজ ছাত্রীটিকে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই তরুণীর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

পুলিশ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ২৫ বছরের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। সুন্দরগড়ের পুলিশ সুপার অমৃতপাল কৌর জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত, ওই তরুণ কলেজ ছাত্রীটিকে হেনস্তা করত। এর আগে ১৪ জুলাই বালাসোরের এক কলেজ পড়ুয়া অধ্যাপকের হাতে নিগ্রহের শিকার হয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তারপর ১৯ জুলাই পুরীর বলাঙ্গায় এক কিশোরী, ৬ অগাস্ট কেন্দাপাড়ায় ২০ বছরের কলেজ ছাত্রী, ১১ অগাস্ট বরগারহ জেলায় ১৩ বছরের কিশোরী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সুন্দরগড়ের ঘটনায় কলেজ ছাত্রীটির পরিবার অভিযোগ করেছে, তাঁদের মেয়েকে এক ব্যক্তি লাগাতার উত্যক্ত করত। নানাভাবে তাকে হেনস্তা করা হত। এমনকি খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। তরুণীর মায়ের কথায়, আমার মেয়েকে বেশ কিছুদিন ধরে হুমকি দিয়ে ফোন করা হচ্ছিল। তারপরই নিজের গায়ে আগুন লাগায় সে।

ছুটির দিনেও বাতিল ইন্ডিগোর ৬৫০ উড়ান

টিকিটের ৬১০ কোটি টাকা ফেরাল সংস্থা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : কয়েক সপ্তাহ ধরে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সে চলা তীব্র পরিষেবা সংকটে কিছুটা হলেও স্বস্তির ইঙ্গিত মিলেছে রবিবার। যদিও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। এদিন ইন্ডিগো তাদের নির্ধারিত উড়ানের মধ্যে ১,৬৫০টি পরিচালনা করতে পারলেও, বাতিল হওয়া ফ্লাইটের সংখ্যা ৬৫০টিতে দাঁড়িয়েছে। যাত্রী হয়রানির অসংখ্য অভিযোগ পাওয়ার পর উড়ান সংস্থা জানিয়েছে, এই সংকট আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত জারি থাকতে পারে।

এদিকে যাত্রীদের আর্থিক ক্ষতি ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক জানিয়েছিল, বাতিল বা খুব দেরি হওয়া উড়ানের টিকিটের টাকা যাত্রীদের ফেরত দিতে হবে ইন্ডিগোকে। এজন্য রবিবার রাত ৮টা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বলছে, ইন্ডিগো এখনও পর্যন্ত মোট ৬১০ কোটি টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এছাড়া দেশজুড়ে ৩,০০০টি লাগেজ সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

যাত্রী হয়রানি চরমে পৌঁছোনোয় এবার নড়েচড়ে বসেছে সংসদ। ইন্ডিগোর এই নজিরবিহীন উড়ান বাতিল এবং বিশৃঙ্খলার কারণ জানতে চেয়ে বিমান সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের তলব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক সংসদীয় প্যানেল।

একই সঙ্গে এই ঘটনায় নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে। বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঠেকাতে ডিজিসিএ কেন আগেভাগে ব্যবস্থা নেয়নি, সেই প্রশ্ন তুলেছে প্যানেল। শনিবারই অবশ্য ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষকে শোকজ করেছে ডিজিসিএ। ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডু।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিগোর এই সংকটের প্রধান কারণ হল, সম্প্রতি ডিজিসিএ কর্তৃক কঠোরভাবে কার্যকর হওয়া ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) সংক্রান্ত নতুন নিয়ম। পাইলট এবং কেবিন ক্রুদের বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রাতের ফ্লাইটে বিধিনিষেধ আসায়, ইন্ডিগোর মতো বৃহৎ বিমান সংস্থা, যেখানে কর্মীর অভাব রয়েছে, সেখানে অপারেশনাল শিডিউলে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মী না থাকায় বিমান সংস্থাটিকে বাধ্যতামূলকভাবে বহু উড়ান বাতিল করতে হচ্ছে।

ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ অবশ্য দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা আশাবাদী যে আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে অপারেশনাল রদবদল সম্পন্ন করে উড়ান সূচিকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তবে যাত্রী ভোগান্তি এবং বিমান সংস্থার সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এই ঘটনাটি ভারতীয় উড়ান শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির তৈরি করেছে। সংসদীয় তদন্তে ঠিক কী উঠে আসে এবং যাত্রীদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বিমান সংস্থা কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

চোখের ‘বাত’ নিয়ে কথা

অটোইমিউন বা রিউমাটোলজিক ডিজিজ শুধু জয়েন্টকেই টার্গেট করে না, বরং এই রোগের কারণে ইমিউন সিস্টেম ভুল করে সুস্থ টিস্যুকে আক্রমণ করে, যা চোখ সহ শরীরের যে কোনও অঙ্গে প্রভাব ফেলতে পারে। এই অবস্থায় চোখে প্রদাহ বা জ্বালার কারণে অস্বস্তি হতে পারে এবং দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে। এমনকি চিকিৎসা না করা হলে স্থায়ী ক্ষতিও হতে পারে। তাই বলে আতঙ্কিত হবেন না। ভালো খবর হল, দ্রুত রোগনির্ণয় এবং সঠিক যত্নের মাধ্যমে বেশিরভাগ জটিলতাই প্রতিরোধ করা যেতে পারে। লিখেছেন এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি অ্যান্ড রিউমাটোলজির বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়**

৪ বছর বয়সি বরুণ মিত্র। অফিস করে, আড্ডা মেরে, খেয়েদেয়ে দিব্যি কাটছিল জীবন। কিন্তু এমন মসৃণ জীবনে বাদ সাধল তাঁর চোখ। ছয় মাস ধরে চোখ প্রায়ই অল্পবিস্তর লাল হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম প্রথম ওষুধের দোকান থেকে ড্রপ কিনে চোখে দিয়ে উপকার পেলেও শেষমেশ ডাক্তারবাবুর দ্বারস্থ হতে হয়। প্রথম ধাপে কনজাংটিভাইটিস বলেই ভাবা হয়েছিল। চার-পাঁচরকমের ড্রপ ব্যবহারেও যখন সমাধান হল না তখন বরুণবাবুর চিন্তা বাড়ল, চোখে কী এমন অসুখ ধরল যে কোনও ড্রপেই সারছে না। বরং দিনদিন চোখের ব্যথা, লালভাব বেড়েই চলেছে। এমনকি এখন ড্রপ দিয়েও আগের মতো আরাম পাওয়া যাচ্ছে না।

চোখের এমন অবস্থায় তিনি ছুটলেন দক্ষিণের চোখের হাসপাতালে। সেখানেও বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করে নির্দিষ্ট কিছু পাওয়া গেল না। শেষে চোখে টিবি হয়েছে কি না সেই চিন্তা করে শুরু হল টিবির চিকিৎসা। কিন্তু তাতে বিপত্তি বাড়ল আরও। অবশেষে তাঁকে বলা হল চোখে বোধহয় বাত হয়েছে। রিউমাটোলজিস্টের কাছে যেতে হবে। চোখে বাত! শুনে তো বরুণবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, ‘গাঁটে গাঁটে বাত হয় শুনেছি, কিন্তু চোখে বাত তো কখনও শুনিনি।’

বাত কীভাবে চোখে প্রভাব ফেলে

অটোইমিউন ডিজিজের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রদাহ চোখের বিভিন্ন অংশে প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণ লক্ষণের মধ্যে রয়েছে -

ইউভাইটিস : চোখের ভেতরের অংশ ইউভিয়া, যেটা চোখে আলো প্রবেশের সঙ্গে খোলা-বন্ধ হয়। এখানে প্রদাহ হলে তাকে ইউভাইটিস বলে। এক্ষেত্রে প্রদাহের পাশাপাশি চোখ ব্যথা, লাল হয়ে যাওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি, চোখের মধ্যে ছোট দাগ বা আলোয় অস্বস্তি হয়ে থাকে। এগুলো সাধারণত অ্যাঙ্কাইলজিং স্পন্ডিলাইটিস, জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আরথ্রাইটিস (জেআইএ), সোরিয়াটিক আরথ্রাইটিস এবং ‘BehÇet’s Disease’ - এর সঙ্গে জড়িত।

ড্রাই আই সিনড্রোম : রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, লুপাস এবং বিশেষ করে জোগ্রেন সিনড্রোমে এই লক্ষণ দেখা যায়। এতে চোখে তীব্র জ্বালা ও চোখে বালি থাকার অনুভূতি হতে পারে। শুষ্ক চোখের সমস্যা মারাত্মক হলে এবং চিকিৎসা না করালে কর্নিয়ার ক্ষতি হতে পারে।

স্ক্লেরাইটিস ও এপিস্ক্লেরাইটিস – চোখের সাদা অংশের নাম স্ক্লেরা। এই অংশে কোনও প্রদাহ হলে তাকে বলা হয় স্ক্লেরাইটিস। এক্ষেত্রে বেশ ব্যথা হয়। এই অবস্থা ভাসকুলাইটিস বা আরএ’র মতো গুরুতর সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেশনের ইঙ্গিত হতে পারে।

রেটিনাল ভাসকুলাইটিস বা অপটিক নিউরাইটিস : লুপাস বা ‘BehÇet’s Disease’ - এর ক্ষেত্রে রেটিনার রক্তনালিতে বা অপটিক নার্ভে প্রদাহ হয়ে থাকে। দ্রুত রোগনির্ণয় না হলে দৃষ্টিশক্তি চলে যেতে পারে।

সিউডো টিউমার : এতে চোখের মধ্যে টিউমারের মতো মাংসপিণ্ড হতে পারে।

এছাড়া চোখের পাতা যে নার্ভের কার্যকারিতার জন্য খোলা-বন্ধ হয়, সেই নার্ভেরও অটোইমিউন ডিজিজের জন্য ক্ষতি হতে পারে। পাশাপাশি অটোইমিউন ডিজিজের কারণে শরীর থেকে প্রোটিন বেরিয়ে যেতে পারে। সে কারণে ঘুম থেকে উঠলে চোখ ফুলে থাকতে পারে।

কখন রিউমাটোলজিস্টের কাছে যাবেন

চক্ষুবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, চোখের কিছু অবস্থা দৃঢ়ভাবে অন্তর্নিহিত সিস্টেমিক অটোইমিউন ডিজিজের উপস্থিতি নির্দেশ করে। চোখের ডাক্তার আপনাকে রিউমাটোলজিস্টের কাছে তখনই রেফার করতে পারেন যদি আপনার

- ইউভিয়া অর্থাৎ চোখের মাঝের স্তরে বারবার প্রদাহ হয়
- যন্ত্রণাদায়ক স্ক্লেরাইটিস বা এপিস্ক্লেরাইটিস বারবার হলে
- চোখ ক্রমাগত ও অস্বাভাবিকভাবে শুকিয়ে গেলে, বিশেষ করে সঙ্গে যদি মুখ শুকিয়ে যায়
- প্রদাহের লক্ষণ সহ দৃষ্টি পরিবর্তন বা দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে
- চোখের সমস্যার সঙ্গে পদ্ধতিগত কিছু লক্ষণ যেমন ক্লান্তি, ত্বকে র‍্যাশ, জয়েন্টে ব্যথা হলে

এছাড়া চোখের ক্ষেত্রে রক্তপরীক্ষার সময় যদি অটোইমিউন মার্কার দেখা যায় (যেমন HLA-B27, ANA, RF), তাহলে সম্পূর্ণ রোগনির্ণয় এবং সামগ্রিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে রিউমাটোলজি ইনপুট আবশ্যক।

রোগীদের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ

- অটোইমিউন ডিজিজ প্রায়শই চোখে প্রভাব ফেলে এবং কোনও প্রাথমিক লক্ষণ না-ও দেখা যেতে পারে।
- যদি ইউভাইটিস, স্ক্লেরাইটিস ধরা পড়ে বা চোখ অস্বাভাবিকভাবে শুকিয়ে যায়, তাহলে আপনার চোখের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন রিউমাটোলজিস্টের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি না।
- যাঁদের বাত সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, তাঁদের চোখের সমস্যা না থাকলেও বছরে একবার চোখ পরীক্ষা করানো উচিত।

রোগ নিয়ন্ত্রণে সম্মিলিত চিকিৎসা পদ্ধতি

চোখের এমন অবস্থায় ভূমিকা নিতে পারে যৌথ চিকিৎসা পদ্ধতি। অর্থাৎ চক্ষু বিশেষজ্ঞর চিকিৎসা পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউম্যাটিক ড্রাগসের মাধ্যমে রিউমাটোলজিস্টের করা চিকিৎসায় রোগী দীর্ঘমেয়াদি সুফল পেতে পারেন।

সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত নবম বেঙ্গল ইউভাইটিস সামিট ২০২৫- এ এই সম্মিলিত চিকিৎসা পদ্ধতির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। এবারের থিম ছিল ইউভিয়া-রিউমাটো ইন্টারফেজ। এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি অ্যান্ড রিউমাটোলজি (এআইআইআর) এবং ইউভাইটিস সোসাইটি অফ বেঙ্গলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে দৃষ্টিশক্তি প্রতিরোধে রোগীকে সঠিক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রোগীর সচেতনতার ওপর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ভারত এমনকি বিদেশের শীর্ষস্থানীয় চক্ষু ও রিউমাটোলজি বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলব, চোখের যত্ন নিন। যদি আপনার অটোইমিউন ডিজিজ থাকে বা চোখে অস্বাভাবিক জ্বালাপোড়া হয়, লাল হয়ে যায়, র‍্যাশ হয় বা চোখ দিয়ে জল পড়ার সমস্যা বারবার ফিরে আসে তাহলে বিষয়টা ফেলে না রেখে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। কারণ, তা বড় কোনও রোগের ইঙ্গিত হতে পারে।

শিশুর মনের দরজা খোলার ৭টি কার্যকরী প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি

যতই প্রযুক্তি আমাদের ঘিরে থাকুক না কেন, এখনও বহু অভিভাবক বিশেষ করে মায়েরা সন্তানের স্কুল ছুটির অপেক্ষায় থাকেন। কারণ, সন্তান স্কুল থেকে ফিরলে তার সঙ্গে যে জমিয়ে গল্প করা যাবে। তাই সন্তান ফিরলে একরাশ উত্তেজনা নিয়ে তাকে প্রশ্ন করেন, ‘কেমন ছিল স্কুল?’ কিন্তু সন্তান মাত্র একটি শব্দে উত্তর দেয়, ‘ভালো’। আর এতেই মায়ের সব উত্তেজনা দমে যায়। এই ‘কথার দেওয়াল’ ভেঙে শিশুর মনের গভীরে পৌঁছানোই আজকের দিনে অভিভাবকদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞ অ্যামি মরিনের মতে, আমরা যে প্রশ্ন করি, তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ব্যর্থতার বীজ। ‘কেমন ছিল স্কুল?’ - এটি একটি শুষ্ক ও সাধারণ প্রশ্ন, যার উত্তর শুধু ‘হ্যাঁ/না’ বাচক উত্তরকেই উৎসাহিত করে। যদি আমরা গভীর আত্মিক সংযোগ তৈরি করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রশ্ন হতে হবে নির্দিষ্ট, কৌশলগত এবং অনুভূতির দিকে নির্দেশিত।

‘কেমন ছিল স্কুল?’ - প্রশ্নটি শিশুকে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনও বিশ্লেষণ বা ভাবনা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে না। বরং আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত এমন যা তার সারাদিনের ছোট ছোট ঘটনা, আবেগ বা চিন্তাকে উন্মোচন করবে। যেমন -

আজ কোন বিষয়টা তোমার কাছে সবচেয়ে মজার ছিল?

এই প্রশ্নটি সরাসরি ইতিবাচকতা ও আনন্দের ওপর জোর দেয়। যখন আপনি ‘কী শিখেছ’ জিজ্ঞেস করেন তখন শিশুর ওপর এক ধরনের চাপ তৈরি হয়। কিন্তু ‘সবচেয়ে মজার কী ছিল’ জিজ্ঞাসা করলে সে তার প্রিয় শিক্ষকের কোনও উক্তি, খেলার সময়কার কোনও মজার ঘটনা বা ল্যাবরেটরির কোনও কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে। আলোচনা ইতিবাচকভাবে শুরু হলে সন্তানের মন সহজে খোলে।

আজ কারও কোনও ভুল তুমি ক্ষমা করে দিয়েছ?

এটি একটি শক্তিশালী এবং চরিত্র-নির্ভর প্রশ্ন। এর মাধ্যমে তার মধ্যেকার সহমর্মিতা এবং সামাজিক দক্ষতা কেমন কাজ করছে তা বোঝা যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বেরিয়ে আসবে যে, খেলার সময় কোনও বন্ধু তাকে ধাক্কা মারলেও সে রাগ করেনি বা ভুল করলেও ক্ষমা করে দিয়েছে। এটি সরাসরি নৈতিকতা ও অন্যের প্রতি তার ভূমিকাকে জানতে সাহায্য করে।

আজ কোনও বন্ধু তোমাকে সাহায্য করেছে?

এই প্রশ্নটি তার বন্ধু মহলে ঘনিষ্ঠতা এবং সামাজিক বৃত্ত সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা বন্ধুত্বের মাধ্যমেই নিজেদের আবিষ্কার করে। এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি বুঝতে পারবেন কার সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং কারা তার ওপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

তুমি কি এমন কিছু করেছ, যা তোমার করা উচিত হয়নি?

শুনতে কঠিন লাগলেও, এই প্রশ্নটি স্বীকারোক্তি ও সততাকে উৎসাহিত করে। যদি আপনার সন্তান কোনও ভুল করে থাকে, তবে সে আপনার কাছে নিরাপদ বোধ করে তা বলার সুযোগ পাচ্ছে। আপনি যখন বকাঝকা করার পরিবর্তে সহমর্মিতা দেখাবেন, তখন সে ভবিষ্যতে আপনার প্রতি আরও বেশি আস্থা রাখতে শিখবে।

আজ কোন জিনিসটা তোমায় সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে?

প্রতিটি মানুষের জীবনেই চ্যালেঞ্জ বা বিরক্তি থাকে। কঠিন কোনও বিষয় বুঝতে না পারা বা সহপাঠীর খারাপ ব্যবহার- যে কোনও কিছুই তাকে দুঃখ দিতে পারে। এই প্রশ্নটি তার মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। আপনি তখন তাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে তার মানসিক ভার হালকা করতে পারবেন।

যদি তুমি শিক্ষক হতে তাহলে কী করতে বা কী শেখাতে?

এই প্রশ্নটি মজার, সৃজনশীল এবং শিশুটির ব্যক্তিগত অনুরাগ উন্মোচন করে। সে হয়তো বলবে, ‘আমি আজ ফুটবল খেলা শেখাতাম’, অথবা ‘আমি মহাকাশ বিজ্ঞানে হাতেকলমে কিছু করে দেখাতাম’। এর মাধ্যমে আপনি তার প্যাশন বা আগ্রহের ক্ষেত্রটি জানতে পারবেন।

কাল ক্লাসে কী শেখানো হবে, তোমার কৌতূহল আছে কি?

এই প্রশ্নটি ভবিষ্যৎ ভাবায় এবং স্কুলের প্রতি তার আগ্রহকে চাগিয়ে তোলে। এর উত্তরে যদি সে আগামীর কোনও পাঠের বিষয়ে উত্তেজিত থাকে, তাহলে বোঝা যায় সে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে বর্তমান ক্লাসের কথা শুনছে।

সংযোগই আসল জাদুকাঠি

এইসব প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নয়, বরং আপনার সন্তানের সঙ্গে আস্থার বন্ধন তৈরি করা। যখন আপনি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করবেন, সে আপনাকে জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় ঘটনার সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে শিখবে। এতে তার আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়ে, তেমনই সে বুঝতে পারে যে তার অনুভূতি আপনার কাছে কতটা মূল্যবান।

তাই আজ থেকে সেই পুরোনো, নিরুত্তাপ প্রশ্নটি বাদ দিন। তার দিকে তাকিয়ে হাসুন আর নতুন উদ্দীপনা নিয়ে জিজ্ঞেস করুন, ‘আজ তুমি কাকে সাহায্য করেছ?’ – দেখবেন, আপনার সন্তানের মুখমণ্ডল গল্পের ঝোঁকে ঝলমল করে উঠবে।

বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হলেও লক্ষ্মীলাভের জন্য রবিবারের অপেক্ষা করছিলেন প্রকাশকরা। ছুটির দিনে বিকেল থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে বইমেলায়। এদিন ছিল ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। হাজির ছিলেন অভিভাবকরাও। তবে বিক্রির খতিয়ানে এগিয়ে কারা? মেলার মাঠ থেকে রবিবারের রং তুলে ধরলেন **শুভদীপ ব্যানার্জি**

রহস্যময় রবিবার

মেলা এখনও অনেক বাকি

বইমেলা

৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার প্রথম রবিবার, বিক্রির নিরিখে অন্যদের দাঁড় করিয়ে 'দশ গোল' দিল সাসপেন্স-থ্রিলার-হরর ঘরানার বই!

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম চত্বরে মেলার মাঠে হরেক স্বাদের বই নিয়ে হাজির হয়েছেন প্রকাশক, বই বিক্রেতারা। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকে একবাক্যে স্বীকার করছেন, একাহাতে ঝোড়ো ব্যাটিং চালাচ্ছে বইয়ের পাতার তান্ত্রিক, ব্রহ্মদত্যি, ঘুল আর ড্রাকুলারা। জটায়ুর ভাষা ধার করে বলতে গেলে, 'সেলিং লাইক হট কচুরিজ।'

রবিবার সন্ধে নামতেই বইমেলায় 'ফুটফল' বাড়তে থাকে। তারমধ্যে ছিলেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, তরুণ বয়সিরা। তেমনই ছিলেন প্রৌঢ়রাও। দুই বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে বইমেলায় এসেছিল শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়সী শীল। আনমনে কিশোরীর হাতে উঠে এল 'তারানাথ তান্ত্রিক সমগ্র'। প্রশ্নের মুখে তার প্রতিক্রিয়া, 'আমার মূলত ভূতের গল্প পড়তেই বেশি ভালো লাগে। হরর ঘরানার ভক্ত আমি। পড়াশোনার চাপে অডিও স্টোরি শোনার সময় হয় না। তবে সময় বের করে বই পড়তে ভালোবাসি। ফ্যান ফিকশন খুব বেশি পড়িনি। যে চরিত্র যে লেখকের কলমে বিখ্যাত, তাঁর মৌলিক রচনা পড়তেই ভালো লাগে।'

রবিবার বইমেলার একটি স্টলে একগুচ্ছ রহস্য রোমাঞ্চ বই। -সংবাদচিত্র

স্টল ঘুরে ঘুরে চোখে পড়ল একই ছবি। অন্য সব ঘরানার বইয়ের সামনে অল্পবিস্তর ভিড় থাকলেও, হামলে পড়া ভিড় ভূত আর সাসপেন্সের বইয়ের তাকের সামনে। কাউন্টারে বসে বিল করতে ব্যস্ত সৌমেন মিদ্যা বললেন, 'এখনও তো ভালো করে জমে ওঠেনি বইমেলা। আজ মেলার প্রথম রবিবার। আরও একসপ্তাহ চলবে বেচাকেনা। তবে প্রথম দু'দিনে বিক্রিবাট্টার যা ঝোঁক তাতে ভূত আর তন্ত্রভিত্তিক বইয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এখনও পর্যন্ত ৩০-৩৫ হাজার টাকার ব্যবসা হয়েছে। এর বেশিরভাগ হরর-থ্রিলার-তন্ত্র ঘরানার।'

কিন্তু কেন এমন ভারসাম্যহীন ঝোঁক? সাহিত্যধর্মী গদ্য, কবিতা আর মৌলিক লেখার চাহিদা কি একদম নেই?

পাঠকদের চাহিদার খবর মিলল মেলার মাঠেই। প্রকাশক উৎপল বল্লভ হাজির ছিলেন স্টলে। একাহাতে সামলাচ্ছিলেন বেচাকেনা। সঙ্গে খোঁজখবর রাখছিলেন ক্রেতাদের চাহিদার টুকিটাকির। তিনি জানালেন, সবচেয়ে বেশি বিক্রি হরর-থ্রিলার-সাসপেন্সের। তার পরে নন-ফিকশন এবং গবেষণাধর্মী লেখার চাহিদা আছে। তবে কিছু ফিকশন, হাসির গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, এমনকি ধর্মীয় বই, রান্নার বইয়ের চাহিদাও আছে। যদিও সেটা নামমাত্র।

এই প্রবণতার কারণ জানতে চাইলে উৎপলের পালটা প্রশ্ন, 'গত কয়েক দশকে বাংলা ভাষায় ক'জন নতুন কবি-সাহিত্যিক উঠে এসেছেন, বলুন তো? এমন লেখক কোথায় যাঁর মৌলিক রচনার বই লোকে খুঁজবে?' তাঁর সংযোজন, 'এই জন্যই তো পাঠকের ঝোঁক বাড়ছে ভূত আর তন্ত্র-মন্ত্রের গল্প পড়তেই বেশি ভালো লাগে। হরর ঘরানার ভক্ত আমি। পড়াশোনার চাপে অডিও স্টোরি শোনার সময় হয় না। তবে সময় বের করে বই পড়তে ভালোবাসি। ফ্যান ফিকশন খুব বেশি পড়িনি। যে চরিত্র যে লেখকের কলমে বিখ্যাত, তাঁর মৌলিক রচনা পড়তেই ভালো লাগে।'

এ তো গেল কিশোর-তরুণ আর বড়দের পছন্দের কথা। মেলার মাঠে কচিকাঁচাদের পছন্দ কী? এখনও কি খোঁজ পড়ে বাঁটুল, নন্টে ফন্টে আর হাঁদা ভোঁদাদের? মা-বাবার হাত ধরে মেলায় এসেছিল ছোট্ট শুভশ্রী। তার মা শিল্পী চক্রবর্তী বললেন, 'এখন ওর বয়স মাত্র পাঁচ। বেশি গুরুগম্ভীর বই ও বুঝবে না। তাই আঁকার বই কিনে দিলাম।'

এদিকে, কার্টুনের সম্ভার নিয়ে হাজির এক প্রকাশনা সংস্থার কাউন্টার সামলাচ্ছিলেন ভোলা দত্ত। তিনি বললেন, 'এখন আর বইয়ের কার্টুন শিশুমন কাড়ে না। তাঁরা এখন পদর্দি অ্যানিমেশনে মগ্ন। তবু আমরা বাংলা কমিকস-কার্টুনের ঐতিহ্য ধরে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। চণ্ডী লাহিড়ী, নারায়ণ দেবনাথের কিছু অ্যান্টিক কাজ আমরা সাদা-কালোর ছাপিয়েছি। তবে তা ছোটদের থেকে বড়রাই বেশি কিনছেন। আমাদের ভূতের বই আছে। তবে তন্ত্র-মন্ত্র-অপবিজ্ঞানের গল্প আমরা সচেতনভাবে এড়িয়ে যাই।'

> প্রথম দু'দিনে বিক্রিবাটার যা ঝোঁক তাতে ভূত আর তন্ত্রভিত্তিক বইয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এখনও পর্যন্ত ৩০-৩৫ হাজার টাকার ব্যবসা হয়েছে। এর বেশিরভাগ হরর-থ্রিলার-তন্ত্র ঘরানার।
> – সৌমেন মিদ্যা
> বই বিক্রেতা
>
> আমার মূলত ভূতের গল্প পড়তেই বেশি ভালো লাগে। হরর ঘরানার ভক্ত আমি। ফ্যান ফিকশন খুব বেশি পড়িনি। যে চরিত্র যে লেখকের কলমে বিখ্যাত, তাঁর মৌলিক রচনা পড়তেই ভালো লাগে।
> - শ্রেয়সী শীল
> দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী

রবিবার বইমেলার মুখ ছিল জেন-জেড। ছবি : সূত্রধর

বইমেলা লাইভ

কল্পনার বিকাশ

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় পড়ুয়াদের জন্য থাকছে নানা চমক। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা বাড়ি বসেই ১০১টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে পারবে। সহজ পদ্ধতিতে বাতাস, জল, আলো ও চুম্বক সহ আরও অনেক কিছু নিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। আগুন ছাড়াই কাগজ পোড়ানো, সহজে কোনও মেশিন তৈরি-প্রতিটি পরীক্ষা পড়ুয়াদের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলবে।

ওয়াইল্ড গ্যালারি

বইয়ের স্টলে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত? চটজলদি একবার ঘুরে আসতেই পারেন অভিযান সাহার ওয়াইল্ড গ্যালারি থেকে। সেখানে ডুয়ার্সের জঙ্গলের বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর ছবি আপনার চোখ জুড়োবে।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটির তরফে রবিবার মেলাপ্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। চারটি বিভাগে প্রায় ১৫০ জন ছেলেমেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তিন থেকে সাত এবং আট থেকে এগারো বছর বয়সি প্রতিযোগীদের আঁকার জন্য নির্দিষ্ট কোনও বিষয় ছিল না। তবে বারো থেকে সতেরো এবং আঠারো বছরের উর্ধ্বে প্রতিযোগিদের আঁকার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'শীতকাল' ও 'তোমার দেখা গ্রন্থাগার'। মেলার শেষ দিন বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

মান্ডালা আর্ট

মনঃসংযোগ বাড়ানোর জন্য মান্ডালা আর্ট খুব জনপ্রিয়। বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার দিয়ে তৈরি এই নিখুঁত চিত্র দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। এবারের বইমেলায় বেশকিছু দোকানে এই ধরনের মান্ডালা আর্টের বই পাওয়া যাচ্ছে। তবে শুধু গোল আলপনার মতো নয়, এই বইগুলিতে বিভিন্ন পশুপাখির অবয়বের মধ্যেও মান্ডালা শিল্প রয়েছে। বইগুলিতে হরেকরকম রং দিয়ে যে কেউ নিজের পছন্দের মান্ডালা আর্ট বানাতে পারবেন।

পপ আপ বুকস

বইয়ের পাতা ওলটালে গল্পের চরিত্ররা হাতের নাগালে। ছোটদের জন্য তৈরি এই বইগুলির পোশাকি নাম পপ আপ বুকস। তৃষ্ণার্ত কাক হোক বা রূপকথার রাজকুমারী, সবাই ত্রিমাত্রিক আকারে বইয়ের পাতায় ফুটে উঠেছে। একটা করে পাতা ওলটালে গল্পের একেকটি মুহূর্ত বইয়ের ভাঁজ থেকে উঠে আসছে। এই অভিনব বইগুলি এবারের বইমেলায় শিশুদের নজর কাড়ছে।

বোর্ড বুকস

বই ছুঁলেই বোঝা যাবে কোন প্রাণীর ত্বক কেমন। সজারুকে ধরলে যেমন হাতে কাঁটা কাঁটা লাগে, তেমনি বইয়ে থাকা সজারুটিকে স্পর্শ করলেও সেই একই অনুভূতি হবে। বোর্ড বুকস নামে পরিচিত এই বইগুলি এবারের বইমেলায় বেশ ভালোই বিকোচ্ছে। তিন থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণী ও কীটপতঙ্গ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে তাদের মা-বাবারা এই বইগুলি বেছে নিচ্ছেন।

বিটিএস ডায়েরি

দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটিএস আর্মি নিয়ে কিশোর-কিশোরী এমনকি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে উন্মাদনার শেষ নেই। ব্যবহারের বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে যদি এই বিটিএস আর্মির ছবি পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। ডায়েরির ওপরেও রয়েছে এই ব্যান্ডের সদস্যদের ছবি। সঙ্গে আবার ছোট একটি পেনও রয়েছে। বইমেলায় ঘুরতে এসে অল্পবয়সিরা এই ডায়েরিগুলি একবার করে হাতে নিয়ে দেখছে। শুধু বিটিএস নয়, এবারের মেলায় রকমারি ডিজাইনের ডায়েরি পাওয়া যাচ্ছে।

তথ্য : মৌলি মজুমদার ও তন্ময়িতা পাল এবং ছবি : সূত্রধর

কেন্দ্রীয় নীতির সমালোচনায় স্টেট ব্যাংকের অফিসাররা

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : রবিবার সেবক রোডের একটি হোটেলে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এসবিআইওএ) বেঙ্গল সার্কেলের জোনাল কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। সভা শেষে এসবিআইওএ-র তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক হয়। সেখানে স্টেট ব্যাংক অফিসার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রূপম রায় কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলির বেসরকারিকরণ হলে সাধারণ নাগরিকরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তা নিয়ে আলোচনা করেন। এসবিআইওএ (বেঙ্গল সার্কেল)-র বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট রঙ্গনাথ সান্যাল বলেন, 'সরকারি ব্যাংকগুলির কর্মীসংকটের দিকে নজর দেওয়া হয় না। এর ফলে গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা না মিটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারিকরণের পথে হাঁটতে চাইছে। ব্যাংক বেসরকারি হলে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা লাভবান হলেও গ্রাহকদের কোনও উপকার হবে না।' এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি মডিউলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রশান্তকুমার সিং, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও সিকিমের সাতশোর বেশি আধিকারিক এবং শিলিগুড়ি প্রশাসনিক জোনাল কমিটির প্রধান আঞ্চলিক সচিব অরিত্র সাহা উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংককর্মীরা জানিয়েছেন, ব্যাংক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে নতুন বছরে জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে রাস্তায় নামবেন।

ক্রেতার দেখা নেই শীতবস্ত্রের বাজারে। রবিবার। ছবি : প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শীতের জন্য হাপিত্যেশ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : রাতে পারদ পতন ঘটলেও, তার প্রভাব পড়ছে না দিনের আলোয়। সন্ধ্যার পর শরীরে গরম পোশাক চাপলেও, দিনদুপুরে সময় কাটানো যায় টি-শার্টে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেও উত্তুরে হাওয়ার দাপট নেই হিমালয় সংলগ্ন শহর শিলিগুড়িতে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'পাহাড়-সমতলে এখন শীত পরিস্থিতি স্বাভাবিকই রয়েছে। তবে জাঁকিয়ে শীত পড়তে এখনও কিছুটা সময় বাকি রয়েছে।' আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, রবিবার শিলিগুড়ির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৪.১ এবং ২৫.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটেই জাঁকিয়ে শীত পড়ে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরে। ঝঞ্ঝার দাপট কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে, নিশ্চিত গরম পোশাকের ব্যবসায়ীরা। তাই এখন শহরের প্রতিটি বাজারে শীতের পসরা। জ্যাকেট থেকে স্কার্ফ, বাহারি মোজা থেকে টুপিতে ছেয়েছে বাজার। উষ্ণতা নিয়ে হাজির ভুটিয়া মার্কেটও। শীত আরও একটু জাঁকিয়ে পড়লে গুটি গুটি পায়ে উষ্ণতার খোঁজে দোকানে ক্রেতার ভিড় বাড়বে, আশাবাদী ব্যবসায়ীরা। সেই আশাতে এখন সময় কাটাতে দেখা গেল ভুটিয়া মার্কেটের কয়েকজন গরম পোশাক বিক্রেতাকে। কেউ মোবাইল ফোনে সিনেমা দেখছেন, কেউ আবার দোকান ছেড়ে অলস দুপুরে রোদে দাঁড়িয়ে। ভুটিয়া মার্কেটে দোকান রয়েছে দার্জিলিংয়ের মহম্মদ শামিমের। বললেন, 'চার-পাঁচ বছর আগেও ডিসেম্বরে কনকনে ঠান্ডা থাকত। নভেম্বর থেকেই কেনাকাটা শুরু হত। এখন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেও দুপুরে চড়া রোদ।' এখানে দোকান থাকা শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী নীতীশ সাহা বলছিলেন, 'কয়েক বছর ধরে দেখছি আবহাওয়ায় পরিবর্তন। এখন দিনে ৩-৪ টার বেশি শীতের জিনিস বিক্রি হচ্ছে না। ব্যবসা নেই বলে এখনও দোকানে কর্মী রাখিনি।'

বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সুব্রত সাহার বক্তব্য, 'ক্রেতাদের অধিকাংশই পাহাড়ের। সমতলে তেমন শীত না পড়ায় স্থানীয়রা সেভাবে এখনও কেনাকাটা শুরু করেননি।' শীতের প্রকোপ যত বাড়বে, ততই শহর উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। নাটক, বইমেলায় ভিড় বাড়ে। শুরু হয়ে যায় চড়ুইভাতি। কিন্তু বর্তমান আবহাওয়ায় কোনও পরিকল্পনা করা যাচ্ছে না বলে জানালেন ফুলেশ্বরীর রিনা সূত্রধর। হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'শীতের কয়েকটা মাসের জন্য বাকি মাসগুলিতে অপেক্ষা করে থাকি। শীতেও যদি সূর্য ভাগ বসায়, মন তো খারাপ হবেই।'

সমস্যা দেখলেন আধিকারিকরা

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ভূগর্ভস্থ কেবল পাতা নিয়ে অভিযোগ উঠতেই রবিবার রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকরা পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলার কংগ্রেসের সুজয় ঘটকের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার কথাও শুনলেন তাঁরা। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সমস্যায় না ফেলে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে নির্দিষ্ট জায়গায় সার্ভিস জংশন বক্সগুলি বসানোর জন্য এজেন্সিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি জানিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হতেই রবিবার বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকরা ওয়ার্ডে আসেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয়ের বক্তব্য, 'তাঁরা কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরেও সঠিকভাবে যদি কাজ না হয়, তবে ফের বিরোধিতা করা হবে। বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব এবং পুর কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলব।'

দুর্ঘটনার কবলে পিকআপ ভ্যান

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : ফের ইস্টার্ন বাইপাসে দুর্ঘটনা। এবারে উলটোদিক থেকে আসা একটি টোটোকে এড়াতে গিয়ে উলটে যায় মালবোঝাই পিকআপ ভ্যান। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে লোকনাথ বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, আশিঘর থেকে ওই পিকআপ ভ্যানটি জলেশ্বরীর দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে উলটোদিক থেকে ওই লেনেই একটি টোটো চলে এলে পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ভ্যানটি সোজা গিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। তারপরই ভ্যানটি উলটে যায়। ঘটনার পরেই ভ্যানচালক পালিয়ে যান। পরে পুলিশ এসে ওই পিকআপ ভ্যান উঠিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনায় প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

বাজারে ভোট

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : রবিবার হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাবলু পাল ও প্রদীপ রায়ের প্যানেল অংশগ্রহণ করে। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় ভোটগণনা। মোট ১০৩৪ জন ভোটারের মধ্যে ৮৪৯ ভোট জমা পড়েছে।

সারাদিন সুষ্ঠুভাবেই ভোট প্রক্রিয়া চলে। ৩ দফায় ভোটগণনার পর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে। প্রথম দফার ফল প্রকাশের পর বাবলু পালের প্যানেলের ১১ জন এবং প্রদীপ রায়ের প্যানেলের ১০ জন এগিয়ে রয়েছেন।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : রবিবার বিকেলে এক অপরিণত শিশুপুত্রের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় লালমোহন মৌলিক ঘাটে। এদিন বিকেলে ওই ঘাটের কাছে নদীতে স্থানীয় কিশোর ও কিশোরীরা খেলছিল। এমন সময় দেহটি ভেসে আসতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা এলাকার বড়দের খবর দেয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। এরপর খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ এসে দেহটি তুলে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই শিশুর দেহ কারা ভাসাল, কোথা থেকে এসেছিল, সেই ব্যাপারে তদন্ত করছে পুলিশ।

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়

নতুন ইনিংস

যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী

ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন ঃ
• দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
• বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
• উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।

ইমেল: ubs.weddings@gmail.com

সেবক রোডে দোকানে আগুন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ সেবক রোডের একটি শপিং মলের বিপরীতে বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি সারাইয়ের দোকানে আগুন লাগে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। হতাহতের কোনও খবর না থাকলেও একটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাশের একটি পানমশলার দোকানও। আর এরপরই এই অঞ্চলের দোকানগুলির অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'যে কেউ ব্যবসা করতে পারেন। তবে আইন মেনে সুরক্ষার বিষয় নিশ্চিত করতে হবে সবাইকে। না হলে এ ধরনের ছোট ছোট বিষয় থেকেই বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।'

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সেবক রোডের দোকান। রবিবার। -সংবাদচিত্র

সেবক রোডের বহুলপরিচিত শপিং মলটির উলটোদিকে সারি সারি দোকানের মধ্যে রয়েছে মোবাইল সারানোর দোকানটি। মালিক নীতীশ কুমার বলেন, 'কাজের সূত্রে আমি বাইরে গেলে শুধু শাটার নামিয়ে চলে যাই। আশপাশের দোকানদার নজর রাখেন। এদিনও দুপুরের দিকে আমি শাটার নামিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ফোন আসে, দোকানে আগুন লেগে গিয়েছে। ফিরে এসে দেখি, দোকান পুড়ে গিয়েছে।'

পাশের পানমশলার দোকানের মালিক পরিতোষ গুপ্ত বলেন, 'হঠাৎ নাকে পোড়া গন্ধ আসতে থাকে। এরপর পাশের দোকানের শাটার খুলতেই দেখি, ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আমরা সবাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করি।'

অভিযোগ, এইসব যন্ত্রাংশ সারাইয়ের দোকানের ভেতরে থাকে সারাইয়ের যন্ত্রপাতি। সঙ্গে রেফ্রিজারেটার থেকে পাখাও রাখা থাকে। ফলে শর্টসার্কিটের আশঙ্কা থেকেই যায়।

অবশেষে তরুণীর জামিন

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : গাড়ি ভাঙচুর করলেও প্রেমিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন না সেই প্রেমিক। তবে প্রেমিক অভিযোগ দায়ের না করলেও পুলিশকে হেনস্তার পাশাপাশি যান চলাচলে সমস্যার অভিযোগে শনিবার শেষপর্যন্ত ওই তরুণীকে গ্রেপ্তার করে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি। পরবর্তীতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মহিলা থানায়। রবিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারক।

গীতা বনাম কোরান

প্রথম পাতার পর

দাবি করে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ বলেন, 'কুরুক্ষেত্রে মহাভারতের যুদ্ধ শুরুর আগে গীতা পাঠ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বাংলায় ধর্মযুদ্ধ শুরুর আগে তাই এই গীতা পাঠ।' গতকালের পর এদিনও 'প্রশাসন সবরকমভাবে সহায়তা করছে' বলে খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অস্বস্তি বাড়িয়েছেন তিনি।

এদিন গীতা পাঠের আবহেই ফেব্রুয়ারিতে পালটা কোরান পাঠের ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেছেন, 'রাম মন্দিরের অ্যাজেন্ডা নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। গীতা পাঠ করিয়ে বিজেপি যেমন ক্ষমতা দখল করতে চাইছে, ঠিক তেমনি কোরান পাঠ করিয়ে বিধানসভায় আরও বেশি মুসলমান বিধায়ক আনব। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে জামাই আদরে দলে যোগ দেব।'

হুমায়ুনের মুখে এমন কথা শোনার পর যথারীতি তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর গোপন সমঝোতার তত্ত্ব সামনে আনতে শুরু করেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা হুংকার, 'বাবরি শিলান্যাসের পরেই এদিন মুর্শিদাবাদে রাম মন্দিরের জন্য পুজোপাঠ হয়েছে। বিজেপি মুর্শিদাবাদেই রাম মন্দির করে দেখাবে।' হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করার নাটক করে আসলে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু তাস খেলছেন বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিকে, পালটা রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে একযোগে শুভেন্দু ও হুমায়ুনকে দুষছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলছেন, 'গীতাকে যেভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক তেমনই হুমায়ুন কবীরও বাবরি মসজিদের নামে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করছেন।' তৃণমূল-বিজেপির ধর্ম নিয়ে রাজনীতি মানুষ মানবে না বলেই দাবি করেছে সিপিএম।

সুজন চক্রবর্তী বলছেন, 'তৃণমূল, বিজেপি চাইতেই পারে, কিন্তু মানুষ ওই ফাঁদে পা দেবে না। কাজের কী হবে? স্কুল বন্ধ হচ্ছে, মদের দোকান বাড়ছে। তার জবাব কে দেবে? বাংলাকে বাঁচাতে হবে। সেই জন্যই আমরা বাংলা বাঁচাও যাত্রা করছি।' কংগ্রেস নেতা অধীরের খোঁচা, 'মন্দির-মসজিদের রাজনীতি কে শুরু করেছিল?'

তাঁর নিশানা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেটা বুঝতে বাকি থাকে না কারও। তবে, এই তীব্র মেরুকরণের রাজনীতিতে বাম-কংগ্রেস শেষপর্যন্ত কতটা প্রাসঙ্গিক হতে পারবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকেরই। তারই প্রতিফলন শোনা গিয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকারের গলায়। জহর মনে করছেন, 'দুটো দলই চুক্তি করে এই বিষ ছড়াচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বিকল্প চাই। মানুষ বিকল্পের সন্ধান করছে। বাংলাকে বাঁচাতে হলে ঝুঁকি নিয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নামতে হবে।'

স্মৃতির জীবনে 'স্মৃতি' পলাশ

প্রথম পাতার পর

দেখেছিলেন মান্ধানা। আর এদিন রবিবাসরীয় দুপুরে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা 'শেয়ার' করলেন তিনি। স্মৃতির জীবনে 'স্মৃতি' হয়ে থেকে গেলেন পলাশ। বিয়ে ভেঙে দেওয়া প্রসঙ্গে ২৭ বছরের মান্ধানা লিখেছেন, কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক জল্পনা চলছে। মনে হল, কিছু কথা বলা দরকার। আমি খুব ব্যক্তিগত প্রকৃতির। সেভাবেই থাকতে চাই। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিচ্ছি। বিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আমি এই বিষয়টি এখানেই শেষ করতে চাই। আপনাদের সকলকে একই অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্মৃতির আর্জি, দয়া করে এই মুহূর্তে উভয় পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করুন এবং আমাদের নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সকলের এবং আমার একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য রয়েছে। সবসময় সর্বোচ্চ স্তরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আসছি। আশা করি, আগামীদিনেও ভারতের হয়ে খেলে ট্রফি জিততে পারব। তাতেই আমার ফোকাস থাকবে। আপনাদের সকলের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

বাইরের কাঁচামালে মালামাল ব্যবসা কালিয়াচকে

মাদক কারবারে নতুন পন্থা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৭ ডিসেম্বর : বাগে আসেনি কালিয়াচকের মাদকের কারবার। তার একটা দিক বন্ধ করলেও আরেকটা দিক আবার খুলে গিয়েছে। পুলিশের চাপে কাঁচামালের উৎপাদন বন্ধ করা গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কালিয়াচকের 'ব্রাউন সুগার শিল্প' আছে সেই তিমিরেই। এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড, মণিপুরের মতো রাজ্য থেকে আসছে পোস্ত গাছের আঠা। আর কালিয়াচকে গড়ে উঠছে নতুন নতুন 'কারখানা'। দু'জায়গায় অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৫ কেজি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেখানকার কারখানার পরিকাঠামো দেখে পুলিশও হতভম্ব।

কালিয়াচকের শাহবাজপুর ও মোজমপুরের ঘরে ঘরে চলছে ব্রাউন সুগার তৈরির কাজ। প্রতিটি বাড়ি কুটিরশিল্পের মতন ছড়িয়ে পড়ছে এইসব অবৈধ কারবার। আর এখান থেকেই ব্রাউন সুগার ছড়িয়ে পড়ছে জেলা সহ ভিনরাজ্যেও।

একসময় কালিয়াচক সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে অবৈধ পোস্ত চাষের কারবার চলত রমরমিয়ে। আর এই পোস্ত ফলের আঠা থেকেই ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল পেয়ে যেত অবৈধ কারবারিরা। ফলে কালিয়াচকের মোজমপুর সহ বেশ কিছু জায়গায় ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু একসময় কড়াকড়ি শুরু করে পুলিশ। সেই চাপে এই এলাকায় কাঁচামালের উৎপাদন বন্ধ করা গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কালিয়াচকে ব্রাউন সুগার উৎপাদন বন্ধ করা যায়নি। তাহলে কাঁচামাল আসছে কোথা থেকে?

এলাকায় যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না পোস্ত গাছের আঠা, তাই এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসছে পোস্ত গাছের আঠা। এটাই ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল। ফলে কালিয়াচকে গড়ে উঠছে নতুন নতুন 'কারখানা'। যদিও এলাকার সচেতন মানুষের অভিযোগ, কোথায় ব্রাউন সুগার তৈরি করা হচ্ছে, সব খবরই আছে পুলিশের কাছে। পুলিশ প্রশাসন যদি মনে করে কালিয়াচকের ব্রাউন সুগারের এক মাসের মধ্যেই বন্ধ করতে, সেটা করে দিতে পারবে। কিন্তু সেরকমভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। কেন? এপ্রশ্নের জবাব কেউ জানে না।

যদিও পুলিশের দাবি, অভিযান জারি রয়েছে। মাঝেমধ্যেই ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে বা কারবারিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। যেমন রবিবার ভোররাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে ৫ কেজি ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালায় সারদাহ এলাকায়। সেখানে হানা দিয়ে ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম জিয়াউল শেখ ও সুরজিৎ মণ্ডল। জিয়াউলের বাড়ি মোজমপুর পঞ্চায়েতের ইমামজাগির এলাকায়। সুরজিতের বাড়ি শাহবাজপুরের বালুপাহাড় গ্রামে। দুজনের কাছ থেকে চারটি প্লাস্টিকের প্যাকেটে উদ্ধার হয়। ওই প্যাকেটগুলি থেকে ১ কেজি ২১১ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

আবার কালিয়াচক থানার পুলিশ অভিযান চালায় মোজমপুরের বালুগ্রাম এলাকায়। সেখানে সুখচাঁদ শেখের বাড়িতে হানা দিয়ে ৪ কেজি ৩৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই বাড়িতে ছিল ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানা। পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান করার আগেই বাড়ির মালিক সহ মাদক তৈরির সঙ্গে যুক্ত সকলেই বাড়ির পিছন দিক দিয়ে আমবাগানের দিকে পালিয়ে যায়। ফলে সেখান থেকে আর কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। সেখান থেকে মোটরবাইক সহ কিছু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

মালদা জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ব্রাউন সুগার কোথা থেকে এল, কীভাবে এল, নাকি ওই এলাকাতেই তা তৈরি করা হচ্ছে, কোথায় পাচার করা হত, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

সেদিন-এদিন

- একসময় কালিয়াচক সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে অবৈধ পোস্ত চাষ হত
- এই পোস্ত গাছের আঠা থেকেই ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল মিলত
- একসময় কড়াকড়ি শুরু করে পুলিশ
- সেই চাপে এই এলাকায় কাঁচামালের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়
- এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসছে পোস্ত গাছের আঠা
- ফলে কালিয়াচকে গড়ে উঠছে নতুন নতুন 'কারখানা'

জবরদখল হটাবে বুলডোজার

কিশনগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : রমজান নদীর দুই পাড়ে জবরদখল মুক্ত করতে বুলডোজার চালানোর হুঁশিয়ারি দিলেন পুর চেয়ারম্যান। কিশনগঞ্জ শহরের লাইফ লাইন রমজান নদীর সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। এই নদী সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নে ৯ কোটি ৮৭ লাখ টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে নদীতে জমে থাকা আবর্জনা ও পলিমাটি পরিষ্কার করা হবে। এছাড়া নদীর দুইধারে সার্ভিস রোড নির্মাণ করা হবে। কিন্তু এজন্য নদীর দুই পাড়ের এলাকা জবরদখল মুক্ত করতে হবে। পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রদেব পাসওয়ান বলেন, 'নদী ও তার দুইধারের জমি জবরদখল মুক্ত করতে অভিযান শুরু হয়েছে।'

ছবি তোলার হিড়িক।। *তিরুবনন্তপুরমের শাঙ্গুমুঘামের সমুদ্র সৈকতে। রবিবার। -পিটিআই*

হার চুরির চেষ্টায়

প্রথম পাতার পর

বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ রাহুল লতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। লতার স্বামী পাপন আইচের কাছে তিনি এক গ্লাস জল চান। এরপর তিনি লতার সঙ্গে ভগবান বিষয়ক কিছু কথাবার্তা বলতে থাকেন। দক্ষিণা চাইলে রাহুলকে ১০১ টাকা দেওয়া হয়। ওই তরুণ হাতে টাকা নিয়ে ফুল দিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে পাপনকে ফিরিয়ে দেন। এপর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও এরপর আসল খেলা শুরু হয়।

ওই তরুণ পাপনকে ধূপকাঠি আনতে বলেন। পাপন তা আনতে গেলে তরুণ লতাকে তাঁর গলার চেনটি খুলে মুষ্টিবদ্ধ করে দানের ভঙ্গিতে একটি ডায়েরির মাঝে রাখতে বলেন। ওই তরুণ অবশ্য তার আগেই ঝোলা থেকে ওই ডায়েরি বের করে নিয়েছিলেন। পুজো হয়ে গেলে চেন ফেরত দেবেন বলে জানান। লতা চেনটি ডায়েরির মাঝে রাখতেই রাহুল ডায়েরি বন্ধ করে ধীরে ধীরে বাড়ির বাইরের দিকে হাঁটতে শুরু করেন। লতা যেন কিছুক্ষণের জন্য নিজের হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরে কোনওমতে 'আমার গলার চেন কোথায়' বলে চিৎকার করে উঠলে পাপন গিয়ে ওই তরুণের হাত চেপে ধরেন। আশপাশের বাসিন্দারাও তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন। ওই তরুণকে আটক করে তাঁর ব্যাগ থেকে লতার গলার চেনটি উদ্ধার করা হয়। এরপর রাহুলকে একটি ইলেক্ট্রিক পোলে বেঁধে মারধর করা হয়। আশিঘর ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই তরুণকে আটক করে। বাইরে থাকা রাহুলের দুই সঙ্গী অবশ্য ততক্ষণে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

পরে লতা কোনওমতে বললেন, 'জানি না আমার সঙ্গে কী করা হয়েছিল। আমি যেন ওর নির্দেশমতোই কাজ করা শুরু করে দিই। চেন খুলে ডায়েরিতে রেখে আমাকে ১০৮ বার ভগবানের নাম নিতে বলেছিল। আমি তখনও স্নান সারিনি। তাই তখন ভগবানের নাম নিতে পারব না বলে জানিয়ে দিই। ও তখন পরে জপ করার কথা বলে চেন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কোনওমতে স্বামীকে ঘটনাটি জানাই।' পাপন বললেন, 'ওই তরুণকে আটকে ব্যাগ তল্লাশি করে ডায়েরি থেকে চেনটি উদ্ধার করি।' রাহুলের ব্যাগে তিনি ৫০০ টাকার একটি বান্ডিল দেখতে পেয়েছিলেন বলে পাপনের দাবি। রাহুল এর আগে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন বলে এলাকার বাসিন্দা মিটিং রায়ের দাবি। তবে উদ্দেশ্য খারাপ সন্দেহ করে তিনি রাহুলকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি বলে মিটিং জানিয়েছেন।

এর আগেও শহরের বিভিন্ন জায়গায় চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনজনের দলের কথা শোনা গিয়েছে। জুলাই মাসে ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে সোনা পরিষ্কারের নামে এক তরুণ গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন। সেখানেও পাশের গলিতে দুই তরুণকে দেখা গিয়েছিল। প্রধাননগর এলাকায় বিয়েবাড়ি থেকে ক্যামেরা চুরির অভিযোগে পুলিশ কেটারিংয়ের তিন কর্মীকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করে।

১০ মিনিটের দৌড়ে

প্রথম পাতার পর

কে কত তাড়াতাড়ি সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারছে ক্রেতার দুয়ারে, সেই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে সংস্থাগুলোর মধ্যে। ফুলেফেঁপে ওঠে কোষাগার। কর্পোরেট জগতে যেন সংস্থার সুনাম আরও বাড়ে, সেজন্য আরও জোরে সাইকেলের প্যাডেল চালাতে হয় কোচবিহারের অশোক ঘোষকে। বাইকের অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিতে হয় শিলিগুড়ির সাবির আহমেদকে। আপ-এর সাংসদ যেমন বললেন, 'ওঁরা যখন ট্রাফিকে লাল আলোয় দাঁড়িয়ে থাকেন, তখনও মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খায়। যদি ডেলিভারিতে দেরি হয়, তবে রেটিং কম দেবেন গ্রাহক কিংবা সংস্থার অ্যাপে কমবে পারফরমেন্স স্কোর। হতে পারে আইডি ব্লক করে দেওয়া হল, নয়তো অ্যাপ লগআউট হয়ে গেল আপনাআপনি।'

শুধুই কি সংস্থার চোখরাঙানি? না, সঙ্গে রয়েছে আপনার-আমার মতোই কোনও ক্রেতার স্বেচ্ছাচারিতা। ডেলিভারিতে সামান্য দেরি হলেই ফোন করে তাড়া দিতে শুরু করে একাংশ। এতে সেই ডেলিভারি বয় বা রাইডারের ওপর চাপ বাড়ে। তাঁরা প্যাডেল, অ্যাক্সিলারেটরে আরও জোরে চাপ দেন। অনেকেই কাস্টমার কেয়ারে অভিযোগ জানানোর হুমকি দেন। রাইডাররা প্যাকেট হাতে তুলে দেওয়ার পর হাসিমুখে একটাই অনুরোধ করেন, 'প্লিজ স্যর/ম্যাডাম, ফাইভ স্টার রেটিং দেবেন।' তবুও কেউ কেউ তুচ্ছ কারণে অ্যাপে 'ওয়ান স্টার' রেটিং দেন। অথচ এতে সেই মানুষটির পারফরমেন্স স্কোরে কী এবং কতটা প্রভাব পড়ে, সেই আন্দাজটুকুও হয়তো থাকে না তাঁদের। কথা হচ্ছিল শিলিগুড়িতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ডেলিভারি সংস্থায় কর্মরত বিবেক সইকিয়ার সঙ্গে। তিনি বললেন, ''সময়ের চাপ সবসময় থাকে। অনেক কাস্টমার ফোন করে তাড়া দেন। ওঁরা ট্রাফিক জ্যাম, দোকানে ভিড়- এসব শুনতেই চান না। সময়ের মধ্যে ডেলিভারি না দিতে পারলে আমাদের 'স্টার' কমে যায়। স্টার কমলে অর্ডার কম আসে। অর্ডার প্রতি যে টাকা পাই, সেটাও কমে আসে। তাই, অলিগলি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করি।' তবে হাতের সব আঙুল সমান নয়। ১০ মিনিটেই ডেলিভারি কি খুব জরুরি? শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার ঋতুপর্ণা দে বললেন, 'সবসময় বাজারে যাওয়ার সময় হয় না। তাই দরকারি জিনিস ঘরে বসে আনিয়ে নিই। এটা আমাদের জীবন সহজ করেছে। তবে আমি কখনোই চাই না, রাইডাররা নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে আমার জন্য দুধ বা সর্ষের তেলের প্যাকেট নিয়ে আসুক। আমার মতে, এই সময়সীমা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

একই মত ঘোগোমালির তরুণী স্নেহা সরকারের। তাঁর কথায়, 'বড় সমস্যা হয়ে যাবে ১০ বা ১২ মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি না দিলে, তেমন নয়। আমি চায়ের জল বসানোর পর যদি আধ ঘণ্টাও দেরি হয় চিনি দিয়ে যেতে, তাতে কারও ক্ষতি হবে না। বরং, ওঁরা সাবধানে আসুন। একজন রাইডারের ওপর হয়তো তাঁর পুরো পরিবার নির্ভরশীল। দুর্ঘটনায় বড় ক্ষতি হলে বা প্রাণ গেলে তারা অথই জলে পড়বে।' ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলোর মধ্যেও এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছে। আলাপ হল কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে এই পেশায় যুক্ত দুজনের সঙ্গে। নাম না প্রকাশের শর্তে শিলিগুড়ির এক তরুণ বললেন, ''আমাদের 'পারফেক্ট ডেলিভারি' বলতে একটা জিনিস আছে। সময়ের মধ্যে পৌঁছানো, প্যাকেজিং ঠিকঠাক থাকা ইত্যাদি বিষয় দেখা হয়। এক্ষেত্রে পারফরমেন্স স্কোর বাড়ে। অন্যদিকে, পরপর দেরি হলে স্কোর কমে। অর্ডার প্রতি বোনাসেও প্রভাব পড়ে।''

কোচবিহারের এক তরুণ জানালেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাবার পৌঁছে দিতে না পারলে গ্রাহক খাবারটি নাও নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অর্ডার করা খাবার সংশ্লিষ্ট দোকানে ফেরত যায়। ডেলিভারি বয়ের র‌্যাংকিংয়ে সেটার উল্লেখ থাকে। বারবার একই ঘটনা ঘটলে সার্বিক পারফরমেন্সের ওপর প্রভাব পড়বে। ফলে ডেলিভারির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়।

কথা কতটা সত্যি?

সুইগি'র শিলিগুড়ির ফ্লিট ম্যানেজার রোহিত কুমার ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বললেন, ''জ্যাম বা কোনও কারণে রাস্তায় দেরি হলে 'টিকিট রেইজ' করতে হয়। কারণ দেখাতে হয়, কেন দেরি হচ্ছে বা হল। যদি ডেলিভারি পার্টনার সেটা না করতে পারেন, তাহলে পারফরমেন্স স্কোর কমবে। পাশাপাশি সতর্ক করা হয় তাঁকে। ফলে, অর্ডারের সংখ্যা কমে যায়।''

তবে কি আর কখনোই বেশি অর্ডার পাবেন না সেই ব্যক্তি? রোহিত জানালেন, পরবর্তীতে পারফরমেন্স স্কোর বাড়িয়ে নিলে আবার আগের মতোই অর্ডার আসতে শুরু করবে।

স্কোর বাড়বে কীভাবে, তার উত্তর বোধহয় সবাই জানেন। ডেলিভারি হতে হবে 'পারফেক্ট'। রেটিং মিলতে হবে 'ফাইভ স্টার'। কে অত ঝক্কি নেয় বলুন। তাই ছোটো। আরও জোরে ছোটো যেন স্কোর না কমে। যেন সংস্থার আয় বাড়ে।

আপ সাংসদ সরকারের কাছে গিগ ওয়ার্কারদের স্বার্থরক্ষার্থে এবং জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ডেলিভারি সংস্থাগুলোর কার্যকলাপের ওপর নজরদারি চালানোর দাবি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এই কর্মীদের ওপর যেন অমানবিক চাপ না দিতে পারে নিয়োগকারীরা, সেজন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট আইন ও গাইডলাইন। পাশাপাশি আমরা যদি আরও বেশি মানবিক হই তাঁদের প্রতি, তাহলে এই পরিস্থিতি কিছুটা হলেও বদলাবে।

জেদের বশে উধাও ৭০

প্রথম পাতার পর

মাস তিনেক আগেই আশিঘর এলাকায় এক নাবালিকা পালিয়ে তরুণ প্রেমিকের বাড়িতে উঠেছিল। তরুণের বদলে যাওয়া রূপ দেখেই সাতদিনের মধ্যে সেখান থেকে পালিয়ে ফিরে এসেছিল বাড়িতে। ঘটনাক্রমে গ্রেপ্তার হয়েছিল ওই তরুণ।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'আসলে এই ঘটনাগুলোতে নাবালিকা-নাবালকদের যখন আমরা খুঁজে বের করছি, তখন সেটাকে 'উদ্ধার' বলাটা ঠিক নয়। কারণ, রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। মাটিগাড়ায় সম্প্রতি টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হওয়া কিশোরীর ক্ষেত্রেও পারিবারিক দিক দিয়ে বকাবকির তত্ত্ব সামনে এসেছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

বলমারের কোটি টাকার শিক্ষাদান

মাইক্রোসফটের প্রাক্তন বস স্টিভ বলমার এখন শিক্ষাবিদ! তিনি আর তার স্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তারা ওয়াশিংটন রাজ্যের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে প্রি-স্কুল সুবিধা বাড়াতে আগামী ১০ বছর ধরে প্রায় ১৭০ মিলিয়ন ডলার দেবেন! এই বিশাল অর্থ খরচ হবে রাজ্যের Early Childhood Education and Assistance Programme (ECEAP)-এ, যার লক্ষ্য আগামী বছর থেকে আরও ১০,০০০ নতুন প্রি-স্কুল আসন তৈরি করা। এই অনুদান শুধু প্রি-স্কুল নয়, পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পারিবারিক সহায়তাও দেবে। এই দান ওয়াশিংটনের শিক্ষা ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম জনহিতকর কাজ।

১০ টাকার নোট আর এক টুকরো ভালোবাসা

মিজোরামের ৬ বছর বয়সি ডেরেক সি লালছানহিমা দেখাল, খাঁটি ভালোবাসা কাকে বলে! সাইকেল চালাতে গিয়ে সে ভুল করে প্রতিবেশীর একটি বাচ্চা মুরগিকে চাপা দিয়ে দেয়। অনুশোচনায় কাতর হয়ে ডেরেক মুরগিটাকে কোলে তুলে নিয়ে ১০ টাকার একটা নোট সহ সোজা হাসপাতালে ছুটে যায় চিকিৎসার জন্য! হাসপাতালের কর্মীরা তার এই নিষ্পাপ সরলতা দেখে দারুণভাবে আপ্লুত হন। ডেরেকের মুরগি আর ১০ টাকার নোট হাতে সেই ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। ডেরেক প্রমাণ করল, সামান্য টাকা আর এক মুঠো ভালোবাসাই যথেষ্ট, মন ভালো করার জন্য।

৬৫ দিনের রাতের শহর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে উত্তরের শহর উৎকিয়াগভিক (আগের নাম ব্যারো) এখন চলে গেল 'মেরু রাত'-এর কবলে! ১৮ নভেম্বর সূর্য ডুবল, আর আবার উঠবে ২২ জানুয়ারি। টানা ৬৫ দিন সূর্য দেখা যাবে না! তবে ভয় নেই, পুরোটা ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকে না। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য আকাশের দিগন্তে একটা ম্লান নীল আলো দেখা যায়, যাকে বিজ্ঞানীরা 'সিভিল টোয়াইলাইট' বলেন। পৃথিবীর অক্ষের সামান্য হেলে থাকার কারণেই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একবার জানুয়ারিতে সূর্য ফিরে এলে, আলো দ্রুত বাড়তে থাকবে এবং গ্রীষ্মে শুরু হবে উলটো খেলা- একটানা ৯০ দিনের 'মধ্যরাতের সূর্য'!

মেয়ের জন্য বাবার হেঁশেল

চিনের এক বাবা যা করেছেন, তা শুনলে আপনারও মন ভরে উঠবে। মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্টেলের খাবার খেতে পছন্দ করে না, তাই বাবা করলেন কী- ভালো বেতনের চাকরি ছেড়ে ৯০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে মেয়ের ক্যাম্পাসের কাছে একটা ছোট খাবারের স্টল খুলে বসলেন! তিনি কেবল মেয়ের জন্য নিজের হাতে রান্না করা ফ্রায়েড রাইস আর নুডলস বিক্রি করেন। প্রথম দিন মাত্র সাতটা খাবার বিক্রি হয়েছিল, কিন্তু মেয়ের সমর্থন আর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই গল্প ভাইরাল হওয়ার পর তার দোকানে ভিড় বাড়তে শুরু করে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, বাবার ভালোবাসা সন্তানের জন্য কতটা কষ্ট স্বীকার করতে পারে।

শিলিগুড়ির অস্বস্তি

প্রথম পাতার পর

বেনের ভিডিওর শুরুটা সেবক রোডের একটি হোটেলের সামনে থেকে শুরু হচ্ছে। সেখানে বেনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমরা এখন শহর শিলিগুড়িতে রয়েছি। এই শহরের নাম আপনারা অনেকেই হয়তো শোনেননি। এখানে রাস্তার ধারে থাকা আবর্জনার স্তূপ থেকে গোরু সেসব তুলে খাচ্ছে। শব্দ দূষণ, বিশৃঙ্খলতা প্রচুর।' যাঁরা এই শহরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁদের এই ভিডিও দেখে ভালো না লাগারই কথা। সাহিত্যিক বিপুল দাসেরও লাগেনি, 'এটি সত্যি যে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় সবসময় আবর্জনা পড়ে থাকে। পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি এতে দৃশ্য দূষণও হচ্ছে। তবে এই সুবাদে গোটা দুনিয়ার সামনে আমাদের লজ্জায় পড়ার বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।' সমস্যা মেটাতে পুরনিগমকে আদা-জল খেয়ে মাঠে নামতে হবে বলে বিপুলের দাবি।

বেন দুনিয়ার যে এলাকাতেই যান, ভিডিওতে সেই এলাকার ইতিবাচক বিষয়গুলিই তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই ভিডিওতেও করেছেন। রাস্তায় চলতে চলতে বেঞ্জামিন নামে এক ভ্যানচালকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর সহজ-সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। মহানন্দা ব্রিজের দিকে কীভাবে যাবেন সেটা বুঝতে পারছিলেন না। বেসরকারি সংস্থার কর্মী পিকলু বসাক তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান। গন্তব্যে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি টোটোও ঠিক করে দেন। মুগ্ধ বেনের ঘোষণা, 'এই শহর কলকাতার থেকে শতগুণে ভালো।' দরাজ সার্টিফিকেট। কিন্তু এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনার মতোই দূষণ বেনের ভিডিওতে প্রশ্ন তুলে চলেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিরিখে শহর শিলিগুড়ি কবে দুর্নাম ঘুচিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বেনের মতো বহিরাগতদের সামনে নিজের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

সরকার ভুল করলে সাত খুন মাফ?

প্রথম পাতার পর

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল, এই দুর্নীতি কোনও একক ব্যক্তির কাজ নয়, এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। যখন হাজার হাজার অযোগ্য প্রার্থীর নাম প্যানেলে ঢোকানো হল, তখন কি সরকারের কোনও নজরদারি ছিল না? আজ যখন আদালত 'কলঙ্কিত' প্রার্থীদের চাকরি বাতিলের কথা বলছে, তখন সরকার তাদের বাঁচাতে মরিয়া। প্রশ্ন জাগে, সাধারণ কোনও বেসরকারি সংস্থা যদি নিয়োগে এমন জালিয়াতি করত, তবে কি তাদের ডিরেক্টররা এতদিন বাইরে থাকতে পারতেন? কোম্পানির লাইসেন্স কি বাতিল হত না? অথচ, সরকারের ক্ষেত্রে বিষয়টি কেবল 'তদন্তসাপেক্ষ' হয়েই ঝুলে থাকে বছরের পর বছর।

শ্রম আইনের প্রহসন : সরকার যখন নিজেই শোষক

রাজ্য সরকার যখন কোনও বেসরকারি কারখানায় হানা দেয়, তখন পিএফ, ইএসআই বা ন্যূনতম মজুরি না দেওয়ার অপরাধে মালিকপক্ষকে কাঠগড়ায় তোলা হয়। কিন্তু প্রদীপের নীচেই যে অন্ধকার!

রাজ্যের লক্ষাধিক সিভিক ভলান্টিয়ার, চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং পার্শ্বশিক্ষকদের দিকে তাকান। এঁদের দিয়ে পুলিশ বা শিক্ষকের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে, অথচ বেতন সামান্য। সুপ্রিম কোর্ট আরজি কর কাণ্ডের পর স্পষ্ট প্রশ্ন তুলেছে- সংবেদনশীল জায়গায় সিভিক ভলান্টিয়ার কেন? মাত্র ৯-১০ হাজার টাকা বেতনে, কোনও স্থায়িত্ব ছাড়াই এঁদের দিনের পর দিন খাটানো হচ্ছে।

আর এই নামমাত্র বেতনের আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক ভয়ংকর সত্য। ৯-১০ হাজার টাকায় আজকের বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব। ফলে বাধ্য হয়েই এই কর্মীদের একাংশ জড়িয়ে পড়ছে অনৈতিক উপার্জনে। রাস্তায় গাড়ি আটকে 'তোলা' বা ঘুষ নেওয়ার যে অভিযোগ প্রায়শই সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে ওঠে, তার দায় কি সরকারের ওপর বর্তায় না? এত কম বেতন দিয়ে সরকার কি পরোক্ষভাবে এঁদের দুর্নীতির দিকেই ঠেলে দিচ্ছে না? যেন অলিখিত নির্দেশ - 'সরকারি বেতন কম, তাই বাকিটা রাস্তা থেকেই তুলে নাও'। সরকার এই স্বল্প বেতনের প্যাকেজ অফার করে কার্যত এঁদের অসৎ উপায়ে আয় করতে উৎসাহিত করছে।

'সম কাজে সম বেতন'-এই নীতি সরকার বেসরকারি সংস্থার ঘাড়ে চাপায়, অথচ নিজের ঘরেই তা অমান্য করে। একজন স্থায়ী কনস্টেবল যে কাজ করেন, একজন সিভিক ভলান্টিয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রায় একই কাজ করেন। একজন স্কুল শিক্ষক যে শিক্ষা দেন, একজন প্যারাটিচারও একই কাজ করেন। কিন্তু মাস শেষে একজনের পকেটে ঢোকে সরকারি স্কেলের বেতন, অন্যজন পান সামান্য ভাতার টাকা। সরকার নিজেই যেখানে শ্রম আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে সস্তায় শ্রম কিনছে, সেখানে বেসরকারি ক্ষেত্রকে নীতিজ্ঞান দেওয়ার নৈতিক অধিকার কি তাদের থাকে?

ডিএ : ভিক্ষা নাকি অধিকার?

সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্যের টালবাহানা আর এক প্রহসন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা যেখানে ৫৮% হারে ডিএ পাচ্ছেন, রাজ্যের কর্মীরা সেখানে পড়ে আছেন ১৮%-এ। ব্যবধান প্রায় ৪০ শতাংশের!

মহামান্য আদালত বারবার বলেছে, ডিএ কর্মচারীদের অধিকার, দয়া নয়। অথচ রাজ্য সরকার কোষাগারের দোহাই দিয়ে তা আটকে রেখেছে। অথচ এই একই সরকারের আমলে মেলা, খেলা, বা ক্লাবে অনুদান দেওয়ার টাকার অভাব হয় না। সাধারণ চাকরিজীবী যদি ইনকাম ট্যাক্স দিতে একদিন দেরি করেন, তবে তাঁকে সুদ দিতে হয়। কিন্তু সরকার যখন বছরের পর বছর কর্মচারীদের হকের টাকা আটকে রাখে, তখন তাদের কোনও 'সুদ' বা 'জরিমানা' দিতে হয় কি?

দিল্লির দরবার : দুর্নীতি যখন 'আইনসম্মত'

শুধু রাজ্যের দিকে আঙুল তুললে বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও এই দ্বিমুখী নীতির বাইরে নয়। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ- ইলেক্টোরাল বন্ড।

সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় এই বন্ডকে 'অসাংবিধানিক' ঘোষণা করেছে। তথ্যের অধিকার আইনের পরিপন্থী বলে রায় দিয়েছে। কিন্তু তার আগে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর (যার সিংহভাগ শাসকদলের পকেটে) ফান্ডে ঢুকেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, ইডি বা সিবিআই-এর হানা থেকে বাঁচতে অনেক কর্পোরেট সংস্থা এই বন্ডের মাধ্যমে 'প্রোটেকশন মানি' দিয়েছে। সাধারণ মানুষ ঘুষ দিলে তা অপরাধ। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যখন বেনামে হাজার কোটি টাকা চাঁদা নেয় এবং বিনিময়ে সেই সংস্থাগুলোকে বড় বড় বরাত বা আইনি ছাড় দেয়, তখন তাকে কী বলা হবে? একেই কি বলে 'লিগ্যালাইজড করাপশন'?

আবার, যে নেতারা বিরোধী দলে থাকলে 'দুর্নীতিবাজ' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়, তারাই যখন দল বদলে শাসকদলে নাম লেখান, তখন জাদুবলে তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের গতি কমে যায়। এই 'ওয়াশিং মেশিন' রাজনীতি কি প্রমাণ করে না যে, আইন কেবল বিরোধীদের বা সাধারণের জন্য?

গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রই হল- Rule of Law বা আইনের শাসন, যেখানে রাজা ও প্রজা সকলেই সমান। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে আমরা জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিমাল ফার্ম'-এর সেই লাইনটির দিকেই এগোচ্ছি- "All animals are equal, but some animals are more equal than others."

মানুষ ভুল করলে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে, আর সরকার বা রাজনীতিবিদরা ভুল করলে আইন তার গতিপথ বদলে নেয়, অথবা থমকে দাঁড়ায়। এই দ্বিমুখী বিচার ব্যবস্থা চলতে থাকলে একদিন সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেই। কারণ, সরকার ভুল করলে সাত খুন মাফ হতে পারে, কিন্তু জনতা জনার্দন যখন বিচারক হয়, তখন ইতিহাসের পাতায় কোনও ক্ষমাই অবশিষ্ট থাকে না।

কটকের নেটে একা প্রস্তুতি হার্দিকের

কটক, ৭ ডিসেম্বর : ঘোর কাটেনি এখনও। রয়েছে আচ্ছন্নভাবও।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার একদিনের সিরিজ শেষ। আর সেই সিরিজ শেষের চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় পরেও রোকো জুটির মায়ায় মজে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। ফের কবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের বাইশ গজে দেখা যাবে, সেই জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

সেই জল্পনার মাঝেই রবিবার কোহলি হাজির হয়েছিলেন ভাইজ্যাগের সীমাচলম মন্দিরে। সেখানে তাঁর পরিবার ও সতীর্থ ওয়াশিংটন সুন্দরকে সঙ্গে নিয়ে পুজোও দিয়েছেন তিনি। হিটম্যান ফিরে গিয়েছেন মুম্বইয়ে। যশস্বী জয়সওয়াল আবার ভাইজ্যাগ ছাড়ার আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মুম্বইয়ের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র বাকি ম্যাচে অংশ নেবেন। সঙ্গে দলের দুই সিনিয়ার রোকোর কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করেছেন তিনি। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার একদিনের সিরিজ জয়ের তিন কারিগরকে আজ সারাদিনে ভিন্ন ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ নিয়ে উন্মাদনাও।

আজ বিকেলের দিকে দুই দলই ভাইজ্যাগ থেকে কটক পৌঁছে গিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে সূর্যকুমার যাদবরা কটকে পৌঁছান। শুভমান গিলও আজ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর থেকেই ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন গিল। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে ফিটনেসের শংসাপত্র পেয়ে গিয়েছেন তিনি। ফলে মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা টি২০ সিরিজে গিলের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই। অভিষেক শর্মার সঙ্গে গিলই টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ইনিংস ওপেন করবেন।

কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে অনুশীলনের আগে জগিংয়ে হার্দিক পান্ডিয়া।

কাঁধ কতটা তৈরি, জিমে বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় শুভমান গিল। রবিবার।

মুস্তাক ট্রফিতে খেলবেন যশস্বী

কটকে এখন উৎসবের আবহ। ক্রিকেট উৎসব। ইতিমধ্যেই মঙ্গলবারের টি২০ ম্যাচের সব টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। স্কাইয়ের টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে যতটা উন্মাদনা রয়েছে, ঠিক ততটাই রোকোকে দেখতে না পাওয়ার আফসোসও রয়েছে। কোহলিদের আর কোনওদিনও আন্তর্জাতিক টি২০-র আসরে দেখা যাবে না, একথা সবারই জানা। কিন্তু তারপরও একদিনের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার 'জয়-বীরুর' পারফরমেন্স দেখার পর রোকোদের নিয়ে আকুতি থাকাই তো স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডার বলছে, জানুয়ারি মাসে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ রয়েছে। সেই সিরিজের একদিনের ম্যাচের আসরে ফের তাঁদের দেখা যাবে বাইশ গজে।

রোকো হা-হুতাশের মধ্যেই আজ সন্ধ্যার বারাবাটি স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকল ভারতীয় ক্রিকেটের আর এক তারকার প্রত্যাবর্তন যুদ্ধের। সন্ধ্যার দিকে বারাবাটি স্টেডিয়ামে আচমকাই হাজির হয়ে গিয়েছিলেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থার তরফে কিছু নেট বোলারকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘসময় ক্রিকেটচর্চা করেন তিনি। নেটে ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিং করতেও দেখা গিয়েছে হার্দিককে। এশিয়া কাপের সময় পাওয়া চোট সারিয়ে সুস্থ হয়ে দিন কয়েক আগেই বরোদার হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রিকেটে ফিরেছেন হার্দিক। নিজের অলরাউন্ড দক্ষতার পরিচয়ও দিয়েছেন তিনি। এবার টিম ইন্ডিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটে নিজেকে মেলে ধরার অপেক্ষায় তিনি।

ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও হার্দিক ও গিলের নতুন শুরুর অপেক্ষায় প্রহর গোনা শুরু করে দিয়েছেন।

চিন্নাস্বামীতে আইপিএল খেলবেন বিরাটরা

বেঙ্গালুরু, ৭ ডিসেম্বর : ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। বড় অঘটন না হলে ২০২৬ সালের আইপিএলে ঘরের মাঠেই খেলার সুযোগ পাবেন বিরাট কোহলিরা।

শেষ আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। খেতাব জয়ের উৎসবের আসরে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার পর থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ হয়নি। সম্প্রতি জানা গিয়েছিল, ২০২৬ সালের আইপিএলও অনিশ্চিত চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে।

রবিবার কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার জানিয়ে দিয়েছেন, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আইপিএল আয়োজনে কোনও সমস্যা হবে না। নির্ধারিত সময়ে নিয়ম মেনেই হবে আরসিবি-র হোম ম্যাচ। শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল হওয়ায় ২০২৬ সালের আইপিএলের উদ্বোধন ও ফাইনালও এবার চিন্নাস্বামীতেই হওয়ার কথা। কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী আজ বলেছেন, 'চিন্নাস্বামী থেকে আইপিএলের ম্যাচ কোথাও সরছে না। এই মাঠেই হবে খেলা। অতীতে যে ঘটনা ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি।'

ভাইজ্যাগের সীমাচলম মন্দিরে বিরাট কোহলি।

স্মার্ট ক্রিকেট খেলা উচিত ছিল : বাভুমা

কটক, ৭ ডিসেম্বর : ইতিহাসের দোরগোড়ায় ছিলেন তাঁরা। চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

ভাইজ্যাগে গতকাল ভারতের বিরুদ্ধে শেষ একদিনের ম্যাচে হেরে সিরিজও খোয়াতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। টেস্ট সিরিজ জয়ের রেশ উধাও হয়ে গিয়েছে দলের অন্দরে। রয়েছে হতাশাও। সেই হতাশা সঙ্গে নিয়ে আজ ভাইজ্যাগ থেকে কটক পৌঁছে গিয়েছেন প্রোটিয়ারা।

একদিনের সিরিজ শেষে মঙ্গলবার থেকে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে টি২০-র যুদ্ধ। পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরুর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার গলায় শোনা গিয়েছে হতাশা। শেষ একদিনের ম্যাচে টসে হেরে ব্যাট করতে নামার পর কুইন্টন ডি কক বড় রানের মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সতীর্থরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। পর্যাপ্ত রানও করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় একদিনের ম্যাচ ও সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার পর প্রোটিয়া অধিনায়ক স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁদের আরও স্মার্ট ক্রিকেট খেলা উচিত ছিল। প্রয়োজন ছিল আরও রানের। একদিনের সিরিজ হারের পর বাভুমা বলেছেন, 'প্রথম দুই একদিনের ম্যাচের মতো তিন নম্বর ম্যাচটাকে আরও উত্তেজক জায়গায় নিয়ে যেতে পারতাম আমরা। কিন্তু সেটা হয়নি। আসলে স্কোরবোর্ডে আরও রানের প্রয়োজন ছিল আমাদের। স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে পারিনি আমরা।'

মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা টি২০ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক বদলে যাচ্ছে। বদলাচ্ছে দলও। বাভুমার বদলে আসন্ন টি২০ সিরিজে প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দেবেন আইডেন মার্করাম। শেষ একদিনের ম্যাচে ফর্মে থাকা মার্করামকে ওপেনারের ভূমিকা থেকে চার নম্বরে নামিয়ে দেওয়া নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট সংসারে হয়েছে বিতর্ক। বাভুমা অবশ্য সেই বিতর্কে মন্তব্য করতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'দল হিসেবে আমরা খারাপ খেলিনি। অনেক সময় পরিকল্পনা কাজে আসে না। শেষ ম্যাচেও তেমনই হয়েছে। আমাদের দলে প্রচুর তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে। ভারত সফর ওদের সকলের জন্য বিরাট শিক্ষার। যা আগামীদিনে কাজে লাগবে।' এদিকে, টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন জোরে বোলার আনরিচ নর্তজে।

> প্রথম দুই একদিনের ম্যাচের মতো তিন নম্বর ম্যাচটাকে আরও উত্তেজক জায়গায় নিয়ে যেতে পারতাম আমরা। কিন্তু সেটা হয়নি। আসলে স্কোরবোর্ডে আরও রানের প্রয়োজন ছিল আমাদের। স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে পারিনি আমরা।
>
> **টেম্বা বাভুমা**

আজ হয়তো শীর্ষ আদালতে রিপোর্ট পেশ ক্রীড়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : সোমবারই সম্ভবত নির্দিষ্ট হতে চলেছে এই মরশুমে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ।

৩ ডিসেম্বর ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ও ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকের পর ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ১৩ ক্লাব মিলিতভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে চিঠি দিয়ে দ্রুত লিগ শুরু করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলে একটি চিঠি দেয়। এই ১৩ ক্লাবের মধ্যে ছিল না শুধু ইস্টবেঙ্গল। ওই চিঠিতেই অবশ্য নতুন বিডিং প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি এই মরশুমের জন্য অন্তত আলাদা করে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার কথাও লেখা হয়। যেখানে বলা হয়েছে এই ১৩ ক্লাবের জোট (কনসোর্টিয়াম) নিজেদের উদ্যোগে লিগ চালাবে। এই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করলেও অবশ্য উত্তর দেয়নি এআইএফএফ। তবে সোমবারই সম্ভবত গত ৩ তারিখের বৈঠকের রিপোর্ট দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে জমা দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর। আশা করা যায়, তার পরেই শীর্ষ আদালতের বিশেষ বেঞ্চ এই বিষয়ে দ্রুত কোনও রায় দেবে। যা এতদিন ধরে চলা অচলাবস্থা দূর করতে সাহায্য করবে।

একইসঙ্গে নতুন করে দরপত্র চাওয়ার বিষয়েও অগ্রগতি হয় কি না সেদিকেও লক্ষ থাকবে সারা দেশের। কিছু কিছু বিষয়ে নমনীয় না হলে যে নতুন করে কোনও কোম্পানি এগিয়ে আসবে না বিপণন সঙ্গী হতে, সেই কথা বারবারই উল্লেখ করা হয় সেদিনের বৈঠকের সঙ্গে ক্লাবজোটের চিঠিতেও। উল্লেখ্য, সোমবারই এআইএফএফ এবং ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট যেমন শেষ হয়ে যাচ্ছে তেমনি শেষ হচ্ছে ক্লাবগুলির সঙ্গে এফএসডিএলের চুক্তিও।

মরণ-বাঁচন ম্যাচে ফিরছেন শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : পথটা কঠিন। কিন্তু অঙ্কটা সহজ।

প্রতিপক্ষ হরিয়ানা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ। জিততেই হবে পরিস্থিতি। আর জিতলেই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র নকআউট পর্বের টিকিট নিশ্চিত হবে। সঙ্গে রয়েছে শর্তও। রানরেট ভালো করতে হবে।

৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে মুস্তাক আলির এলিটের গ্রুপ 'সি'-তে চার নম্বরে রয়েছে বাংলা। সোমবারের মরণবাঁচন ম্যাচের প্রতিপক্ষ হরিয়ানারও ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। স্থান তৃতীয়। গ্রুপ শীর্ষে থাকা পাঞ্জাব ও গুজরাটেরও ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। ফলে আগামীকাল গ্রুপের শেষ ম্যাচে যারা জিতবে, তারাই মুস্তাক আলির পরের পর্বে যাবে। এমন অবস্থায় কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'শেষ ম্যাচে হারা উচিত হয়নি আমাদের। আপাতত সেই ম্যাচের ধাক্কা ভুলে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। শাহবাজ ফেরায় দলের শক্তি ও গভীরতাও বাড়বে আমাদের। দেখা যাক কাল কী হয়।'

সৈয়দ মুস্তাক আলি

আগামীকাল মুস্তাক আলির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে টিম বাংলার জন্য এসেছে সুখবর। পারিবারিক সমস্যা কাটিয়ে গতকাল রাতেই হায়দরাবাদে ফিরে এসেছেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। আগামীকাল হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁর প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'জেতা ছাড়া কোনও পথ নেই আমাদের। আগামীকাল হরিয়ানা ম্যাচ জিততেই হবে।'

গতকাল পুদুচেরির বিরুদ্ধে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ম্যাচ হারে বাংলা। এমন 'অবাক' হারের পাশে দলের সার্বিক ব্যাটিং বিপর্যয় অভিমন্যু ঈশ্বরণদের চাপে ফেলে দিয়েছে। যদি গতকালের পুদুচেরি ম্যাচ বাংলা জিতে থাকত, তাহলে গ্রুপ শীর্ষে থাকতেন মহম্মদ সামিরা। শুধু তাই নয়, আগামীকাল হরিয়ানার বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচে নামার আগে দলের আত্মবিশ্বাস আরও বেশি থাকত।

বাবা হওয়ার খুশি নিয়ে বাংলা দলে যোগ দিলেন শাহবাজ আহমেদ।

> শেষ ম্যাচে হারা উচিত হয়নি আমাদের। আপাতত সেই ম্যাচের ধাক্কা ভুলে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। শাহবাজ ফেরায় দলের শক্তি ও গভীরতাও বাড়বে আমাদের। দেখা যাক কাল কী হয়।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

ফাইভ স্টার নেসেরে সহজ জয় অজিদের

ব্রিসবেন, ৭ ডিসেম্বর : ভবিতব্য শনিবারই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শুধু দেখার ছিল, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত 'বাজবল' লড়াই কতটা লম্বা করতে পারে। কিন্তু কোথায় কি? মাইকেল নেসেরের (৪২/৫) ফাইভ স্টার পারফরমেন্সে ব্রিসবেনের গাব্বায় গোলাপি বলের টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে চলতি অ্যাসেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া।

গতকাল দ্বিতীয় ইনিংসে মিচেল স্টার্ক (৬৪/২), স্কট বোল্যান্ডরা (৪৭/২) ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন। ফলে এদিন ১৩৪/৬ স্কোর নিয়ে মাঠে নামে ইংল্যান্ড। গাব্বায় উপস্থিত বার্মি আর্মির সমর্থকরা ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকসের (৫০) থেকে অলৌকিক কিছুর আশায় ছিলেন। উইল জ্যাকসকে (৪১) নিয়ে প্রথম সেশনটা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেন স্টোকস। ১৯৩/৬ নিয়ে লাঞ্চে যায় ইংল্যান্ড।

দিনরাতের টেস্টে গোলাপি বল চিরাচরিতভাবে দ্বিতীয় সেশনে বিশেষত গোধূলির সময় 'দুষ্টুমি' করে। অজি শিবিরও সেই অপেক্ষাতেই ছিল। দ্বিতীয় সেশনের প্রথম ঘণ্টাও অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের নির্বিষ করে রেখেছিলেন স্টোকস-জ্যাকস। কিন্তু গোধূলির ঠিক আগে পুরোনো বলে নেসেরের স্পেল ইংল্যান্ডের যাবতীয় প্রতিরোধ ভেঙে দেয়।

নেসের এসেই জ্যাকসকে ফিরিয়ে ৯৬ রানের জুটি ভাঙেন। অজি শিবির যেন এই উইকেটেরই অপেক্ষায় ছিল। নিজের পরের ওভারে নেসের তুলে নেন অজি শিবিরের সবচেয়ে বড় কাঁটা স্টোকসকে। গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্সরাও বেশিক্ষণ ইনিংস টানতে পারেননি। ইংল্যান্ড অল আউট হয় ২৪১ রানে।

৬৫ রান হাতে নিয়ে ইংরেজ বোলারদের বেশিকিছু করারও ছিল না। ট্রাভিস হেডের (২২) ঝোড়ো ইনিংস অস্ট্রেলিয়ার কাজ আরও সহজ করে দেয়। পরে জেক ওয়েডারাল্ডকে (অপরাজিত ১৭) নিয়ে ম্যাচ শেষ করে আসেন অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ (অপরাজিত ২৩)। অজিরা ২ উইকেটে ৬৯ রান তুলে নেয়।

এরমধ্যেই স্মিথের সঙ্গে জোফ্রা আর্চারের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় রং বিষয়। মাঠেই মিটে গিয়েছে।'

জয় নিশ্চিত জেনে জোফ্রা আর্চারকে কটাক্ষ স্টিভেন স্মিথের। ব্রিসবেনে।

> কিছু সময়ের জন্য ম্যাচে ফিরেছিলাম আমরা। কিন্তু সুযোগের পুরো ফায়দা নিতে পারিনি। কথায় বলে, অস্ট্রেলিয়া দুর্বল মানুষদের জন্য নয়। আমরাও দুর্বল নই। কিন্তু আমাদের জয়ের রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে।
>
> **বেন স্টোকস**

টানা দ্বিতীয় হারের পর হতাশ ইংরেজ অধিনায়ক স্টোকস বলেছেন, 'কিছু সময়ের জন্য ম্যাচে ফিরেছিলাম আমরা। কিন্তু সুযোগের পুরো ফায়দা নিতে পারিনি। কথায় বলে, অস্ট্রেলিয়া দুর্বল মানুষদের জন্য নয়। আমরাও দুর্বল নই। কিন্তু আমাদের জয়ের রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে।'

স্টোকস ব্রিগেডের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রাক্তন ইংরেজ তারকা ইয়ান বোথাম বলেছেন, 'আমি যদি ইংল্যান্ড সমর্থক হিসেবে এবারের অ্যাসেজ দেখতে যেতাম তাহলে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের থেকে টাকা ফেরত চাইতাম। কারণ ইংল্যান্ডের এই দল তৈরি নয়। ওদের বোলারদের টেস্ট ক্রিকেটের ফিটনেস নেই।'

লিভারপুল ছাড়ার ইঙ্গিত সালাহর

প্রথম এগারোতে সুযোগ না পেলেও দলকে উৎসাহ দিচ্ছেন মহম্মদ সালাহ।

লন্ডন, ৭ ডিসেম্বর : ইপিএলে লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩-৩ গোলে ড্র। লিভারপুলের খারাপ সময় কাটছেই না। এরই মধ্যে দলে জায়গা না পাওয়া নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ।

লিডস ম্যাচের পর সালাহ বলেছেন, 'আমি খুব হতাশ। কেন আমায় রিজার্ভ বেঞ্চে রাখা হচ্ছে সেটা জানি না। কোচের সঙ্গে আগে ভালো সম্পর্ক থাকলেও এখন কোনও সম্পর্ক নেই। মনে হচ্ছে ক্লাব আমাকে ছুড়ে বাসের নীচে ফেলে দিয়েছে। কেউ চাইছে না যে আমি দলে থাকি।'

এখানেই থেমে থাকেননি সালাহ। ক্লাব ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়ে মিশরীয় তারকা বলেছেন, 'ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিরুদ্ধে খেলব কি না জানি না। তবে ম্যাচটা উপভোগ করব। তারপর সমর্থকদের বিদায় জানিয়ে আফ্রিকা কাপ খেলতে চলে যাব। এরপর কী হবে আমি জানি না।'

এদিকে, ইউরোপীয় ফুটবল মহলে জোর গুঞ্জন, আগামী শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে সৌদি প্রো লিগের কোনও দলে সই করতে চলেছেন সালাহ।

বার্সেলোনার পারফরমেন্সে খুশি ফ্লিক

সেভিল, ৭ ডিসেম্বর : লা লিগায় দুরন্ত ছন্দে বার্সেলোনা। অ্যাওয়ে ম্যাচে রিয়াল বেটিসকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে দৌড়াচ্ছে ফেরান টোরেসরা।

বেটিসের বিরুদ্ধে দলের 'পাঁচতারা' পারফরমেন্সে খুশি কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। তিনি বলেছেন, 'রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে প্রথমার্ধে আমরা দারুণ খেলেছি। শুরুতে পিছিয়ে পড়েও লিড নিয়েছি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তারপরেও ছেলেরা ক্লাবের জন্য নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে।'

দলের দুই তারকা টোরেস ও লামিনে ইয়ামালের প্রশংসা করে ফ্লিক বলেছেন, 'লামিনে আক্রমণের পাশাপাশি রক্ষণেও সাহায্য করেছে। ওটা ইতিবাচক বিষয়। ফেরান টোরেস খুব বুদ্ধিমান খেলোয়াড়। ওর পারফরমেন্সে আমি সন্তুষ্ট।'

এদিকে, লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে বিলবাওয়ের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন আলেহান্দ্রো বেরেনগুয়ের রেমিরো।

হ্যাটট্রিকের পর ফেরান টোরেস।

পাঁচ গোল পিএসজি-র

প্যারিস, ৭ ডিসেম্বর : লিগ ওয়ানে পাঁচ গোল প্যারিস সাঁ জাঁ-র। গত সপ্তাহে মোনাকোর কাছে হারের পর এদিন রেনেঁকে ৫-০ গোলে হারাল লুইস এনরিকের পিএসজি। পার্ক দ্য প্রিন্সেসে প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে ২৮ ও ৬৭ মিনিটে জোড়া গোল করেন কভিচা কাভারাৎস্কেইয়া। এছাড়াও স্কোরশিটে নাম তুললেন সেনি মায়ুলু (৩৯ মিনিট) ও শেষদিকে পরিবর্ত নামা ইব্রাহিম এমবায়ে (৮৮ মিনিট)। পরে দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে পিএসজি-র জয় নিশ্চিত করেন গঞ্জালো র‍্যামোস। এই জয়ের পর ১৫ ম্যাচ শেষে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা লেনসের থেকে এক পয়েন্ট পিছিয়ে রইল পিএসজি।

চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামি, নায়ক মেসি

ফ্লোরিডা, ৭ ডিসেম্বর : প্রথমবার ফাইনালে। প্রথমবারেই চ্যাম্পিয়ন।

মেজর লিগ সকারে দ্বিমুকুট জিতল ইন্টার মায়ামি। কনফারেন্স লিগের পর কাপ চ্যাম্পিয়ন লিওনেল মেসিরা। ফ্লোরিডায় একপেশে ফাইনালে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস এফসি-কে ৩-১ গোলে হারাল মায়ামি।

৮ মিনিটে এডিয়ার ওকাম্পোর আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে ভ্যাঙ্কুভার। গোল শোধের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় ৬০ মিনিট পর্যন্ত। ভ্যাঙ্কুভারকে সমতায় ফেরান আলি আহমেদ। এরপরই শুরু মেসি ম্যাজিক। তাঁর বাড়ানো পাস থেকেই ৭১ মিনিটে ইন্টার মায়ামিকে এগিয়ে দেন রডরিগো ডি পল। সংযুক্তি সময় তাদেও আলেন্দের গোলেও অবদান সেই মেসির।

এমএলএস কাপ ফাইনালে জয়ের পর উচ্ছ্বাস ইন্টার মায়ামির। ফ্লোরিডায়।

মায়ামির ক্লাবটির ইতিহাসে এটিই প্রথম 'এমএলএস' কাপ জয়। প্রথমবার কনফারেন্স লিগ জিতে ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছিল ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাব। আসলে মেসির ছোঁয়াতেই বদলে গিয়েছে ইন্টার মায়ামি। একসময় যে দল পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকত, আর্জেন্টাইন মহাতারকা যোগ দেওয়ার পর সেই মায়ামিই চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে। ইংলিশ কিংবদন্তি বেকহ্যামের মুখে হাসি ফুটিয়ে তৃপ্ত মেসিও।

আর্জেন্টাইন মহাতারকা বলেছেন, 'এমএলএস জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আমরা মরশুম শুরু করেছিলাম। সাফল্যের জন্য সকলে পরিশ্রম করেছি। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

তীরে এসে তরী ডুবল ইস্টবেঙ্গলের

খেতাবরক্ষায় সফল এফসি গোয়া

মাঠে না নামলেও এফসি গোয়ার ট্রফি জয়ের উৎসবে শামিল হলেন সন্দেশ ঝিংগান। ফতোরদায় রবিবার।

এফসি গোয়া-০ (৬)
ইস্টবেঙ্গল এফসি-০ (৫)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : নয়া ট্রফি সুপার কাপের! চ্যাম্পিয়ন সেই পুরোনোই।

বিপণন সঙ্গী সরে যাওয়ায় সুপার কাপ ট্রফি নতুন করে বানাতে হয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে। এমনকি পুরোনো ডিজাইনও বদলাতে হয়। তবে সেই নতুন ট্রফিও নিজেদের কাছেই ধরে রাখল এফসি গোয়া। ১২০ মিনিটের টানটান লড়াইয়ের পর টাইব্রেকারেও হার মানেননি সাউল ক্রেসপোরা। চেষ্টা ছিল এশিয়ান টুর্নামেন্টে যাওয়ার। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফিরতে হচ্ছে রানার্স হয়েই। সাডেন ডেথে ইস্টবেঙ্গলকে ৬-৫ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মানোলো মার্কুয়েজ রোকার দল। তবে এদিন ম্যাচ হল সেয়ানে সেয়ানে। যেমনটা হওয়া উচিত কোনও টুর্নামেন্টের ফাইনাল। ফলে ১২০ মিনিট ম্যাচ নিষ্ফলা। বোরহা হেরেরা মানেই সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন। এদিন তো সুপার কাপ জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেললেন। সেই তাঁরই টাইব্রেকারে প্রথম শট বাইরে যাওয়ায় মনে হচ্ছিল হয়তো এই রাতটা ইস্টবেঙ্গলেরই। কিন্তু মহম্মদ বসিম রশিদ বল উড়িয়ে দিয়ে সম্ভাবনা নষ্ট করেন। ম্যাচ গড়ায় সাডেন ডেথে। প্রথম শটে পরিবর্ত হামিদ আহদাদ গোল করলেও পারলেন না পিভি বিষ্ণু। অন্যদিকে, গোয়ার হয়ে উদান্তা সিং ও সাহিল তাভোরা গোল করে যান।

টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথ

ইস্টবেঙ্গল		এফসি গোয়া	
কেভিন সিবিলে	(গোল)	বোরহা হেরেরা	(মিস)
সাউল ক্রেসপো	(গোল)	জাভিয়ের সিভেরিও	(গোল)
মিগুয়েল ফিগুয়েরো	(গোল)	দেজান দ্রাজিক	(গোল)
মহম্মদ বসিম রশিদ	(মিস)	মুহাম্মদ নেমিল	(গোল)
আনোয়ার আলি	(গোল)	ডেভিড টিমর	(গোল)
হামিদ আহদাদ	(গোল)	উদান্তা সিং	(গোল)
পিভি বিষ্ণু	(মিস)	সাহিল তাভোরা	(গোল)

এই মরশুমে চারটি টুর্নামেন্ট খেলে একটায় চ্যাম্পিয়ন, দুইটিতে রানার্স ও একটায় সেমিফাইনালিস্ট রেখে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। এদিন শুরু থেকেই প্রতিপক্ষ বক্সে বারবার হানা দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। যদিও গোল আসেনি। মিগুয়েল ফিগুয়েরা একাই তিনটি সুযোগ নষ্ট করেন। প্রতি ম্যাচেই তিনি ইস্টবেঙ্গলের সেরা ফুটবলার। কিন্তু প্রতিপক্ষের জালে বল রাখায় এখনও সেরা হয়ে উঠতে পারেননি। জাপানি হিরোশি ইবুসুকি এখনও কার্যকরী নন। ৪৪ মিনিটে নাওরেম মহেশ সিংয়ের একটা দুর্দান্ত শট ঋতিক তেওয়ারি ঝাঁপিয়ে বাঁচান। ৬৩ মিনিটে করমর্দন দূরত্ব থেকে হিরোশির হেড গোলে ঢোকার পরিবর্তে ঋতিকের হাতে যায়। ৭৫ মিনিটে অবশ্য পরিবর্ত বিষ্ণুর শট নিয়ে বিতর্ক হয়। কারণ প্রথমটা ধরতে না পারলেও পরে ছিটকে যাওয়া বল গোলে ঢুকেছে বলে মনে হলেও পরে টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা যায় গোললাইনের উপর থেকেই বার করেন ঋতিক। সঠিক সিদ্ধান্ত রেফারি হরিশ কুণ্ডুর।

অন্যদিকে, সুপার কাপ মানেই বোরহার টুর্নামেন্ট। এদিনও দফায় দফায় জ্বলে উঠলেন। ৫১ মিনিটে তাঁর এবং ফিরতি বলে আয়ুষ ছেত্রীর নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট অক্সিজেন দেয় ইস্টবেঙ্গলকে। ৭৭ মিনিটে ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের শট পোস্টে ধাক্কা না খেলেও হয়তো তখনই স্বপ্নভঙ্গ হত ইস্টবেঙ্গলের। তবে জাভিয়ের সিভেরিওর মাটিতে পড়ে থাকা প্রভসুখান সিং গিলের হাতে মারাই বোধহয় এদিনের সেরা সুযোগ ছিল। লাল কার্ড দেখা ইকের গুয়ারেটক্সেনা, চোটের জন্য সন্দেশ ঝিংগানের না থাকা হয়তো খানিক দুর্বল করেছিল গোয়াকে। তবে শেষপর্যন্ত ফেভারিট দল হিসাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে খুশি মনে সমর্থকদের বাড়ি ফেরার সুযোগ করে দিলেন সাহিলরা।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, সিবিলে, নুঙ্গা (জয়), মহেশ (বিষ্ণু), রশিদ, সাউল, বিপিন (হামিদ), মিগুয়েল ও হিরোশি (ডেভিড)।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

কমল কুমার বোস

প্রয়াণ ঃ ২৬শে নভেম্বর, ২০২৫

আমাদের প্রিয়, আমাদের প্রাণ যার হাসি-উষ্ণতা আমাদের সকলকে বেঁধে রাখত, যাঁর অনুপস্থিতি অপূরণীয়। তাঁর ফেলে যাওয়া ঘর, কাপড় ও জিনিসের মধ্যে দিয়ে এবং আমাদের হৃদয়ের মাঝে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানঃ- 8/12/2025 সোমবার দেশবন্ধুপাড়া, সিধু কানু সরণি, শিলিগুড়িস্থিত নিজ বাসভবনে। **শোকস্তব্ধঃ-** চন্দ্রা বোস (স্ত্রী), পপি চন্দ (কন্যা), নির্মল্য চন্দ (জামাতা), প্রিয়াংশু চন্দ (নাতি), সৌরভ, প্রভাত, বিজন ও সুব্রত (ভাস্তাগণ) এবং সমস্ত পরিবারবর্গ।

স্মরণসভা

আমাদের সকলের প্রিয় **বিভোর নন্দী** গত 26/11/25 তারিখে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আগামী 09/12/25 তারিখে বিকেল 4টা থেকে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিত থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে।

বিনীত- পরিবারবর্গ
স্থান- নেতাজি মোড়, ইন্দিরাপল্লি, শিবমন্দির
Ph: 7478826425, 9433851850

সেমিতে হার ভারতের

মাদুরাই, ৭ ডিসেম্বর : জুনিয়ার হকি বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেল ভারতীয় দল। রবিবার সেমিফাইনালে তাদের ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি। ১৪ ও ৩০ মিনিটে লুকাস কোস্সেল জোড়া গোল করেন। ১৫ মিনিটে টিটাস এক্স, ৪০ মিনিটে জোনাস ভন জারসাম ও ৪৯ মিনিটে বেন হাসবাচের গোলে জার্মানরা ফাইনালে পৌঁছানো নিশ্চিত করে। ৫১ মিনিটে আনমোল এক্কা ভারতের হয়ে একটি গোল ফেরালেও তা শেষপর্যন্ত সান্ত্বনা পুরস্কার হয়েই থেকে যায়। এদিনের হারে লখনউয়ে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়ার হকি বিশ্বকাপের পর ভারতীয় দলের খেতাব জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। বুধবার তারা ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনার।

পরামর্শদাতা কার্স্টেন

জোহানেসবার্গ, ৭ ডিসেম্বর : নামিবিয়ার জাতীয় ক্রিকেট দলের পরামর্শদাতা হলেন গ্যারি কার্স্টেন। রবিবার নামিবিয়া ক্রিকেট সংস্থার তরফে এই ঘোষণা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী বছর ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে নির্ধারিত থাকা টি২০ বিশ্বকাপের সময় নামিবিয়া জাতীয় দলের পরামর্শদাতার ভূমিকায় দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বজয়ী কোচকে। নামিবিয়ার কোচ ক্রেগ উইলিয়ামসের সঙ্গে কাজ করবেন কার্স্টেন। ২০১১ সালে একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বজয়ী ভারতীয় কোচকে জাতীয় দলের পরামর্শদাতা নিয়োগ করার পর নামিবিয়া ক্রিকেট সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, 'ভারতের মাটিতে কার্স্টেনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই আমরা।'

বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টি২০ ক্রিকেটে গ্রুপ থেকে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। ৪ দলের গ্রুপে তারা জিতেছে মাত্র একটি ম্যাচ। রবিবার কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ মাঠে এনবিইউ ৮ রানে হেরেছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। প্রথমে রবীন্দ্র ভারতী ৪ উইকেটে ২০৬ রান করে। ভাস্কর রায় নেন ২ উইকেট। জবাবে এনবিইউ ৫ উইকেটে ১৯৮ রানে আটকে যায়। ভাস্করের অবদান ৮৫ রান।

চ্যাম্পিয়ন হয়েও চিন্তায় মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : সাডেন ডেথে শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই জার্সি দিয়ে মুখ ঢাকলেন পিভি বিষ্ণু। সুপার কাপ খুইয়ে হতাশা ঢেকে রাখতে পারলেন না ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁও।

একদিকে তখন টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দে উদ্বেল এফসি গোয়ার ফুটবলাররা। ফতোরদা স্টেডিয়ামের অন্য প্রান্তে তখন বিষাদে

বিষাদে ডুবল লাল-হলুদ শিবির

ডুবে লাল-হলুদ শিবির। হতাশায় ভেঙে পড়েছেন মহম্মদ বসিম রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোরা। কেভিন সিবিলে, জয় গুপ্তাদের চোখে জল। রানার্সের পদক নিতে মঞ্চে উঠলেন ব্রুজোঁ। আর মঞ্চ থেকে নেমেই তা খুলে ফেললেন। স্প্যানিশ কোচের অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট তাঁর হতাশা। লাল-হলুদের সহকারী কোচ বিনো জর্জের বক্তব্য, 'আমরা খারাপ খেলিনি। সুযোগ তৈরি করেছি অনেক। গোল করতে না পারার ফল ভুগতে হল।' যদিও এর জন্য নির্দিষ্ট কোনও ফুটবলারকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ বিনো।

ফাইনালে নজর কাড়তে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকি।

উলটোদিকে সুপার কাপ জিতেও চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। সারা দেশের কোচ-ফুটবলারদের কথাটা যেন তিনিই বলে দিলেন। ফতোরদার মাঠে দাঁড়িয়েই তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'সুপার কাপ জিতলাম। জানি না মরশুমের শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললাম কি না।'

ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মানোলো। বলেছেন, 'ভারতীয় ফুটবলের জন্য সময়টা খুব কঠিন। এএফসি-তে খেলার সুবাদে আমরা একটু হলেও সুবিধা পেয়েছি। যদিও পাঁচ মাসে ৫টা ম্যাচ কখনোই যথেষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের মোটিভেশন ধরে রাখাও কঠিন।' একইসঙ্গে ফাইনালে ব্রুজোঁর দলের পারফরমেন্স নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'দুই দলই সমানতালে খেলেছে। ইস্টবেঙ্গলের জন্য খারাপ লাগছে। ওদের দিক থেকে দেখলে এভাবে হার মেনে নেওয়া কঠিন।'

ফাইনালে হার বাংলার

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : মহিলাদের জাতীয় জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আত্মসমর্পণ করল বাংলা। উত্তর পূর্বের দলটির কাছে ৯-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। মণিপুরের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন রেডিমা দেবী ও নীরা চানু। জোড়া গোল করেন ইয়াফাবি থকচম। অপর গোলটি করেন পুষ্পরানি দেবী।

ম্যাচের সেরা হয়ে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের শুভঙ্কর দে।

বাপন দে ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন মনজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি কলেজ গ্রাউন্ড ফুটবল প্লেয়ার্সের বাপন দে ট্রফি ৮ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মনজিৎ ইলেভেন। রবিবার শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে ফাইনালে তারা ৪-০ গোলে হারিয়েছে কার্সিয়াং লেজেন্ডকে। সেমিফাইনালে মনজিৎ ২-০ গোলে জিতেছে রয়্যাল ভেটেরানের বিরুদ্ধে। কার্সিয়াং টাইব্রেকারে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় শিলিগুড়ি ভেটেরানকে। ফাইনালের সেরা মনজিতের সমীর তামাং। রানার্স কার্সিয়াং পেয়েছে মন্টু বাগচী ট্রফি। অশোক পাল ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে দার্জিলিং ভেটেরানের দখলে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্রীড়া সংগঠক মদন ভট্টাচার্য ও পেয়ারা সিং এবং বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সচিব বাপী সাহা।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে মনজিৎ ইলেভেন। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে।

শুভঙ্করের দাপটে জয়ী দাদাভাই স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার দাদভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৩ উইকেটে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে মহানন্দা ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ২১৫ রান তোলে। রোশন শা ৫৬ ও ধোনি রায় ৪৩ রান করেন। মৈনাক দে-র অবদান ৩৫। সূর্যপ্রতাপ ভৌমিক ৩৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন জিৎ মণ্ডলও (৩১/২)। জবাবে দাদাভাই ৩৯ ওভারে ৭ উইকেটে ২২০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর দে ৬৮ রান করেন। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন সুদীপ সরকার (৫০) ও সুপ্রিয় ভৌমিক (২৩)। যশ প্রসাদ ৩১ ও মৈনাক ৩৬ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

বড় জয় দেশবন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৯ উইকেটে নবোদয় সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে নবোদয় ৩৯.১ ওভারে ১৪৪ রানে অল আউট হয়। তাপস সরকার ৪৩ ও টনি দাস ২৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা সৌরভ দত্ত ৩১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সাগর বর্মনও (৩৩/৩)। জবাবে দেশবন্ধু ২১.১ ওভারে ১ উইকেটে ১৪৫ রান তুলে নেয়। কিশোর ভগৎ ৬০ ও অজয়েন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন। সোমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। সিয়াম কলেজের মাঠে জিটিএসসি-র মুখোমুখি হবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সৌরভ দত্ত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রোহিত রসাইলি।

১৮ পয়েন্টে এসএসবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে রবিবার এসএসবি ৪-০ গোলে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। এই জয়ে ৭ ম্যাচ খেলে এসএসবি ১৮ পয়েন্টে পৌঁছে গেল। তাদের থেকে এক ম্যাচ বেশি খেলে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সংগ্রহে ২০ পয়েন্ট। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচের দুই অর্ধে দুইটি করে গোল হয়েছে। জোড়া গোল করেন রোহিত রসাইলি (৯ মিনিটে ও ৭৯ মিনিটে)। অন্য দুই গোল দ্বৈমালু ব্রহ্ম (২১ মিনিট) এবং মণীশ ফাওয়ার (৭৪ মিনিট)। ম্যাচের সেরা হয়ে রোহিত পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। সোমবার খেলবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।